भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

आर्थिक शिक्षा पुस्तिका

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

নির্দেশিকা ঃ

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র আর্থিক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা করা হয় সাধারণ জনগণকে কিছু সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য। সিকিউরিটিজ বিষয়ক কোন বিশেষ আইন, বিধান, নিয়ন্ত্রণ, পরামর্শ এবং নির্দেশবলী জানতে হলে SEBI-র ওয়েবসাইট www.sebi.gov.in-এ সন্ধান করুন।

প্রকাশক ঃ

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)

SEBI ভবন

প্লট নংঃ সি৪-এ, জি-ব্লক, বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্স

বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫১

টেলিফোনঃ +৯১-২২-২৬৪৪৯০০০ / ৪০৪৫৯০০০ / ৯১৭৯ / ৯১৮৮

ম্যাক্সঃ +৯১-২২-২৬৪৪৯০২৭ / ৪০৪৫৯০২৭

ই-মেল ঃ feprogram@sebi.gov.in

এই প্রকাশনায় কোন ভুল ত্রুটি যাতে না হয়, তার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি কোন ভুল ত্রুটি পাঠকের চোখে পড়ে, তবে তা যেন উপরোক্ত ঠিকানায় অবশ্যই জানানো হয়। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই বই-এর তথ্য ব্যবহার করে কারোর যদি কোনভাবে কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার জন্য প্রকাশক কোনভাবেই দায়ী নয়।

এই প্রকাশনার কোন অংশ কোন ভাবে বা কোন উপায়ে পুনরুৎপাদন বা অনুকরণ (ছবি অথবা যান্ত্রিক, ফোটোকপি, রেকর্ড করা, টেপ করা বা তথ্য পুনরুদ্ধার করা) করা বা কোন ডিস্ক, টেপ, সছিদ্র মাধ্যম অথবা অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণের যন্ত্রে প্রকাশকের অনুমোদন ছাড়া অবিকল প্রতিরূপ করা যাবে না। এই চুক্তির লঙ্ঘন আইনি ব্যবস্থার সাপেক্ষ।

অক্টোবর ২০২১

সুচিপত্র

অধ্যায় ঃ ১ -- ভূমিকা ---------- ০১

অধ্যায় ঃ ২ -- ব্যক্তিগত অর্থ বিষয়ক মূল ধারনা ---------- ০২

অধ্যায় ঃ ৩ -- আর্থিক পরিকল্পনা ---------- ০৭

অধ্যায় ঃ ৪ -- সঞ্চয় সম্বন্ধীয় দ্রবসমূহ ---------- ১৩

অধ্যায় ঃ ৫ -- সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগ ---------- ২০

অধ্যায় ঃ ৬ -- বীমা সম্বন্ধীয় দ্রব্যসমূহ ---------- ৩৪

অধ্যায় ঃ ৭ -- পেনশন, অবসর এবং স্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা ---------- ৩৬

অধ্যায় ঃ ৮ -- ঋণগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য ---------- ৪১

অধ্যায় ঃ ৯ -- সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প ---------- ৪৪

অধ্যায় ঃ ১০ -- কর সাশ্রয়ের পন্থাসমূহ ---------- ৪৯

অধ্যায় ঃ ১১ -- পন্‌জী প্রকল্প এবং অনিবন্ধীকৃত বিনিয়োগ
পরামর্শদাতাদের থেকে সাবধানতা ---------- ৫১

অধ্যায় ঃ ১২ -- অভিযোগ নিবন্ধন কৌশল ---------- ৫৭

অধ্যায় ঃ ১৩ -- অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ সংস্থা ---------- ৬২

অধ্যায় ঃ ১৪ -- SEBI ---------- ৬৩

অধ্যায় ঃ ১৫ -- SEBI, এক্সচেঞ্জ এবং ডিপোজিটরিজ-এর যোগাযোগ
সম্বন্ধীয় তথ্য ---------- ৬৪

অধ্যায় : ১ – ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীতে আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট । ব্যক্তিগত অর্থ সম্পত্তির দক্ষ পরিচালনার জন্য প্রতিটি মানুষের আর্থিক শিক্ষা লাভ করা উচিত । সাধারণ মানুষেরা বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় যেমন– আর্থিক পণ্যের জটিলতা, প্রতারণাপূর্ণ বা 'পনজি' প্রকল্পের অস্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত জীবন ভালোভাবে কাটানোর জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি । এই সব কারণে ব্যক্তিগত অর্থসম্পত্তির সুষ্ঠু পরিচালনা ও আয়–ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে ।

আর্থিক শিক্ষা মানুষকে আর্থিক সাক্ষরতা লাভ করতে সহায়তা করে ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরী করে । এর ফলে মানুষ তার আয়, ব্যয়, সম্পত্তি ও দায় সঠিকভাবে পরিচালনা করে উন্নততর আর্থিক অবস্থায় পৌঁছাতে পারে ।

প্রতিটি গৃহের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা অবশ্যই প্রয়োজন । আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ শুধু সঞ্চয় নয়, কোনো উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিনিয়োগকেও বোঝানো হয় । অধিক নিপুণতার সহিত সঞ্চয় ও সেখান থেকে ভবিষ্যৎ আয় ব্যয়ের পরিকল্পনাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে ।

এই সংকলনের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত অর্থ–সম্পত্তি বিষয়ে সার্বিক ধারণা প্রদান করা যেখানে বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে, যেমন– আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা, আর্থিক সাক্ষরতার মূল চিন্তা, বিভিন্ন রকম বিনিয়োগের উপায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পণ্যসমূহ, বীমা ও পেনশন, অবসর জীবনের পরিকল্পনা, পনজি প্রকল্পের থেকে সাবধানতা, কর বাঁচানোর নানা উপায়, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, বিনিয়োগ ব্যবস্থায় করণীয় এবং অকরণীয় ইত্যাদি ।

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে লেখা । এটি আশা করা হচ্ছে যে এই পুস্তিকা সম্পূর্ণ পড়ার পরে পাঠক ব্যক্তিগত সম্পদ সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞান অর্জন করবেন এবং সঠিকভাবে তা প্রয়োগ করতে পারবেন যা তাকে উন্নততর আর্থিক অস্তিত্বের সহায়তা করবে ।

অধ্যায় : ২ – ব্যক্তিগত অর্থ বিষয়ক মূল ধারণা

প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব অর্থ পরিচালনার জন্য সেই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জরুরি ধারণা থাকা প্রয়োজন, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

❖ সঞ্চয় কি?

সঞ্চয় হলো ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত যে আয় ।

ক) **আয়:** বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত অর্থ, যেমন – বেতন, মজুরি ইত্যাদি

খ) **ব্যয়:** প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নানাপ্রকার বিষয়ে যে অর্থ খরচ হয় ।

মানুষ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি খরচ মেটাতে সঞ্চয় ব্যবহার করে । ব্যাঙ্কে সঞ্চয় জমা রাখলে সামান্য সুদ পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনমতো সে টাকা তোলা যায় । মানুষেরা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অথবা পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টে সঞ্চয় জমা রাখতে পারে।

❖ বিনিয়োগ কি?

বিনিয়োগ হলো সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আর্থিক ও অন্যান্য পণ্য এমনভাবে ক্রয় করা যে আগামী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পণ্যের থেকে অধিকতর অর্থ ফেরত পাওয়া যায়, যেমন আর্থিক পণ্যের মধ্যে ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট, শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনা, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করা ইত্যাদি এবং অন্যান্য পণ্যের মধ্যে জমি কেনা, সোনা-রুপো কেনা ইত্যাদি । বিনিয়োগের মেয়াদ স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ হতে পারে । বিনিয়োগ থেকে অর্জিত অর্থ সময়ের সঙ্গে সাধারণত ওঠা নামা করে ।

নিম্নে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পার্থক্যগুলি তালিকাভুক্ত করা হলো :

	ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সঞ্চয়	ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আর্থিক ও অনার্থিক বিষয়ে বিনিয়োগ
অর্থ	সঞ্চয় হলো কোনো ব্যাক্তির আয়ের সেই অংশ যা খরচ করা হয় না ।	বিনিয়োগ হলো সঞ্চিত অর্থকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যাতে অধিকতর অর্থ উপার্জিত হয় অর্থবৃদ্ধির মাধ্যমে ।
উদ্দেশ্য	সঞ্চয় বিশেষত স্বল্পমেয়াদি তারল্য বা জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয় ।	বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তি সৃষ্টি করা হয় যা থেকে ভবিষ্যতে আয় হয় ও সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি হয় ।
ঝুঁকি	অতি সামান্য বা নগণ্য	সেই সম্পদের উপর নির্ভর করে যার উপর বিনিয়োগ করা হয়।
তারল্যতা	অধিক তারল্য	তুলনামূলক কম তারল্য বিশিষ্ট্য।

❖ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা:

বিনিয়োগ করলে সম্পত্তি বাড়ে। বিনিয়োগের থেকে সুদ, সময়ে বিনিয়োগের মূল্যবৃদ্ধি বা বিনিয়োগ থেকে যে উপার্জন হয় তা নির্ধারিত আর্থিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সকলেরই প্রথম জীবন থেকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ শুরু করা উচিত। যত তাড়াতাড়ি এসব শুরু করা যায় তত তাড়তাড়ি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে এবং আকাঙ্খিত বাসনাগুলি পূরণ করা যাবে, যেমন– বাড়ি কেনা, সন্তানের শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা অথবা অবসর জীবনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা।

❖ সম্পত্তি ও দায় কি?

যে পণ্য নিজের মালিকানায় থাকে ও যা থেকে ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জন করা যায় তা হলো সম্পত্তি। যা কিছু অন্যকে শোধ করার বাধ্যবাধকতা বহন করে তা হলো দায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি সঞ্চয় করে তা ফিক্সড ডিপোজিট–এ বিনিয়োগ করি, তা হলো সম্পত্তি। অন্যদিকে আমাদের যদি কোনো ব্যাঙ্কে বা কোনো ব্যক্তির কাছে বকেয়া ঋণ থাকে তবে সেটি হলো দায়।

❖ ঋণ বলতে কি বোঝায়?

যখন আয়ের অধিক ব্যয় মেটাতে অর্থের ঘাটতি পূরণ করার জন্য অর্থ ধার নেওয়া হয় তাকে ঋণ বলে।

❖ অর্থের সময়মূল্য কি?

সময়ের সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যদি ১০ বছর পিছিয়ে যান তাহলে আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের দ্বারা যে মধ্যাহ্নভোজ ক্রয় করতে পারতেন বর্তমানে আপনি সেই একই অর্থের দ্বারা মধ্যাহ্নভোজের একটি অংশই পেতে পারবেন। সুতরাং এর অর্থ ৫০০ টাকা নোটের মূল্য আজ থেকে পাঁচ বছর পর যা হতে চলেছে তার তুলনায় বর্তমান মূল্য অনেক বেশি। অর্থাৎ নোটের রাশি এক হলেও আজকের হাতের টাকা সুদ খাটিয়ে সময়ের সঙ্গে সে টাকা বর্ধিত করা যায়। আজকের ৫০০ টাকাকে বিনিয়োগ করে সুদ, লাভ অথবা মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য বাড়ানো যায়।

প্রাথমিকভাবে টাকার সময়মূল্য বলতে আমরা বুঝি যে সময়ই টাকা – টাকার আজকে যা মূল্য ভবিষ্যতে সে মূল্য থাকবে না এবং এর উল্টোটাও সত্যি।

❖ মুদ্রাস্ফীতি কি? বিনিয়োগের ওপর তার প্রভাব কি?

মুদ্রাস্ফীতি হলো জিনিস বা পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি হওয়া। সময়ের সঙ্গে যখন জিনিস ও পরিষেবার দাম বাড়তে থাকে তখন এক একক টাকায় (ধরা যাক ১ টাকা) সেই পণ্য বা পরিষেবা কেনার ক্ষমতা কমতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের দ্বারা কিছু কেনার ক্ষমতা কমতে থাকে। সুতরাং আর্থিক পরিকল্পনার সময় বিনিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির কি প্রভাব পড়তে পারে তা খেয়াল রাখা উচিত। যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি বিনিয়োগমূল্য কমিয়ে দেয়, বিনিয়োগকারীদের কাছে মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ।

❖ মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে কোনো ব্যক্তির বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে?

ধরা যাক পাঁচ বছর আগে একটি চপ এর দাম ছিল ২ টাকা, বর্তমানে তার দাম ৭ টাকা। এই দাম বাড়ার কারণ বস্তুটি উন্নততর মানের বা অধিক পরিমানের নয় এর কারণ মুদ্রাস্ফীতির জন্য বস্তুটি তৈরী করার উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে গেলে বিনিয়োগকারীদের কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে?

প্রথমে বিনিয়োগ থেকে অকৃত্রিম লাভের হার (Real Rate of Return) নির্ধারণ করা উচিত, যা পাওয়া যাবে বিনিয়োগ থেকে আশান্বিত আর্থিক লাভের উপরে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আরোপ করে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে টাকার মূল্য কমে যাওয়ার যে ক্ষতি তার থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে যদি মুদ্রাস্ফীতির হারের থেকে সমান বা বেশি হারে বিনিয়োগ করা যায়।

❖ অর্থের চক্রবৃদ্ধি ক্ষমতা কি?

প্রধান মূলধন যা প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা হয় তার উপর যদি সরল / সাধারণ সুদের ব্যবস্থা থাকে, তা হলে সুদ কেবলমাত্র ওই মূলধনটুকুর উপরেই পাওয়া যায়। কিন্তু সুদের চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থায় মূলধন এবং তার থেকে আগের পাওয়া সুদের উপরেও সুদ পাওয়া যায়।

দেখা যাক কি ভাবে এই চক্রবৃদ্ধি কাজ করে :

বছর	প্রাথমিক মূলধন	সুদের হার	অর্জিত হার	মূলধন + সুদের আয়
১	১০০০	৯%	৯০	১০৯০
২	১০৯০ (১০০০ + প্রাপ্ত সুদ ৯০)	৯%	৯৮	১১৮৮
৩	১১৮৮ (১০০০ + প্রাপ্ত সুদ ৯০ + ৯৮)	৯%	২৯৫	১২৯৫
১০	২১৭২	৯%	১৯৫	২৩৬৭*
২০	৫১৪২	৯%	৪৬৩	৫৬০৪
৪০	২৮৮১৬	৯%	২৫৯৩	৩১৪০৯

প্রত্যেক বছর শেষে অর্জিত লাভ যোগ করার কারণে সেই বছরের আসলের পরিমানটাও বাড়ছে। যেহেতু আসলের পরিমান বাড়ছে তাই বর্ধিত আসলের উপর লাভের পরিমানটাও বাড়ছে।

উপরের উদাহরণটি দেখায় কিভাবে ১০০০/- টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ বেড়ে ৩১,৪০৯/- টাকা হয় ৪০ বছরে। যখন সেই ফেরতপ্রাপ্ত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করা হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনি লাভ অর্জন করতে পারবেন আগের অর্জিত অর্থের উপরে। পক্ষান্তরে সরল সুদের ক্ষেত্রে আসলে পরিমান একই থাকে। ১০০০ টাকার ৪০ বছরে বার্ষিক সুদ ৯০ টাকা হলে সুদে-আসলে বাড়বে শুধুমাত্র ৪৬০০ টাকা ।

সূত্রঃ

- প্রাথমিক বিনিয়োগ + তার থেকে প্রথম বছরের আয় বা সুদ একসঙ্গে দ্বিতীয় বছরের বিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয়।
- সেই বিনিয়োগ + তার থেকে পাওয়া সুদ বা আয় মিলিয়ে তৃতীয় বছরের বিনিয়োগের মূলধন হিসাবে ধরা হয় এবং এইভাবে চক্রবৃদ্ধি ব্যবস্থা চলতে থাকে।

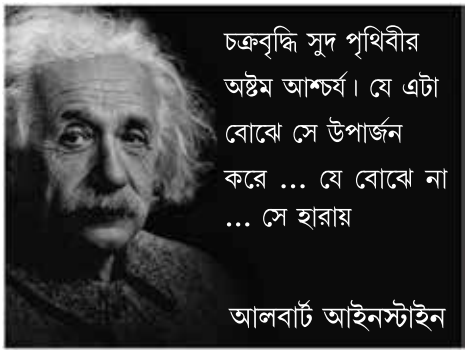

❖ চক্রবৃদ্ধি সুদের ৭২ এর ফর্মুলা :

৭২ ÷ R (সুদের হার) = T (বিনিয়োগের টাকা দ্বিগুন হওয়ার সময়, বছর অনুযায়ী)

যেমন ৭২ ÷ ৩ (সুদের হার) = ২৪ (বিনিয়োগ দ্বিগুন হওয়ার সময়, বছর অনুযায়ী)

অথবা ২০০/- টাকা উপহার পেয়ে কেউ যদি তাকে ৬% সুদের হারে বিনিয়োগ করে তবে তা দ্বিগুন অর্থাৎ ৪০০/- টাকা হতে কতদিন লাগবে?

৭২ ÷ ৬% সুদ = ১২ বছর

অর্থাৎ ১২ বছরে ২০০ টাকা ৪০০ টাকা হবে ।

সুদের হার — দ্বিগুন হওয়ার সময় (বছর)

৭২ ÷ R = T

– উদাহরণস্বরূপ –

৭২ ÷ ৩ = ২৪

৩% বার্ষিক সুদের হার — ২৪ বছরে দ্বিগুন হবে

অর্থ দ্বিগুন করার সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করার জন্য ৭২-কে বার্ষিক সুদের হার দিয়ে ভাগ করতে হয়

❖ গড়পড়তা টাকা বিনিয়োগের খরচ :

টাকা বিনিয়োগের খরচকে গড়পড়তায় আনতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ নিয়মিত সময় অন্তর বিনিয়োগ করতে হবে বাজারে ওঠানামার নির্বিশেষে। ধরা যাক, যখন মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কম তখন তা বেশি কেনা হচ্ছে এবং যখন ইউনিটের দাম বেশি তখন মিউচুয়াল ফান্ড কম কেনা হচ্ছে । একটি নিয়মানুসারে বিনিয়োগ করলে কোন সময় বিনিয়োগ করার পক্ষে সবচেয়ে ভালো এই জটিল এবং প্রায় অসম্ভব কাজটি করার দরকার হয়না। এইভাবে টাকা বিনিয়োগের খরচ গড়পড়তায় নিয়ে এলে বিনিয়োগে স্বল্পমেয়াদি বাজার ওঠানামার প্রভাব কমানো যায়।

মাস	বিনিয়োগের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে	ইউনিট প্রতি খরচ	ইউনিট কেনার সংখ্যা (কত টাকা দেওয়া হয়েছে / খরচ)
জানুয়ারী	২০০০	৫০.০০	৪০
ফেব্রুয়ারী	২০০০	৪১.৬৭	৪৮
মার্চ	২০০০	৪৭.৬২	৪২
এপ্রিল	২০০০	৫৮.৮২	৩৪
মে	২০০০	৭১.৪২	২৮
জুন	২০০০	৬৬.৬৭	৩০

মাস	বিনিয়োগের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে	ইউনিট প্রতি খরচ	ইউনিট কেনার সংখ্যা (কত টাকা দেওয়া হয়েছে / খরচ)
জুলাই	২০০০	৪০.০০	৫০
অগাস্ট	২০০০	৪৭.৬২	৪২
সেপ্টেম্বর	২০০০	৪৫.৪৫	৪৪
অক্টোবর	২০০০	৬২.৫০	৩২
নভেম্বর	২০০০	৫৫.৫৫	৩৬
ডিসেম্বর	২০০০	৫০.০০	৪০
মোট	২৪০০০/-		৪৬৬ ইউনিট

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বারো মাস ধরে মোট ২৪০০০/- টাকার বিনিয়োগে বিনিয়োগকারী মোট ৪৬৬ মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট পেয়েছে। ইউনিট প্রতি গড় খরচ দাঁড়ায় ৫১.৫০ টাকা।

অধ্যায় : ৩ – আর্থিক পরিকল্পনা

ক) আর্থিক পরিকল্পনা:

একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আর্থিক চাহিদা অনুমান করা ও তা পূরণ করার সার্বিক কর্মসূচীকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিভিন্ন আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আর্থিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে । উদাহরণ স্বরূপ, সন্তানের জন্ম, পড়াশোনা, বাড়িক্রয়, বিবাহ বা বিভিন্ন জরুরি অবস্থা যেমন শারীরিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ক্ষতির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা মেটাতে আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

খ) আর্থিক পরিকল্পনার প্রক্রিয়া:

বর্তমান আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ:

যদি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে হয়, বর্তমান আর্থিক অবস্থা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আপনার আয়, ব্যয়, সম্পদ এবং দায় নির্ধারণ করে আপনার আর্থিক অবস্থান। ঋণ শোধ করার পরে যা থাকে, সেটাই হলো আপনার নেট সম্পদমূল্য। নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পদের নেট মূল্য নির্ধারণ করা হয়:

সম্পদ		দায়	
বিষয়বস্তু	টাকা	বিষয়বস্তু	টাকা
গাড়ি	২৫,০০০	গৃহঋণ	২০,০০,০০০
ব্যাঙ্ক ব্যালান্স	৫,০০,০০০	গাড়ি ঋণ	১০,০০০
বাড়ি	৫০,০০,০০০		
মোট সম্পদ	৫৫,২৫,০০০	মোট দায়	২০,১০,০০০
নেট সম্পদমূল্য (সম্পদ–দায়)	৩৫,১৫,০০০/- (৫৫,২৫,০০০ – ২০,১০,০০০)		

আপনার নেট মূল্য / শুদ্ধ আয় আপনার আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতাকে নির্দেশ করে, যেমন– একটি বাড়ি কেনা, উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করা, ভবিষ্যতের চিকিৎসা ব্যয়, ঋণপরিশোধ ক্ষমতা ইত্যাদি ।

আর্থিক লক্ষ্য গঠন:

সম্পদ অর্জন থেকে শুরু করে জরুরি অবস্থার জন্য সাশ্রয় করা এবং ভবিষ্যতের আর্থিক সুরক্ষার জন্য আর্থিক বিনিয়োগ ইত্যাদি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের অংশ বিশেষ । একজন ব্যক্তির আর্থিক লক্ষ্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

১) প্রাথমিক আর্থিক লক্ষ্য (খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় ইত্যাদি)
২) দ্বিতীয় বা উন্নতমানের আর্থিক লক্ষ্য (শিক্ষা, ঘর, বিবাহ ইত্যাদি)
৩) অবসর পরিকল্পনা
৪) এস্টেট পরিকল্পনা

ব্যক্তি সাধারণ তাদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কর পরিকল্পনার কৌশল গ্রহণ করতে পারে । এই লক্ষ্যগুলি ব্যক্তির জীবদ্দশায় পরিবর্তিত হতে পারে এবং সেইজন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী কোনো পরিবর্তনের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা উচিত।

দ্রষ্টব্য: আর্থিক পরিকল্পনা করার সময় সবার প্রথমে একটি পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ নিশ্চিত করা উচিত এবং তারপরে ব্যয় পূরণের পরিকল্পনা করা উচিত ।

মিস্টার ওয়ারেন বাফেট, বিশ্বের অন্যতম একজন সফল বিনিয়োগকারী বলেছেন ব্যয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সঞ্চয় করবেন না, সঞ্চয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ব্যয় করুন ।

অতএব, প্রত্যেকেরই তার আয়কে কাজে লাগানোর সময় যে মৌলিক ধারণার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত তা হলো নিম্ন রূপ:

আয় – সঞ্চয় = ব্যয়

সম্পদ রাতারাতি তৈরী হয়না । কোনো ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত । একটি সুপরিকল্পিত আর্থিক লক্ষ্য হওয়া উচিত SMART অর্থাৎ নির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), বাস্তবধর্মী (Realistic) এবং সময় সীমাবদ্ধ (Time bound)।

	বিবরণ	ভুল পদ্ধতি	সঠিক পদ্ধতি
নির্দিষ্ট (Specific)	আপনি কি অর্জন করতে চান এবং কখন আপনি এটি করতে চান তা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে ।	পরের বছর আমার নাতনির জন্মদিনের জন্য টাকা আলাদা করে রাখতে হবে ।	পরের বছর আমার নাতনির জন্মদিনের জন্য ১০,০০০ টাকা আলাদা করে রাখতে হবে ।
পরিমাপযোগ্য (Measurable)	একটি লক্ষ্য পরিমাপযোগ্য হওয়া উচিত যাতে আপনি জানেন যে আপনি কখন সেটা অর্জন করবেন।	আমি শীঘ্রই আমার ক্রেডিট কার্ডের বেশিরভাগ ঋণ পরিশোধ করবো ।	পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আমার সমস্ত ক্রেডিট কার্ডের বিলগুলি সম্পূর্ণ পরিশোধ করবো ।
অর্জনযোগ্য (Achievable)	আপনার লক্ষ্য একটি যুক্তিসঙ্গত নাগালের মধ্যে হওয়া উচিত ।	আমি টাকা সঞ্চয় করবো।	আমি প্রত্যেক মাসে ৪,০০০ টাকা আলাদা করে রাখবো যাতে প্রত্যেক বছরে ৪৮,০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারি ।

	বিবরণ	ভুল পদ্ধতি	সঠিক পদ্ধতি
বাস্তবধর্মী (Realistic)	আপনার লক্ষ্যগুলি আপনার সংস্থান এবং এমন কার্য ভিত্তিতে হওয়া দরকার যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পাদন করতে পারেন ।	নিয়মিত সঞ্চয় করে আমি কোটিপতি হয়ে যাবো ।	নিয়মিত সঞ্চয় করে আমি আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে ঋণমুক্ত হয়ে যাবো । সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর আমি যদি নিয়মিত সঞ্চয় করতে পারি তাহলে পরবর্তী ডিসেম্বর–এর মধ্যে আমি যথেষ্ট সঞ্চয় করে ফেলবো যা আমার ছয় মাসের খরচের জন্য যথেষ্ট।
সময় সীমাবদ্ধ (Time bound)	লক্ষ্যগুলির সময় সীমাবদ্ধতা আপনাকে আপনার অগ্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে যাতে আপনি লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে পারেন ।	আমার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা সঞ্চয় করবো ।	আমি আগামী দশ বছর বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা করে সঞ্চয় করবো মেয়ের বিয়ের জন্য ।

লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ আপনার ব্যক্তিগত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে । এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের বিভিন্ন লক্ষ্যের মূল্য নির্ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী বিনিয়োগের অঙ্কের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা । এই বিনিয়োগের নীতি অবলম্বন করার সময় একজন ব্যক্তির বয়স, বিনিয়োগে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগের দিগন্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন ।

আর্থিক লক্ষ্যপূরণের পাঁচটি পদ্ধতি:

পদ্ধতি–১ : সুনির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্যের নির্ধারণ

প্রত্যেকটি বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে শুরু করার পূর্বে সঠিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্থিক লক্ষ্য ও ইচ্ছাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্বাচন করা ।

পদ্ধতি–২ : স্বল্পমেয়াদী, মাঝারি মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ:

স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলি হলো মূলত সেইসব আর্থিক প্রয়োজনীয়তা যা কয়েক মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময়ে মধ্যে উত্থিত হবে বলে আশা করা হয়।

মাঝারি মেয়াদী লক্ষ্যগুলি বলতে প্রধানত সেগুলিকে বোঝানো হয় যাদের সময়সীমা এক বছর থেকে আট বছরের মধ্যে হয়। সম্পত্তি কেনার লক্ষ্য, নিজস্ব কাজ শুরু করার লক্ষ্য, পেশাদারী কোর্সে নথিভুক্ত হওয়ার লক্ষ্য ইত্যাদি মাঝারি মেয়াদী আর্থিক লক্ষ্য হতে পারে ।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি ৮ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য হয়, যেমন– সন্তানের বিবাহ, অবসর পরিকল্পনা ইত্যাদি ।

পদ্ধতি–৩ : সম্পদ বন্টন বিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রহণ

সম্পদ বন্টন হলো ইক্যুইটি এবং ঋণের মতো বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীতে অর্থ বিনিয়োগের একটি কৌশল যা একজন বিনিয়োগকারীর আয় ও ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ধারিত হয়। সম্পদ শ্রেণী বলতে সমবৈশিষ্ট সম্পন্ন আর্থিক উপকরণগুলির সমষ্টিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্পদ বন্টন হলো কোনো ব্যাক্তির আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বিনিয়োগের পন্থার ভিত্তিতে সুষ্ঠু বিনিয়োগের একটি কৌশল যার উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি এবং তার থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার এর মধ্যে সমতা বজায় রাখা ।

সম্পদ বন্টন

আপনার বয়স, জীবনধারা এবং পারিবারিক প্রতিশ্রুতি ও আপনার আর্থিক লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে সম্পদের বন্টন করতে হবে । সম্পদ বন্টনের সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার বিনিয়োগের মাধ্যম যেন বৈচিত্রময় হয়, যেমন– ইক্যুইটি, বন্ডস, আবাসন ক্রয় ইত্যাদি। বৈচিত্রময় বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক ঝুঁকি কমানো যেতে পারে এবং বিনিয়োগ ভালো আর্থিক ফেরতমূল্য দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তি যখন বিনিয়োগের বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিয়োগ (তার আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগ পন্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে) করে থাকে তখন তা নিম্নরূপের হয়ে থাকে :

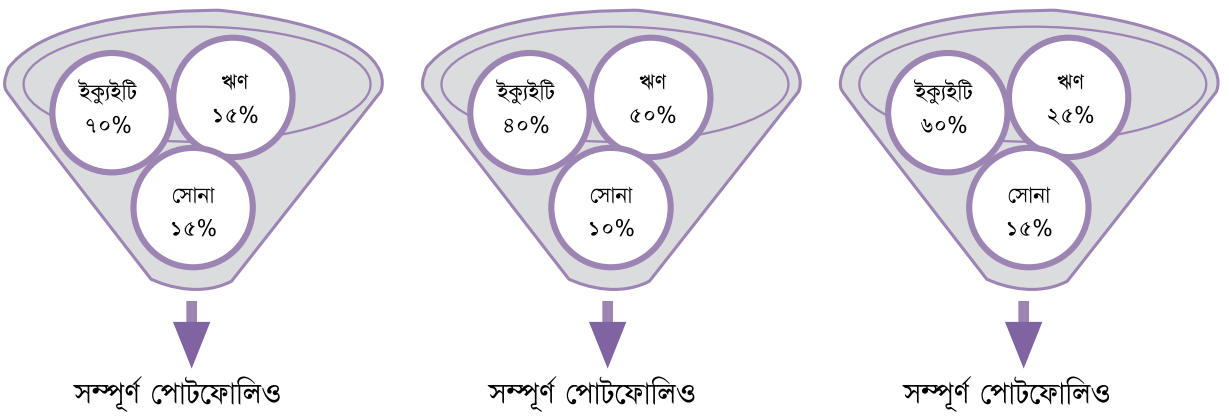

পদ্ধতি–৪ : বিভিন্ন সম্পদ সংমিশ্রনের মধ্যে সঠিক সম্পদ সংমিশ্রণটি বিনিয়োগের জন্য শনাক্তকরণ:

সঠিক ঝুঁকি–রিটার্ন সংমিশ্রণে সম্পদ বন্টনের সঠিক কৌশল নির্বাচন কঠিন বলে মনে হতে পারে । কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যপূরণের জন্য বৈচিত্রপূর্ণ সম্পদের বন্টন সর্বাধিক রিটার্ন দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ।

বিবিধকরণ:

এটি বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ, শিল্প ও অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে বিনিয়োগ বন্টন করে ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে । ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সম্পদ (ঋণ, ইক্যুইটি, সোনা, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি) যা সমাবস্থায় পৃথক ভূমিকা পালন করে থাকে সেইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে আর্থিক রিটার্নে লোকসান কম করাই হলো বিবিধকরণের মূল লক্ষ্য ।

যদিও এই বিবিধকরণের পদ্ধতি আর্থিক ক্ষতি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না অর্থনৈতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে একটি ভালো দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন দেওয়াই হলো এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ।

দ্রষ্টব্য:

- সবকটি ডিম্ একই পাত্রে রাখা উচিত নয় ।
- বিধকরণ হল বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ বা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সম্পদে বিনিয়োগের একটি কৌশল ।
- লক্ষ্য হল আর্থিক ঝুঁকি ও রিটার্নের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ।

পদ্ধতি–৫ : বিভিন্ন আর্থিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা এবং সংশোধন:

নিয়মিত আপনার আর্থিক লক্ষ্য এবং বিনিয়োগের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন। আপনার পোর্টফোলিওতে স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মতো বিনিয়োগগুলি পর্যালোচনা করুন। কিছু বিনিয়োগ পণ্য কিছু নির্ধারিত প্রয়োজন মেটাতে পারে, তবে তা সবার ক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে লাভবান নাও হতে পারে, সেই সমস্ত বিনিয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত।

গ) বিনিয়োগের মাধ্যম ও ঝুঁকি নির্ধারণ:

বিনিয়োগকারীদের কাছে বিনিয়োগের সুযোগগুলি হল স্থায়ী আয়ের সিকিউরিটিস, ইক্যুইটি বিনিয়োগ, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি। প্রতিটি বিনিয়োগ মাধ্যমের নিজস্ব আর্থিক ঝুঁকি এবং রিটার্ন থাকে। ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ উচ্চতর ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত, কারণ তাদের রিটার্নগুলি পৃথক সংস্থার আর্থিক কার্যকারিতা এবং সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, ডেট (debt) ঋণপত্র সম্পর্কিত আর্থিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। সরকারি বন্ডগুলি ঝুঁকিহীন হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ – সরকারকে ঋণখেলাপী হিসাবে ধরা হয় না।

বিনিয়োগের তিনটি স্তম্ভ:

কোনো ব্যক্তির বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সুরক্ষা, তারল্য এবং রিটার্ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদেরকে বিনিয়োগের তিনটি স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

১) সুরক্ষা: এটি বিনিয়োগের আসল অঙ্ক এবং প্রত্যাশিত টাকা রাশির সুরক্ষা সম্পর্কে অবগত করে। উদাহরণস্বরূপ: আপনি যদি কাউকে ১০০ টাকা ঋণ দেন, তা কি সময়মতো পরিশোধ করা হবে? অথবা, আপনার ১০০ টাকা মূলধন হিসাবে কি সুরক্ষিত? আপনার আর্থিক সুরক্ষা আপনার আর্থিক রিটার্নের নিশ্চয়তা প্রদান করে এমনভাবে যে আপনি উল্লেখিত তারিখ বা তার আগে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা ফেরত পাবেন।

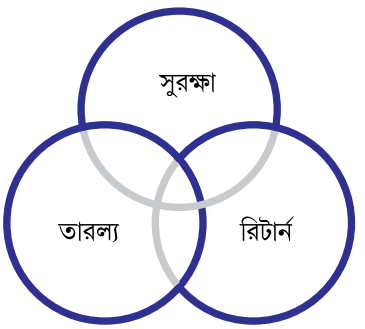

২) তারল্য: এটি বিনিয়োগের স্বাচ্ছন্দ্যতার দিকটি নির্দেশ করে, যার সাহায্যে আপনি আপনার ইচ্ছামতো বিনিয়োগের টাকা ভাঙাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ: আপনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কিভাবে আপনার অর্থ ফেরৎ পাবেন, সেটিই লিক্যুইডিটি নির্বাচন করে।

৩) রিটার্ন: আপনার বিনিয়োগ থেকে আপনি কি ফেরৎ পেতে পারেন? এটি আপনার আয়ের পরিমাণ, বিনিয়োজিত মূলধনের লাভের পরিমাণ বা উভয় হতে পারে। একজন বিনিয়োগকারীর ডিভিডেন্ড অর্থাৎ বিনিয়োগ থেকে আয় এই বিনিয়োজিত লভ্যাংশের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। মূলধনের মূল্যায়ন মানে সময়ের সাথে সাথে বিনিয়োগের মূল্যবৃদ্ধি।

উদাহরণস্বরূপ: যদি বিনিয়োগের বর্তমান বাজারের মূল্য অধিক হয় বিনিয়োগের সময়ের মূল্যের তুলনায়, তবে এটি লাভ বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে, বিনিয়োগের বর্তমান বাজারের মূল্য বিনিয়োগের সময়ের মূল্যের তুলনায় কম হলে ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) বিনিয়োগ থেকে আয়:

বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীর রিটার্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। বিনিয়োগ থেকে আয় দু'ভাবে হতে পারে, নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হল:

নিয়মিত আয়:

ইক্যুইটি বিনিয়োগ: আপনি যখন কোনো সংস্থার ইক্যুইটি শেয়ার কেনেন এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেন, আপনি তার থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

স্থির আয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ: ডেট (debt) সিকিউরিটিস এর ক্ষেত্রে আপনি বিনিয়োগ করলে স্থায়ী সুদ পেয়ে থাকেন যা আপনার স্থির আয়কে নির্দেশ করে।

মূলধন অ্যাপ্রিশিয়েশন:

যখন প্রাথমিক বিনিয়োগের মূল্য সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় তখন বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগের কিছুটা অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ বর্ধিত মূল্যে বিক্রি করে লাভ অর্জন করে থাকে। একেই বলে মূলধনের অ্যাপ্রিশিয়েশন।

উদাহরণস্বরূপ: একজন বিনিয়োগকারী ৫০০০ টাকা দিয়ে শেয়ার প্রতি ৫০ টাকায় XYZ লিমিটেড কোম্পানির ১০০ টি শেয়ার কিনেছেন। XYZ শেয়ারের মূল্য এখন ৬৫ টাকা প্রতি শেয়ার হলে বিনিয়োগকারী ৬৫০০ টাকা আয় করবে ১০০ তা শেয়ার বিক্রি করে। অতএব লাভের পরিমাণ হবে ১৫০০ টাকা। একে মূলধনের অ্যাপ্রিশিয়েশন বলে।

ঙ) ঝুঁকি ও রিটার্ন বলতে কি বোঝায়?

ঝুঁকি কোনো নির্দিষ্ট বিনিয়োগ থেকে আপনার প্রত্যাশিত আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষতির সম্ভাবনাকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি বিনিয়োগকারীর আয় সম্পর্কিত অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে।

ঝুঁকি vs রিটার্ন

ঝুঁকি এবং বিনিয়োগ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সুসংবাদ হল, ঝুঁকিগ্রস্থ বিনিয়োগই ভালো লভ্যাংশ ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং প্রক্রিয়াটিকে সার্থক করে তোলে।

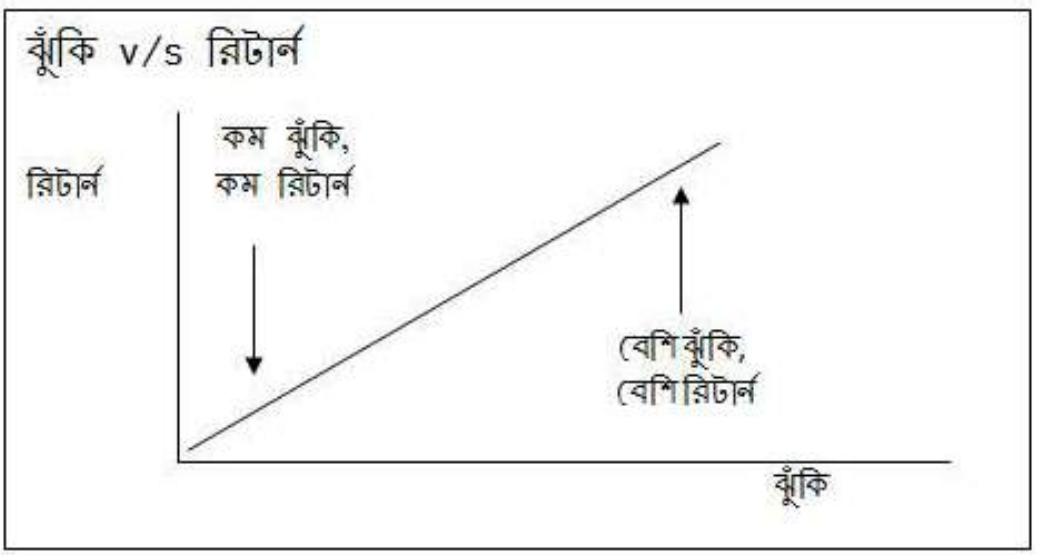

দ্রষ্টব্য:

- আপনি যদি কোনো সম্পদ শ্রেণীতে বিনিয়োগ করেন তাহলে আপনার সেটা নিয়মিত নিরীক্ষণ করা উচিত এবং আর্থিক বাজারের অবস্থান অনুযায়ী যথাসময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
- সর্বদা নজর রাখা উচিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোর উপর বিশেষত যখন সম্ভাব্য রিটার্নস অস্বাভাবিকভাবে বেশি হয়ে থাকে।

অধ্যায় : ৪ – সঞ্চয় সম্বন্ধীয় দ্রব্যসমূহ

এই অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব যা সঞ্চয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আমানত পরিকল্পনা, সরকারি আমানত পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন কোম্পানির দ্বারা প্রচলিত জনসাধারণের জন্য আমানত পরিকল্পনাগুলি এই দ্রব্যসমূহে অন্তর্ভুক্ত।

ক) কেন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা উচিত?

বাড়িতে টাকা রাখার সমস্যাগুলি হল নিম্নরূপ:

১. অসুরক্ষিত: বাড়িতে নগদ টাকা রাখলে তা চুরি হওয়ার অথবা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

২. বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত: বাড়িতে নগদ টাকা ফেলে রাখলে তাতে সুদ পাওয়া যায় না।

৩. ঋণপ্রদানের ক্ষীন সম্ভাবনা: ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সেই টাকা ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুতরাং বাড়িতে নগদ টাকা রাখার চেয়ে ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সুবিধা বেশি পাওয়া যায়।

খ) ব্যাঙ্কিং:

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি হলো কতগুলি নিয়ন্ত্রিত আর্থিক সংস্থা যারা জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ভরসার ভিত্তিতে লেনদেন করে থাকে। এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে নিরীক্ষণ করতে হয় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যেক বছর এই ব্যাঙ্কগুলিকে নিরীক্ষণ এবং পরিদর্শন করে।

ব্যাঙ্ক আমানত তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের আমানত জমা রাখে। আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে সুদ পাওয়া ছাড়াও তারল্য ও সুরক্ষার কারণে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা পছন্দ করেন। এছাড়াও স্থায়ী আমানতের ওপর ৭৫ থেকে ৯০ পর্যন্ত ঋণগ্রহণের সুবিধাও পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের জমা বীমা স্কীমের দ্বারা সরকার প্রতি গ্রাহকের প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানত পিছু ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বীমা দ্বারা সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করে। ব্যাঙ্ক যদি কোনো কারণে অর্থপ্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে আমানতকারীরা এব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকেন যে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত তাদের সঞ্চয় ফেরত পেতে পারবে। এই স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য গ্রাহকগণ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারবে।

গ) অ্যাকাউন্টখোলার পদ্ধতি – কে.ওয়াই.সি শর্তাবলী:

যেকোনো ধরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার আগে ভোক্তাকে কে.ওয়াই.সি পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে হয়। কে.ওয়াই.সি র পুরো কথা হলো নো ইওর কাস্টমার অর্থাৎ ভোক্তাকে জানুন। কে.ওয়াই.সি এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাঙ্কের কাছে ভোক্তাদের সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাতে ব্যাঙ্ক তার আমানতকারীদের ভালোভাবে চিনতে ও জানতে পারে এবং তাদের ঝুঁকি সামলানোর ক্ষমতা বিচার করতে পারে। যে সমস্ত কে.ওয়াই.সি নথি ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে সেগুলি হলো: ১) ছবি ২) পরিচয়পত্র (প্যানকার্ড আধার কার্ডের কপি) এবং ৩) ঠিকানার প্রমাণপত্র (ইলেকট্রিক বিল পাসপোর্ট আধার কার্ডের কপি ইত্যাদি)

ঘ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরণ:

সঞ্চয়ী আমানত:

- স্বল্প সুদ কিন্তু তারল্য বেশি।
- এটিএম এর মাধ্যমে টাকা তোলার সুবিধা পাওয়া যায়।
- সঞ্চয়ী আমানতের সুদের ওপর কোনো কর ধার্য হয় না, কিন্তু আমানতকারী টাকা তুলে নিলে তা করের আওতায় পড়ে।
- এককভাবে বা যুগ্মভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। অ্যাকাউন্ট যদি যুগ্মভাবে খোলা হয় তাহলে যে কোনো একজন ব্যক্তি এককভাবে অথবা যুগ্মভাবে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারে।
- যে কোনো বয়সের নাবালক আমানতকারী তাদের আইনত অভিভাবকের অভিভাবকত্বে ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ী আমানত খুলতে পারে। ১০ বছরের উর্দ্ধের নাবালক আমানতকারী ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, এটিএম, ডেবিট কার্ড, চেকবুক ইত্যাদির সুবিধা ব্যাঙ্ক থেকে গ্রহণ করতে সক্ষম।

মূল সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক আমানত (বি.এস.ডি.বি.এ.):

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে।
- কোনো ব্যক্তি এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শূন্য ব্যালেন্স সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে যেখানে কোনোরকম প্রাথমিক জমার অবশ্যিকতা নেই।
- একমাসে কতবার টাকা জমা করা যেতে পারে এবং টাকা তোলা যেতে পারে সেই ব্যাপারে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যায়।
- কোনোরকম মূল্য ছাড়াই এটিএম এবং পাসবুকের সুবিধা প্রদান করা হয়।
- বিএসডিবিএ আমানতকারীরা সেই একই ব্যাঙ্কে অন্য কোনো সঞ্চয়ী আমানত খোলার সুবিধা নিতে পারবে না।

স্থায়ী আমানত:

- এই আমানত ব্যাঙ্কে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখতে হয় এবং বিনিময়ে একটি পূর্বনির্ধারিত সুদ পাওয়া যায়।
- একটি নির্দিষ্ট পরিমানের উর্দ্ধে স্থায়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ করের (টি.ডি.এস.) আয়তায় পড়ে।
- প্রবীণ নাগরিকরা সুদের হারের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে।
- স্থায়ী আমানতের মেয়াদ ও সুদের হার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্ক পরিবর্তিত হয়।

পুনরাবৃত্ত আমানত (আর.ডি.):

- এই ধরণের আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা প্রতিমাসে জমা করতে হয় একটি পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার জন্য।
- স্থায়ী আমানতের তুলনায় এই ধরণের আমানতে সুদের হার বেশি হয়।
- একটি নির্দিষ্ট পরিমানের উর্দ্ধে অর্জিত সুদ করের (টি.ডি.এস.) আয়তায় পড়ে।
- প্রবীণ নাগরিকরা সুদের হারের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে।
- পুনরাবৃত্ত আমানতের মেয়াদ ও সুদের হার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্ক পরিবর্তিত হয়।

বিশেষ মেয়াদী ব্যাঙ্ক আমানত:

- এই ধরণের আমানত সাধারণত কর বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জমা রাখা হয়।
- আয়কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী এই ধরণের আমানতের ওপর সেকশন ৮০সি অনুযায়ী কর ছাড় পাওয়া যায়।
- সাধারণত এই আমানত ৫ বছর মেয়াদী হয়।
- মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে টাকা তোলা যায় না।

ঙ) ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং:

এখনকার আধুনিক সময়ে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন যেমন- টাকা পাঠানো, টাকা দেওয়া, জিনিসপত্র কেনাকাটা ইত্যাদি সবকিছুই ডিজিটাল-এর মাধ্যমে করা সম্ভব হয়েছে এবং ভোক্তা যেকোনো জায়গা থেকেই এই লেনদেন করতে পারেন।

তহবিল স্থানান্তরের বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমগুলি হলো নিম্নরূপ:

লেনদেনের মাধ্যম এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য:
এন.ই.এফ.টি (ন্যাশনাল ইলেকট্রিক ফান্ড ট্রান্সফার):
● এক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর। ● তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ● সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFSC কোড (ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কোড, একটি একক কোড যা প্রতিটি ব্যাঙ্ক শাখায় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে) ব্যবহার করে তহবিল স্থানান্তর করা হয়। ● তহবিল স্থানান্তরের জন্য ধার্য অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন হয়। ● দিনের যেকোনো সময় তহবিল স্থানান্তর করা যায় এবং সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অর্থ পৌঁছে যায়।
আর.টি.জি.এস (রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট):
● একটি বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর হয়ে থাকে। ● এই পদ্ধতিতে বিপুল রাশির অর্থ স্থানান্তর করা হয়ে থাকে। ● সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFSC কোড ব্যবহার করে তহবিল স্থানান্তর করা হয়। ● তহবিল স্থানান্তরের জন্য ধার্য অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন হয়। ● সপ্তাহের কার্যের দিনগুলিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তৎক্ষণাৎ তহবিল স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী।
আই.এম.পি.এস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস):
● তৎক্ষণাৎ ভিত্তিতে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী। ● ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং- এর মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFSC কোড প্রয়োজন। ● মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর এম.এম.আই.ডি (মোবাইল মানি আইডেন্টিফায়ার হল ৭টি ডিজিট বিশিষ্ট একটি সংখ্যা যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদেয় হয়) প্রয়োজন।
ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউ.পি.আই):
● ভি.পি.এ (ভার্চুয়াল পেমেন্ট এড্রেস) ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো স্মার্টফোন থেকে তৎক্ষণাৎ তহবিল স্থানান্তর করা যায়। ● বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে ২৪X৭ তহবিল স্থানান্তরের সুবিধা পাওয়া যায়। ● এই সুবিধা গ্রহণের জন্য গ্রাহককে ইউ.পি.আই সমর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে ব্যাঙ্ক বিবরণ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

** তহবিল স্থানান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে www.rbi.org.in এবং https:www.npci.org.in

ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধির নতুন বিভাগ :

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু নতুন ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধির নতুন বিভাগ উপস্থাপন করেছে, যার মূল বৈশিষ্টগুলি হল নিম্নরূপ:

বিষয়	মূল বৈশিষ্ট্য
পেমেন্ট ব্যাঙ্ক	• সঞ্চয়ী আমানত / চলতি আমানতের সুবিধা প্রদান করে। • চাহিদা আমানত গ্রহনযোগ্য কিন্তু পুনরাবৃত্ত / স্থায়ী আমানত গ্রহণযোগ্য নয়। • এটিএম / ডেবিট কার্ড প্রদান করে থাকে, ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদান করে না। • ঋণ / অগ্রিম প্রদান করে না। • বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে পেমেন্ট এবং রেমিট্যান্স পরিষেবা প্রদান করে।
ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক (স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক)	• ছোট আমানত নিতে পারে এবং স্বল্প পরিমাণ ঋণ দিতে পারে। • প্রাথমিকভাবে অপরিবেশিত এবং অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের জন্য তহবিল সংরক্ষণের উপকরণ প্রদান করে। • বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক ইউনিট, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং সত্ত্বাকে স্বল্প পরিমাণ ঋণপ্রদান করে।
ব্যবসায়িক প্রতিনিধি	• ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি, যিনি বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রাহকদের (মূলত প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায়) কাছে যান। • বিভিন্ন ধরণের সেবা যেমন– ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, আমানত জমা, তহবিল স্থানান্তর, ঋণ আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্র মূল্যের ক্রেডিট বিতরণ, পেমেন্ট / ফী সংগ্রহ প্রভৃতি প্রদান করেন।

চ) ডিজিটাল লেনদেন – করণীয়, করণীয় নয়:

করণীয়	করণীয় নয়
১) নিজের কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং মোবাইলের জন্য সবসময় পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত যাতে উপভোক্তার অনুমতি ছাড়া কেউ সেটি ব্যবহার করতে না পারে। নিয়মিত নিজের পাসওয়ার্ড ও নিরাপত্তার সেটিংস বদলানো উচিত।	১) নিজের মোবাইল ব্যাঙ্কিং পাসওয়ার্ড মোবাইলে সেভ করে রাখা উচিত নয়। হয় মনে রাখা উচিত অথবা এমন কোথাও লিখে রাখা উচিত যেটা অন্য কারোর কাছে সহজগম্য নয় ।
২) সবসময় ব্যাঙ্কের নিরাপদ ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা উচিত। অসুরক্ষিত ওয়াই-ফাই ক্ষেত্র যেমন রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করা উচিত নয়।	২) কখনোই মোবাইল ব্যাঙ্কিং অ্যাপ খোলা রাখা অবস্থায় বা আর্থিক লেনদেনের মাঝখানে লগইন অবস্থায় মোবাইল ফোন ফেলে রাখা উচিত নয়।
৩) আন্তর্জাল ব্যাঙ্কিং মাধ্যমে লেনদেন করা হয়ে গেলেই লগ আউট করা উচিত। কখনোই লগ আউট না করে উইন্ডোজ বন্ধ করা উচিত নয়।	৩) অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স এবং লেনদেনের সম্পর্কিত তথ্যাদি কখনো হাতছাড়া করা উচিত নয়।
৪) মোবাইল ব্যাঙ্কিং অ্যাপ সবসময় আপডেট করা উচিত। উপভোক্তার নিজের মোবাইলেও সারাক্ষণ সর্বশেষ সুরক্ষার সেটিংস দিয়ে আপডেট করা উচিত।	৪) নিজের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কখনো যেখানে সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয় অথবা কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে সেসব ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।
৫) কোনো সন্দেহজনক লেনদেনের ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ককে জানানো উচিত (অন্তত তিন দিনের মধ্যে জানানো উচিত), যাতে ব্যাঙ্ক উপভোক্তার পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে।	৫) কোনো অসুরক্ষিত বা অযাচিত উৎস থেকে কোনো অ্যাপ মোবাইলে ডাউনলোড করা উচিত নয়।

ছ) ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড বলতে কি বোঝায়?

ক্রেডিট কার্ড উপভোক্তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রেডিট ধার পাওয়ার সুবিধা করে দেয়, অর্থাৎ উপভোক্তার কাছে যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে টাকা না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকার কাজ মেটাতে পারে।

অন্যদিকে, ডেবিট কার্ড হলো এমন একটি কার্ড যা অ্যাকাউন্ট উপভোক্তার নামে ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়। এই কার্ডের মাধ্যমে উপভোক্তা এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারে অথবা কোনো জিনিস কিনলে তার দাম মেটাতে পারেন। মোটামুটি সমস্ত দোকানেই এখনকার দিনে ডেবিট কার্ড গৃহীত হয়।

ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড উভয় দিয়েই এটিএম থেকে টাকা তোলা যায় এবং ডিজিটাল লেনদেন করা যায়।

ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ডের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ:

বৈশিষ্ট্য	ক্রেডিট কার্ড	ডেবিটকার্ড
তহবিলের উৎস	যে ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড সেই ব্যাঙ্কই ক্রেডিট প্রদান করে।	এই কার্ড উপভোক্তার নিজস্ব সঞ্চয়ী চলতি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।
সুদ	ক্রেডিটের টাকা সময়মতো ফেরত না দিলে সুদ চাপানো হয়।	প্রযোজ্য নয়।
ক্রেডিটের পূর্ব বিবরণ	ক্রেডিট কার্ড নিতে গেলে এই তথ্যের প্রয়োজন হয়।	ডেবিট কার্ডের জন্য পূর্বতন ক্রেডিটের তথ্য দরকার পড়েনা।
কার্ড প্রচলনকারীর সাথে সম্পর্ক	উপভোক্তার ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক নয়।	উপভোক্তার ওই ব্যাঙ্কের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।

এটিএম কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা আবশ্যক:

- ব্যাঙ্ক থেকে কার্ড পাওয়ার সাথে সাথেই পিন নম্বর বদলে ফেলা উচিত।
- পিন নম্বর কখনো কোথাও লিখে রাখা উচিত নয় অথবা কাউকে জানানো উচিত নয়। পিন নম্বর মুখস্থ রাখা উচিত।
- কোনো ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গন বা ২৪X৭ নিরাপত্তারক্ষী দ্বারা পরিচালিত হয় এমন কোনো এটিএম পরিষেবা ক্ষেত্রেই এটিএম ব্যবহার করা উচিত। এটির ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত। অ্যাকাউন্টধারী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা লেনদেনের জন্য এটিএম কার্ড হস্তান্তর করা হলে ব্যাঙ্কের কোনও দায় থাকে না।
- অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল কী-বোর্ড ব্যবহার করা উচিত।
- এসএমএসের মাধ্যমে লেনদেনের বিবরণ জানবার জন্য নিজের মোবাইল নম্বর ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত করা উচিত। ব্যাঙ্কগুলি এই মেসেজ ই-মেল্ পরিষেবার জন্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট থেকে বার্ষিকভাবে একটি ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে থাকে।
- নিজের পিন নম্বর নিয়মিত বদলানো উচিত।
- যদি কার্ড হারিয়ে যায়, অতি সত্বর ব্যাঙ্কে জানানো উচিত।
- অন্য কাউকে নিজের কার্ড ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

জ) অনধিকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে উপভোক্তার দায়বদ্ধতা:

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী একজন উপভোক্তা কোনোভাবেই দায়বদ্ধ থাকেন না যদি তার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অনধিকৃত লেনদেন হয়, যেমন- প্রতারণা, ব্যাঙ্কের তরফে অবহেলা অথবা ব্যাঙ্কের কোনো সমস্যা ইত্যাদি। একইভাবে, ব্যাঙ্কের যদি কোনো ভুল না থাকে, সমস্যা যদি পরিকাঠামোগত হয়, সেক্ষেত্রেও উপভোক্তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকেনা যদি তিনি সেই অনধিকৃত লেনদেনের বিষয়ে ব্যাঙ্ককে তিনদিনের মধ্যে জানিয়ে থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়টির ব্যাপারে অবগত হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট ধনরাশি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেয়। কিন্তু, উপভোক্তার নিজের দোষে তিনি যদি কোনো প্রতারণার শিকার হন, তাহলে সেই লেনদেনের রিপোর্ট না করা পর্যন্ত উপভোক্তা পুরোপুরিভাবে দায়বদ্ধ থাকেন তার সম্পূর্ণ লোকসানের জন্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কড়া নির্দেশ আছে ব্যাঙ্কগুলির ওপর যাতে কোনো লেনদেন হওয়ার পরেই তৎক্ষণাৎ উপভোক্তার মোবাইলে অথবা ই-মেলে যেন বার্তা পৌঁছে যায়। আদেশানুযায়ী, এই লেনদেনের বার্তার প্রত্যুত্তর উপভোক্তা দিতে পারেন, যাতে কোনো প্রতারণার শিকার হলে উপভোক্তা তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্ককে জানাতে পারেন।

ঝ) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আর বি আই):

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হলো ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে ১লা এপ্রিল, ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার মুদ্রা-বিষয়ক নীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং দেশের মুদ্রা ও ক্রেডিট ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দৃঢ় অধিক্ষণ করা যার মধ্যে পড়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অ-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের অর্থ বিষয়ক নীতি পরিকল্পনা করে, রূপায়ণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভীষ্ট হলো দেশে দামের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে দেশের উপাদনক্ষম বা উর্বর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি পর্যাপ্ত ঋণের সুবিধা পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হলো সরকারের ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সর্বশেষ ঋণদাতা।

ঞ) অভিযোগের প্রতিবিধান:

যেকোনো রকম আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ যা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সাথে যুক্ত, তার প্রতিবিধানের জন্য এই পুস্তিকার অধ্যায় ১২ দেখুন।

ট) ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সরকারি যোজনা:

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে যে সমস্ত সরকারি যোজনা আছে তার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই পুস্তিকার অধ্যায়-৯ অধ্যয়ন করুন।

অধ্যায় –৫: সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগ

যে কোনো ধরণের সিকিউরিটিজ বা বন্ড–এ বিনিয়োগ করার আগে সবসময় বাজার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকির বিষয়ে অবগত হওয়া উচিত। তাহলে উপভোক্তা বুঝতে পারবেন তিনি ঠিক কতটা ঝুঁকি নিতে সক্ষম এবং সেই মতো বিনিয়োগ করবেন। সাধারণত একটি সম্ভাব্য বিনিয়োগের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সাতটি মূল ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা উচিত:

❖ ঝুঁকিরধরণ:

১) বাজারের ঝুঁকি / নিয়মাবদ্ধ ঝুঁকি: বিভিন্ন কারণের জন্য আর্থিক বাজারের সামগ্রিক কার্যকারিতা কমে গেলে একজন বিনিয়োগকারী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। শেয়ার বাজারের বিপর্যয় উচ্চতর নিয়মাবদ্ধ ঝুঁকির একটি ভালো উদাহরণ।

২) নিয়ম–বহির্ভুত ঝুঁকি: কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানি বা শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো অনিশ্চয়তা দেখা দিলে তাকে নিয়ম বহির্ভুত ঝুঁকির মধ্যে ধরা হয়। বাজারে যদি নতুন কোনো প্রতিযোগী কোম্পানির আবির্ভাব হয় যা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশের দখল নিতে পারে এমন কোনো কোম্পানির থেকে যেখানে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেছে অথবা যদি কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন আসে (যাতে কোম্পানির বিক্রি পড়ে যায়, কোম্পানির উৎপাদিত কোনো দ্রব্য বাজার থেকে তুলে নিতে হয়) তাহলে সে সমস্ত কিছুই নিয়ম–বহির্ভুত ঝুঁকির অন্তর্গত।

৩) মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি: মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকির আরেক নাম ক্রয়ক্ষমতার ঝুঁকি। যদি ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার দরুন বিনিয়োগ থেকে নগদ প্রবাহের ভবিষ্যৎ মূল্য হ্রাস পায় তাহলে সেই ধরণের ঝুঁকিকে মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি বলে।

৪) তারল্যের ঝুঁকি: তারল্য ঝুঁকি তখন দেখা দেয় যখন কোনো ক্ষতি রোধ বা কমানোর জন্য বা তাৎক্ষণিক ব্যয় মেটাতে একটি বিনিয়োগ কেনা বা বিক্রি করা হয়, কিন্তু দ্রুত নগদে রূপান্তর করা যায় না। যদি উপভোক্তা বহুমুখী বিনিয়োগ করেন তাহলে এই ধরণের ঝুঁকির সম্ভাবনা কমানো সম্ভব।

৫) ব্যবসায়িক ঝুঁকি: যদি কোনো আর্থিক অবস্থা বা প্রতিকূল বাজারী অবস্থার কারণে কোনো কোম্পানি ব্যবসা বন্ধ করে দেয় তাহলে বিনিয়োগকারীরা এই ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

৬) পরিবর্তনশীলতার ঝুঁকি: কোনো কোম্পানি যদি ব্যর্থতার সম্মুখীন নাও হয়, তবুও শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ারের দাম ওঠানামা করতে পারে। এই ঝুঁকিকেই পরিবর্তনশীলতার ঝুঁকি বলা হয়।

৭) মুদ্রাজনিত ঝুঁকি: বিনিময় হারে প্রতিকূল গতিবিধির কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে মুদ্রাজনিত ঝুঁকি দেখা যায়। একটি মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত অন্য মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন থেকে এই ধরণের ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরী হয় এবং এমন বিনিয়োগকারী যাদের আন্তর্জাতিক বাজারে সম্পদ আছে তারা এই ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

❖ ঝুঁকি প্রশমিত করার উপায় কি?

বিনিয়োগকারীরা নানা উপায়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঝুঁকিকে প্রশমিত করতে পারেন। একটি কৌশল হলো বিনিয়োগের বৈচিত্রতা– যেখানে বিনিয়োগকারী তার অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন কোম্পানিতে ভাগ করে রাখতে পারেন।

পরিবর্তনশীলতার ঝুঁকি সামলানোর একটি পদ্ধতি হলো মিউচুয়াল ফান্ডের SIP–এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা অথবা অল্প অল্প করে দীর্ঘসময় ধরে বাজার থেকে সরাসরি বন্ড বা ইকুইটি কেনা। কোনো কোম্পানির মৌলিক আধার যদি কেউ ভালোভাবে বুঝে নেন তাহলে কোম্পনির হাল হকিকত সম্পর্কে বিনিয়োগকারী সম্যকধারণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই বিনিয়োগকারীর কোনোরকম গুজবে বা অযাচিত রটনায় কর্ণপাত করা একেবারেই সমীচীন নয়।

সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগ প্রাথমিক এবং গৌণ উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। প্রাথমিক বা মুখ্য বাজার এবং গৌণ বাজারের তফাৎ হলো, প্রাথমিক বাজারে কোম্পানি নিজেই বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটি প্রদান করে, কিন্তু গৌণ বাজারে নতুন বিনিয়োগকারীরা বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের থেকে দালালদের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করেন। শেয়ার বাজারের বিনিয়োগ করের (Tax) আওতায় পড়ে যার মধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অর্জনও অন্তর্ভুক্ত হয়।

❖ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পূর্বশর্তগুলি কি কি ?

শেয়ার বাজারে যে কোনোরকম বিনিয়োগের জন্য একজন বিনিয়োগকারী তিনটি অ্যাকাউন্ট থাকা প্রয়োজন:

সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট: যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অধীনে একটি সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার।

ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট: যেকোনো পরিচিত স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন SEBI নিবন্ধভুক্ত কোনো দালালের সঙ্গে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট যারমাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচা করা যায় ।

ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট: SEBI'র নিবন্ধভুক্ত কোনো ডিপোজিটরি অংশগ্রাহকের সাথে একটি অ্যাকাউন্ট। এর দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সিকিউরিটিজ জমা রাখা হয়। ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট যে কোনো ডিপোজিটরি অংশগ্রাহকের সাথে খোলা যেতে পারে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড(NSDL) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সারভিসেজ্ লিমিটেড (CDSL) দুই–ই SEBI তালিকাভুক্ত।

SEBI'র তালিকাভুক্ত দালাল এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রাহকের তালিকা SEBI'র নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.sebi.gov.in) অথবা সংযুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ডিপোজিটরিজ এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

❖ প্রাথমিক / মুখ্যবাজার :

যখন কোনো কোম্পানী তার স্টক বা বন্ডস জনসাধারণের কাছে প্রথমবার পেশ করে, তখন প্রাথমিক বা মুখ্য বাজারের মাধ্যমেই করে থাকে। অনেকক্ষেত্রেই এই কাজটি প্রাথমিক প্রকাশ্য প্রস্তাবের মাধ্যমে (Initial Public Offering-IPO)

করা হয়ে থাকে। SEBI'র পক্ষ থেকে একটি বিবরণপত্র সাধারণ মানুষের জন্য পেশ করার আগেই নিরীক্ষণ করতে হয় যাতে তারা শেয়ার কেনার আগে দেখে নিতে পারে যে ঐ কোম্পানী SEBI'র নিয়মকানুন পালন করেছে কিনা। যে সমস্ত কোম্পানী মুখ্য বাজারে শেয়ার বিক্রি করে তারা ব্যাপারী মহাজনদের নিয়োগ করে যারা কোম্পানীর তরফে বিবরণপত্র বের করে এবং শেয়ার কেনাবেচা সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়ার দায়িত্ব নেয়।

❖ শেয়ারের জন্য বদ্ধ অর্থ সমর্থিত আবেদনপত্র (Application Supported by Blocked Amount - ASBA)

একজন বিনিয়োগকারী এখন ASBA-এর মাধ্যমেও শেয়ারের জন্য আবেদন করতে পারেন। ১লা মে, ২০১০-এর পর থেকে এইভাবে আবেদন করা সম্ভবপর হয়েছে। ASBA হল একটি আবেদনপত্র যার মাধ্যমে শেয়ার কেনার জন্য বিনিয়োগকারীর পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট রাশির অর্থ ব্যাঙ্ককে ব্লক করার অনুমোদন দেওয়া হয় এই বদ্ধ অর্থের উপর বিনিয়োগকারী সুদ লাভ করেন। যদি কেউ ASBA-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করেন তাহলে শেয়ার কেনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়ে গেলে ঐ বদ্ধ অর্থ অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়। যেহেতু সরাসরি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কাটা হয়, তাই বিনিয়োগকারীকে অর্থ ফেরৎ পাওয়া নিয়েও চিন্তা করতে হয় না এবং যদি বিনিয়োগকারীকে সিকিউরিটিজ বরাদ্দ না করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ব্লক করা রাশি মুক্ত করা হয় এবং তা ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ করা হয় ।

❖ ASBA –এ ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI)

ASBA-তে অর্থপ্রদান করার সময় ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) ব্যবহারের একটি নতুন বৈশিষ্ট্যও সম্প্রতি চালু করা হয়েছে । এই বৈশিষ্ট্যটি তহবিল ব্লক করার উদ্দেশ্যে এবং পাবলিক ইস্যু প্রক্রিয়ায় অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে । এর জন্য বিনিয়োগকারীদের যে কোনো UPI সক্ষম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে একটি UPI আইডি এবং পিন তৈরি করতে হবে । পাবলিক ইস্যু প্রক্রিয়ায় UPI-এর ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যবহারে সহজতা এবং পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির সময় কমিয়ে দেয় ।

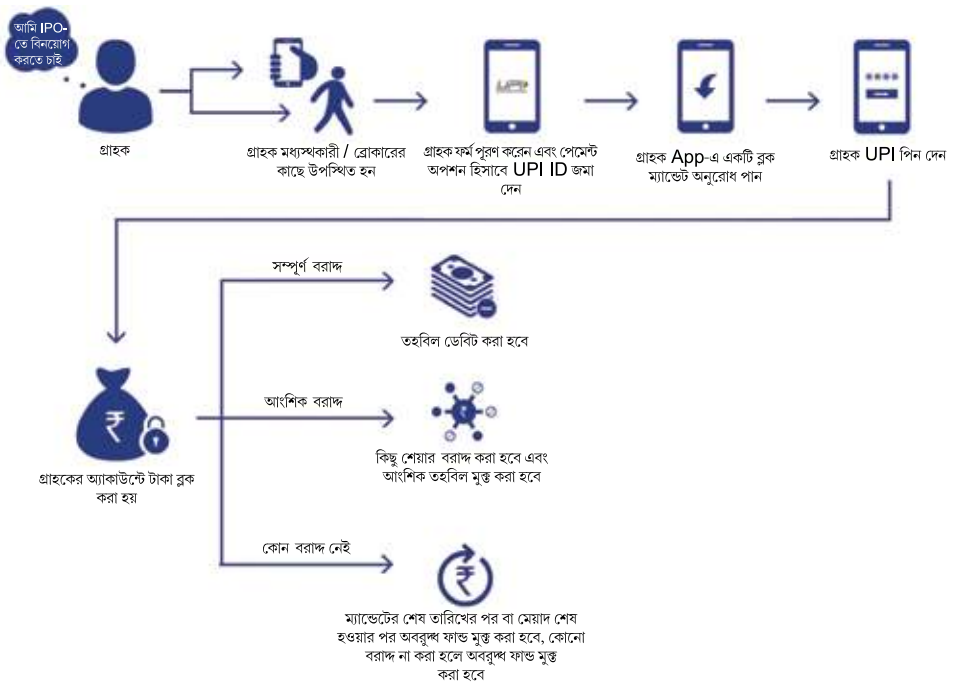

❖ গৌণবাজার:

মুখ্য বাজারে শেয়ার প্রকাশ করার পর ঐ শেয়ার গৌণ বাজারে কেনাবেচা শুরু হয়। শেয়ারগুলিকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তার কেনাবেচা হয় গৌণ বাজারে। SEBI'র নিবন্ধভুক্ত মুখ্য স্টক এক্সচেঞ্জগুলি হল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE).

উপযুক্ত দাম দিতে রাজি থাকলে, যে কেউ গৌণ বাজারে শেয়ার কেনাবেচা করতে পারেন। কোম্পানীর ব্যাপারে ভালোভাবে জেনেশুনে, কোম্পানীর ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা এবং আর্থিক সক্ষমতার ব্যাপারে যাচাই করে তবেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা উচিত।

উপভোক্তাকে জানো (নো ইওর ক্লায়েন্ট):

ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP) / স্টক ব্রোকারের সাথে ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বিনিয়োগকারীকে সংশ্লিষ্ট DP / স্টক ব্রোকারের সাথে উপভোক্তাকে জানুন (নো ইওর ক্লায়েন্ট) প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে KYC বাধ্যতামূলক। বিনিয়োগকারীকে পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে সরকারীভাবে বৈধ নথিপত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ, যেমন প্যান কার্ড / ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন (UID) (আধার) পাসপোর্ট / ভোটার আইডি কার্ড / ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি জমা দিতে হবে। কে.ওয়াই.সি প্রক্রিয়াটি অনলাইনে আধার ভিত্তিক ই-কেওয়াইসি পদ্ধতির মাধ্যমে বা অফলাইনে মধ্যস্থতাকারীর নিবন্ধিত ঠিকানায় নথিগুলি পাঠানোর মাধ্যমে করা যেতে পারে।

know your client

সিকিউরিটিজ মার্কেটে ডিল করার সময় KYC হল এককালীন ব্যায়াম। একবার SEBI নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীর (ব্রোকার, ডিপি, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি) মাধ্যমে KYC করা হয়। অন্য মধ্যস্থতাকারীর কাছে যাওয়ার সময় বিনিয়োগকারীদের আবার একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না।

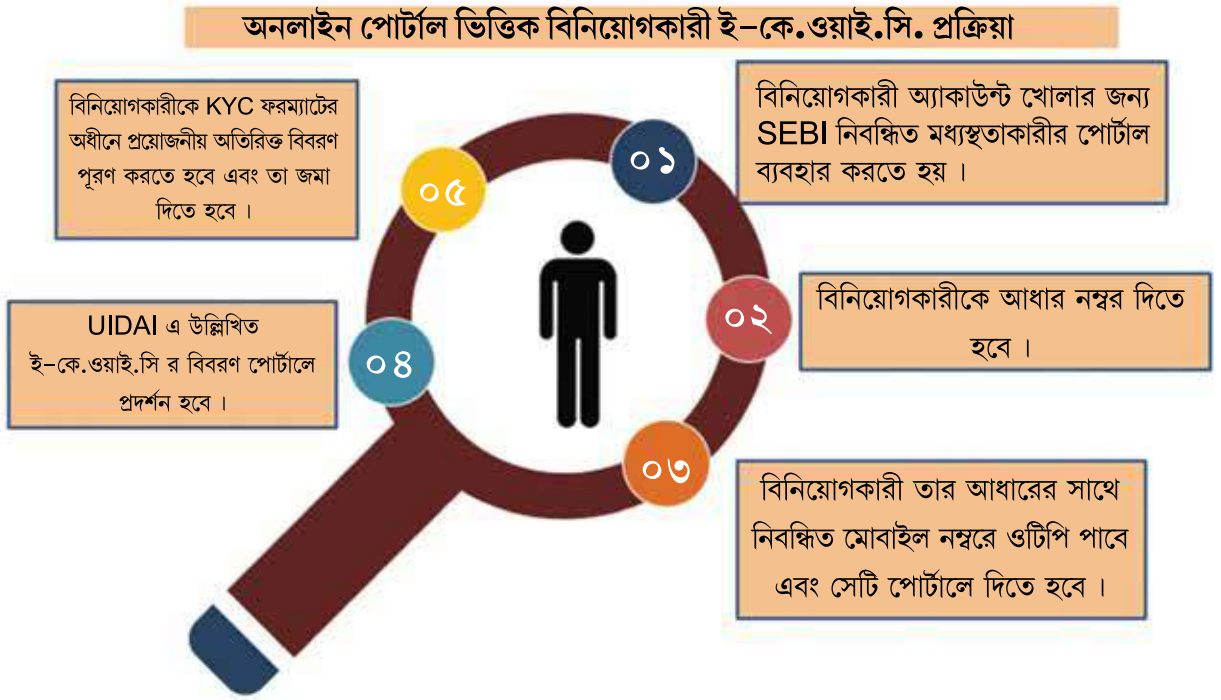

একবার কোনো শেয়ার বাজারের দালালের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলার পর কোনো স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানীগুলির শেয়ার কেনা ও বেচা সম্ভব। অনলাইন ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে শেয়ার কেনা ও বেচার জন্য দালালকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ দালালের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া সরাসরি দালালের অফিসে গিয়েও শেয়ার কেনা-বেচার নির্দেশ দেওয়া যায়।

❖ শেয়ার কেনার বিভিন্ন মাধ্যম:

সতর্কতা বার্তা:

সর্বদা SEBI'র নিবন্ধভুক্ত দালালের মাধ্যমেই শেয়ার কেনাবেচা করা উচিত।

কেনাবেচার দিন এবং কেনাবেচা ও বন্দোবস্তের চক্র:

সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই (শুধুমাত্র শনি-রবিবার অথবা স্টক-এক্সচেঞ্জ নির্দেশিত কোনো ছুটির দিন ছাড়া) শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনাবেচা হয়।

শেয়ার কেনার সময়, বিনিয়োগকারীকে পে-ইন দিনের আগে থেকে দালালের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। টাকা পাঠানোর পরে, দালাল তার ক্রেতার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার ক্রেডিট করে দেয় পে-আউট দিনের পরে।

একইভাবে, শেয়ার বিক্রি করার সময় বিক্রেতাকে দালালের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আগের থেকে শেয়ার পাঠিয়ে দিতে হয়। শেয়ার পাঠাবার পরে, দালাল পে-আউট দিনের পরে তার বিক্রিত অর্থ বিক্রেতার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়।

পে-ইন দিন এবং পে-আউট দিন বলতে কি বোঝায় ?

দালালরা যেদিন স্টক এক্সচেঞ্জে টাকা পাঠায় (শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে) অথবা শেয়ার পাঠায় (শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে), সেই দিনকে পে-ইন দিন বলে। যেদিন স্টক এক্সচেঞ্জ দালালকে শেয়ারের টাকা দেয় (শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে) অথবা শেয়ারের ডেলিভারি করে (শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে) সেই দিনকে পে-আউট দিন বলে। বন্দোবস্তের চক্র T+2-এর মাধ্যমে চলে যা ১লা এপ্রিল, ২০০৩ সাল থেকে লাগু হয়েছে (T হল শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের দিন)। ধরা যাক, সোমবার দিন শেয়ার ক্রয় বিক্রয় শুরু হয়েছে তাহলে বন্দোবস্ত হওয়ার দিনটি হবে বুধবার অর্থাৎ শেয়ার কেনাবেচার দিন থেকে দুটি কর্মদিবস। শেয়ার এবং ফান্ড-এর পে-ইন ও পে আউট দিন T+2 দিনে হয়।

যেকোনো প্রকার লেনদেনের নিয়ম হল পে-আউটের ২৪ ঘন্টার মধ্যে দালালকে অর্থ ও শেয়ার ক্রেতা / বিক্রেতার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে।

❖ মার্জিন এবং বন্ধকীকরণ / সিকিউরিটিজ-এর পুন – বন্ধকীকরণ:

যখন কোনো বিনিয়োগকারী কোনো স্টক ক্রয় করে তখন তার কাছে দুটি অপশন থাকে যথা

- ✓ স্টকের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় প্রারম্ভিক বেতন অথবা
- ✓ স্টকের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ দেওয়া হয়ে থাকে এবং বাকি অর্থের জন্য দালালের কাছ থেকে টাকা ধার করা হয়ে থাকে । স্টকের মূল্যের যে অংশটি অগ্রিম প্রদান করা হয়ে থাকে তাকে মার্জিন বলে । অবশিষ্ট অর্থ নির্ধারিত পে-আউট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় ।

একইভাবে, যখন একজন বিনিয়োগকারী তার স্টক বিক্রি করতে চায় তখন তার কাছে হয় বিক্রি করা শেয়ারের অর্থ প্রদানের বিকল্প থাকে অথবা অগ্রিম মার্জিন দিতে পারে। ফিক্সড ডিপোজিট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি, সিকিউরিটিজ, মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ডিম্যাট আকারে ট্রেজারি বিলের মতো উপকরণের আকারে বা নগদ এই মার্জিন প্রদান করা যেতে পারে।

মার্জিন সিকিউরিটিজ আকারে প্রদান করা হয়, দালালের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বন্ধকের আকারে। বন্ধক বলতে ঋণের জন্য কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখাকে বোঝায় । স্টক ব্রোকাররা সিকিউরিটিজ (যেমন শেয়ার) গ্রহণ করতে পারে ক্লায়েন্টের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা সিকিউরিটিগুলির মার্জিন বন্ধকীকরণের দ্বারা । বিনিয়োগকারীকে সিকিউরিটিজের মার্জিন বন্ধক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে হয় । এই নির্দেশটি শারীরিক আকারে বা ইলেকট্রনিকভাবে SPEED-e (NSDL-এর জন্য) এবং Easiest (CDSL-এর জন্য) প্রদান করা হয় ।

❖ চুক্তিপত্র :

চুক্তিপত্র হল দালাল এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে হওয়া লেনদেনের একটি প্রমাণপত্র। এটি একটি আইনসিদ্ধ নথি যার মধ্যে লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থাকে যেমন কোন শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে, তার দাম, লেনদেনের সময়, দালালির পরিমাণ ইত্যাদি। চুক্তিপত্র বৈদ্যুতিন / ইলেক্ট্রনিক (electronic) এবং অ-বৈদ্যুতিন / কাগজে লেখা উভয় প্রকারেরই হয়। যদি বিনিয়োগকারী বৈদ্যুতিন চুক্তিপত্র চান তাহলে কিছু বিশেষ অনুমোদন দালালকে দিতে হয় এবং তার সঙ্গে বিনিয়োগকারীর ই-মেল আই-ডি'ও দিতে হয়। এই ধরনের বৈদ্যুতিন চুক্তিপত্রে ডিজিট্যাল ভাবে সই করা হয়, এতে নিরাপত্তা / গোপনীয়তা বজায় থাকে এবং অবৈধভাবে এটি পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

❖ বেসিক সার্ভিসেস ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট (বি.এস.ডি.এ)

SEBI বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ধারণকে উৎসাহিত করে। খুচরা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে সিকিউরিটিজ ধরে রাখার খরচ কমানোর জন্য, SEBI বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে বেসিক সার্ভিসেস ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট (BSDA) এর সুবিধা উপলব্ধ করেছে ।

BSDA এর সুবিধা:

- শুন্য / কম বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ।
- বিনামূল্যে পর্যায়ক্রমিক লেনদেন এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবৃতি রাখা।
- বিলিং চক্র চলাকালীন ২টি বিনামূল্যের শারীরিক বিবৃতি ।
- অ্যাকাউন্ট খোলার সময় কমপক্ষে ২ টি ডেলিভারি ইনস্ট্রাকশন স্লিপ (DIS) জারি করা।

বিএসডিএ-তে ঋণ হোল্ডিংয়ের মূল্য	বিএসডিএ-তে ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের মূল্য	বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ
১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫০,০০০/-টাকা পর্যন্ত	শূন্য
১,০০,০০১/-থেকে২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	৫০,০০১/-থেকে২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	সর্বাধিক ধার্য মূল্য১০০/- টাকা
২,০০,০০০/-টাকার অধিক	২,০০,০০০/-টাকার অধিক	নিয়মিত ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের জন্য প্রযোজ্য চার্জ।

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ:

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বলতে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) দ্বারা সুবিধাভোগী মালিকদের (অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের) ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হোল্ডিংয়ের মূল্যের ভিত্তিতে সংগৃহীত চার্জকে বোঝায়।

❖ মিউচুয়াল ফান্ড :

একটি মিউচুয়াল ফান্ড অনেকজন বিনিয়োগকারীর থেকে অর্থ একত্রিত করে, সেই অর্থ নানা খাতে বিনিয়োগ করে, যেমন শেয়ার, বন্ড, স্বল্পমেয়াদী অর্থ-বাজার, অন্যান্য সিকিউরিটি অথবা পূর্বলিখিত বিনিয়োগগুলির সমাহার করে রাখে। সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ডকে যেকোনো পরিকল্পনা শুরু করার পূর্বে SEBI'র অধীনে নিবন্ধভুক্ত হতে হয়।

মিউচুয়াল ফান্ডের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

● **পেশাদার ব্যবস্থাপনা** – তহবিল ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে অর্থের বিনিয়োগ হয়। এই ব্যবস্থাপকরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রমাণিত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন।

● **বৈচিত্রতা** – বৈচিত্রতার সঙ্গে বিনিয়োগ করলে, একই খাতে সমস্ত বিনিয়োগ না করে, অল্প অল্প করে কম পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। যেমন: একই কোম্পানীর শেয়ার না কিনে অল্প অল্প করে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কেনা।

● **ব্যয় হ্রাস** – মিউচুয়াল ফান্ডে একই সাথে অনেক সিকিউরিটিজ কেনা বেচা হয়। এতে লেনদেনের ব্যয় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়।

● **তারল্য** – শেয়ারের মত মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন এককগুলিকেও খুব সহজেই টাকায় পরিবর্তন করা যায় হয় বাজারে বিক্রির মাধ্যমে অথবা খালাসের (রিডেম্পশন) মাধ্যমে।

● **সরলতা** – মিউচুয়াল ফান্ডের এককে বিনিয়োগ করা খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া এবং নূন্যতম বিনিয়োগের পরিমাণও কম।

● **করের সুবিধা** – বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে করের ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন হয়। কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের এককে বিনিয়োগ করার আগে করের সুবিধাগুলি জেনে নেওয়া উচিত।

উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে মিউচুয়াল ফান্ডের পৃথকীকরণ করা হয়। বিনিয়োগকারীর প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এই পরিকল্পনা গুলি তৈরী করা হয়। যেমন, ঝুঁকি বিমুখ বিনিয়োগকারী (এরকম বিনিয়োগকারীরা সংরক্ষণপ্রবণ হন এবং বেশী ঝুঁকি নিতে চান না), মধ্যাপন্থী বিনিয়োগকারী (যারা কিছু পরিমাণ ঝুঁকি নিতে সক্ষম থাকেন) এবং ঝুঁকি প্রবণ বিনিয়োগকারী (যারা বেশী আয়ের জন্য বেশী ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন) ।

মিউচুয়াল ফান্ডের শ্রেণীবদ্ধকরণ :

মিউচুয়াল ফান্ডকে নিম্নলিখিত ৫টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

ইক্যুইটি পরিকল্পনা
যেখানে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়।

দেনা পরিকল্পনা
যেখানে বন্ড এবং ট্রেজারি বিলের মত নির্দিষ্ট আয়ের সিকিউরিটিজ–এ বিনিয়োগ করা হয়।

মিশ্র পরিকল্পনা
যখন দুই বা তার অধিক পরিকল্পনায় যৌথভাবে বিনিয়োগ করা হয় ।

সমাধান ভিত্তিক পরিকল্পনা
যেখানে বিনিয়োগকারীর লক্ষ্য যেমন, অবসর, সন্তানের বিবাহ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য পরিকল্পনা

মিউচুয়াল ফান্ডের পণ্য চিহ্নিতকরণ :

SEBI র নির্দেশানুসারে, মিউচুয়াল ফান্ড গুলিকে তাদের ঝুঁকির পরিমাণ অনুযায়ী এবং ঝুঁকি পরিমাপকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী চিহ্নিত করা উচিত। ঝুঁকি পরিমাপের বিভিন্ন স্তরগুলি হল নিম্নরূপ :

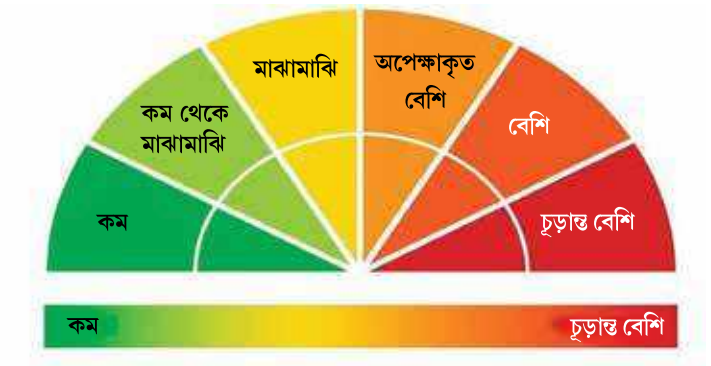

রিস্কোমিটার ঃ

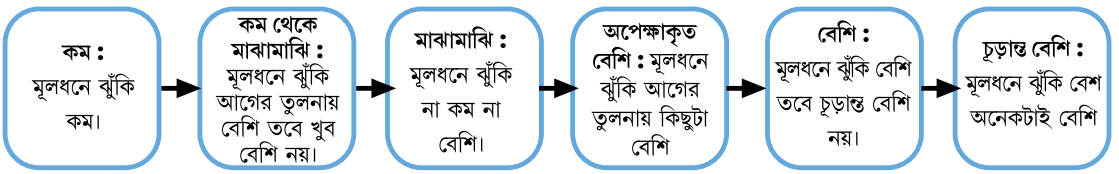

নিয়মানুগ বিনিয়োগ পরিকল্পনা কি ?

নিয়মানুগ বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা SIP–এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে হলে একজন বিনিয়োগকারীকে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ একটি মিউচুয়াল ফান্ডের এককে বিনিয়াগ করতে হয়। এর দ্বারা কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক) সঞ্চয় করতে পারেন যার থেকে দীর্ঘকালে মূলধন গঠন সম্ভবপর হয়। SIP-পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরী করে। নিয়মিত বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি গড় আর্থিক ব্যয়ের সুবিধা লাভ করেন। বিভিন্ন বাজারচক্রের উপর বিনিয়োগ হওয়াতে বাজারের ওঠাপড়ার সুবিধাও পাওয়া যায়। যেমন বাজারদর কম থাকলে বেশী তহবিল একক ক্রয় করা আবার বাজারদর বেশী হলে কম তহবিল একক ক্রয় করা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি তার সুবিধামত সামান্য ৫০০ টাকা থেকেও তার বিনিয়োগ শুরু করতে পারেন। এটি মাসিক বা ত্রৈমাসিক হতে পারে। এর জন্য ঐ ব্যক্তিকে ভবিষ্যদেয় চেক অথবা ই.সি.এস (ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সারভিস)–এর সুবিধা ব্যবহার করতে হয়। বিনিয়োগকারীকে একটি আবেদনপত্র এবং SIP-এর আদেশপত্র ভর্তি করতে হয় যার মধ্যে বিনিয়োগকারী তার পছন্দের SIP তারিখ (অর্থা যে তারিখে ঐ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে) নির্ধারণ করতে পারবেন। পরবর্তী SIP-এর অর্থগুলি সরাসরি অ্যাকাউন্ট থেকে কাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা ভবিষ্যদেয় চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। কোনটা বিনিয়োগকারী পছন্দ করবেন সেই নির্দেশও ঐ আবেদনপত্র ও নির্দেশপত্রে থাকা বাধ্যতামূলক।

নিয়মানুগ বিনিয়োগ পরিকল্পনার সুবিধা :

একজন বিনিয়োগকারীর জন্য যাতে বিনিয়োগ পদ্ধতি আরও সহজ হয়, মিউচুয়াল ফান্ড আরো দুটি বিকল্প দিয়ে থাকে :

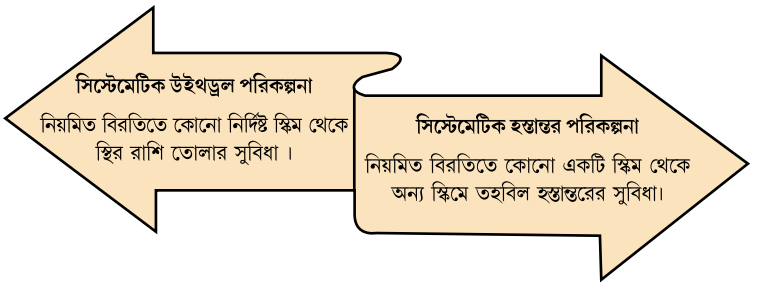

❖ পণ্য ডেরিভেটিভ বাজার :

● পণ্য কি?

পণ্য হল সেই সমস্ত দ্রব্যাদি যার অর্থনৈতিক মূল্য আছে। এগুলি হলো পার্থিব প্রাকৃতিক সামগ্রী যা উৎপাদন করা হয় এবং ক্রয়বিক্রয় করা হয়। সাধারণত এগুলি হল কাঁচামাল যা পরবর্তীকালে দ্রব্য উপাদন করতে ব্যবহৃত হবে। প্রধানত এই পণ্যের মধ্যে নিম্নিলিখিত সামগ্রীগুলি পড়ে :

- **কৃষিজ পণ্য :** খাদ্য ও অর্থকরী ফসল
- **অকৃষি পণ্য :** বিভিন্ন প্রকার ধাতু, শক্তি, পলিমার ইত্যাদি
- **অন্যান্য :** গবাদি পশু, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি

প্রধান প্রধানপণ্যগুলি হল :

ভোজ্য তৈলবীজ	বাদাম, সরিষা, কার্পাস বীজ, সয়াবিন তেল, অপরিশোধিত পাম তেল ইত্যাদি।
খাদ্যশস্য	গম, ছোলা, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি
বহুমূল্য সামগ্রী	সোনা, রূপো
ধাতব ও শক্তিদ্রব্য	প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল, তামা, দস্তা, অ্যলুমিনিয়াম, পারদ, নিকেল, ইস্পাত ইত্যাদি
মশলা	হলুদ, মরিচ, জিরা, এলাচ ইত্যাদি
তন্তু	তুলা, পাট ইত্যাদি
অন্যান্য	কাস্টর বীজ, গুয়ার বীজ, গুয়ার আঠা, রাবার ইত্যাদি

● পণ্য মূল্যের ঝুঁকি বলতে কি বোঝায়?

পণ্য মূল্যের ঝুঁকি বলতে বিভিন্ন পণ্যের ভবিষ্যৎ দামের অনিশ্চয়তাকে বোঝায় যা ঐ পণ্যের ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়েরই আর্থিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন, ইস্পাতের দাম বৃদ্ধি পেলে, বিভিন্ন যানবাহনের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদকের লাভের পরিমাণ হ্রাস পাবে। একইভাবে যদি কোনো বছর শস্যের দাম কম থাকার দরুন কোনো কৃষক কম করে ঐ শস্যের চাষ করেন অথচ, তার পরের বছরগুলিতে ঐ একের শস্যের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে ঐ কৃষক একটি লাভজনক সুযোগ হারবেন। এই ঘটনাগুলিকে পণ্য মূল্যের ঝুঁকি বলা হয়। পণ্যমূল্য–কে প্রভাবিত করার বিষয়গুলি হল রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রনশীল পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, আবহাওয়া, প্রযুক্তি এবং বাজারের অবস্থা ইত্যাদি।

● **পণ্যগ্রাহকরা যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয়:**

বিশেষত: কৃষকেরা সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা পণ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হন তা হল :

● দামের ওঠানামা এবং দামের ঝুঁকি

● মজুত রাখার উপযুক্ত স্থানের অভাব

● শস্য রোপণের সময় আর্থিক সাহায্যের / কৃষিঋণের অভাব।

● শস্য বেচার জন্য স্থানীয় মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভর করা।

● স্বল্প চাষ জমি– দর কষাকষির ক্ষমতা না থাকা।

● বিভিন্ন আড়তে অস্বচ্ছ / বেঠিক দামের সম্মুখীন হওয়া।

● পণ্যদামের ঝুঁকি কিভাবে এড়ানো সম্ভব?

একজন উৎপাদক হিসেবে পণ্যের দাম কমে গেলে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় । অপরদিকে একজন ভোক্তা হিসেবে পণ্যের দাম বেড়ে গেলে ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ে পণ্য ডেরিভেটিভের লেনদেনের মাধ্যমে অযাচিত দামের পরিবর্তনের সাপেক্ষে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। এই ধরনের অর্থনৈতিক সুরক্ষাকে 'হেজিং' বলা হয়। একটি হেজ্ বা বেষ্টনী একজন ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একজন উৎপাদককে পণ্যের নির্দ্দিষ্ট দাম পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে।

● পণ্য ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জের সুবিধা:

পণ্য ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ উপভোক্তা ও উৎপাদকদের নিম্ন লিখিত সুবিধাগুলি প্রদান করে :

দাম আবিস্কার: যা উৎপাদক / বিক্রেতা এবং ভোক্তা ক্রেতাকে ও রপ্তানীকারক ও আমদানীকারককে ভবিষ্যৎ দিনের জন্য একটি দাম আবিস্কার করতে এবং অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

দাম ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা : হেজিং দাম–সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং দামের ওঠাপড়া সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নিয়ন্ত্রণ করতে ও ন্যূনতম লাভের পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

● পণ্য ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ :

পণ্য ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ হল একটি সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত বাজার যা পণ্যের দাম সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের কেনা ও বেচা সুগম করে এবং তা পণ্যের দামের সঙ্গে যুক্ত (যেমন : গম, বার্লি, অপরিশোধিত তেল, সোনা ইত্যাদি)। এই চুক্তিপত্র যারা কেনেন তারা ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্য কিনতে একমত হন এবং একইভাবে এই চুক্তিপত্রের বিক্রেতারা ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্য বিক্রয় করতে সহমত হন।

কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে, পণ্য ডেরিভেটিভ লেনদেন কৃষক (বিক্রেতা) এবং ভোক্তা (ক্রেতা) উভয়ের ঝুঁকি কমাতেই সক্ষম হয়। এটি দু'পক্ষকে একটি সুযোগ দেয় আজকের তারিখে (ধরা যাক ফসল রোপনের সময়) একটি দাম নির্বাচন করতে যা তারা ভবিষ্যতে লেনদেনের জন্য ব্যবহার করবেন। এই লেনদেন পণ্যের দালালদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। চুক্তির নিষ্পত্তি পণ্য ডেরিভেটিভ বিনিময়ের মাধ্যমে হয়।

স্বীকৃত 'পণ্য ডেরিভেটিভ বিনিময়'–এর লেনদেনের নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলি SEBI'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। SEBI একটি সংবিধিবদ্ধ

সংস্থা যা SEBI আইন, ১৯৯২ সালের অধীনে স্থাপিত হয়। ভারতের প্রধান পণ্য ডেরিভেটিভ বিনিময় সংস্থাগুলি হল নিম্ন লিখিত :

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অব্ ইন্ডিয়া, মুম্বই (MCX) – এটি মুখ্যত অকৃষিজ পণ্য যেমন সোনা, রুপা, অ্যলুমিনিয়াম, তামা, নিকেল, সীসা, দস্তা এবং শক্তিদ্রব্য যেমন অপরিশোধিত তেল, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির লেনদেন করে।

ন্যাশনাল কমোডিটি এন্ড ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ, মুম্বই (NCDEX) – মুখ্যত এটি কৃষিজ পণ্য যেমন খাদ্যশস্য, জল, গমজাতীয় শস্য, চিনি ইত্যাদি লেনদেন করে।

ডেরিভেটিভের বাজারে মূলত তিনধরনের চুক্তি হয়। অগ্রবর্তী চুক্তি, ভবিষ্যৎ চুক্তি এবং বিকল্প চুক্তি। অগ্রবর্তী চুক্তি হল কোনো পণ্য ভবিষ্যতে একটি পূর্বনির্ধারিত দামে কেনা ও বেচার একটি চুক্তি যার মধ্যে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। এই চুক্তির মাধ্যমে ভোক্তা দামের অনিশ্চয়তা থেকে সুরক্ষিত থাকেন এবং উৎপাদক / বিক্রেতা ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট দামে, একটি নির্দিষ্ট দিনে পণ্য বিক্রি করতে পারার বিষয়ে আশ্বস্ত হন।

অগ্রবর্তী চুক্তি কাউন্টার–এর দ্বারা লেনদেন হয, কিন্তু ভবিষ্যৎ চুক্তি পণ্য ডেরিভেটিভ লেনদেন সংস্থার মাধ্যমে কেনাবেনা হয়। অগ্রবর্তী চুক্তি ব্যক্তিগতভাবে দর কষাকষি করা হয়। ভবিষ্য চুক্তির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে লেনদেন করার এবং এই লেনদেন একটি স্বীকৃত পণ্য বিলিকরণ লেনদেন সংস্থার ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে হয় যার দ্বারা টাকাকড়ি সময়মত না দেওয়া এই জাতীয় ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'ক'–এর কাছে একটি মেশিন আছে যা ১০টি তুলোর গাঁঠরি উৎপাদন করতে পারে। এই 'ক', 'খ'–এর সাথে একটি চুক্তি করতে পারে যে সে একবছর পরে ঐ গাঁঠরি গুলো 'খ'–কে বিক্রি করবে একটি নির্দিষ্ট দামে এবং তৎকালীন দামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। একে বলা হয় ঝুঁকির প্রশমন। 'ক' তার ঝুঁকিকে প্রশমিত করছে একটি পূর্ব–নির্ধারিত দামের মাধ্যমে এবং 'খ' অগ্রিম বুকিং–এর মাধ্যমে তার লেনদেনকে সুরক্ষিত করছে এই আশায়, যদি ভবিষ্যতে দাম বাড়ে তাহলে সে লাভবান হবে। যে তারিখ নির্ধারিত হয, সেই তারিখেই পণ্যের ডেলিভারি এবং তার দাম প্রদান করা হয়। ভবিষ্যৎ চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রেতা একটি দীর্ঘ অবস্থাণ ধারণ করেন এবং বিক্রেতারা সংক্ষিপ্ত অবস্থান ধারণ করেন।

একটি বিকল্প চুক্তি বলতে একটি আর্থিক হাতিয়ার কে বোঝায় যা ক্রেতাকে একটি সুযোগ দেয় যেখানে ক্রেতা পূর্বনির্ধারিত দিনে ও পূর্বনির্ধারিত কোনো দামের বদলে অন্য কোনো দিনে পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হন। বিকল্প চুক্তি মূলত দুই ধরণের হয়ে থাকে যা নিম্নলিখিত :

কল অপশন্ : কল অপশন্–এর ব্যবহারে বিকল্প চুক্তির ক্রেতা চুক্তিবদ্ধ পণ্যটি কেনার অধিকার পায়

পুট অপশন্ : পুট্অপশনের ব্যবহারে বিকল্প চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ পণ্যটি বেচার অধিকার পায়।

ডেরিভেটিভ কেনার সময় বিনিয়োগকারীদের একটি প্রিমিয়াম দিতে হয়। চুক্তির অবসান হলে, ঐ লেনদেনের বন্দোবস্ত করা হয়। তাই অনেকেই F & O কে অপেক্ষাকৃত সস্তা বলে মনে করেন, কিন্তু এতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী। কারণ এটি সময় নির্ভর এবং বাজারের গতিবিধি ভালো হলে তবেই এর থেকে ধনাত্মকআয় সম্ভব। চুক্তির শেষে ডেলিভারি নেওয়ার বদলে নগদ অর্থ প্রদান করলেও, মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে তা অর্থ প্রদানকারীকে বহন করতে হয়। এটি ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে।

একজন কৃষক কিভাবে পণ্য ডেরিভেটিভ বাজারে লেনদেন করতে পারেন?

● ডেরিভেটিভ বাজারের প্রক্রিয়া / আইনি বিষয় / গুণগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মাথায় রেখে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে গেলে কৃষকদের একটি সমিতি / বোর্ড (কৃষি উপাদক সমন্বয, FPO) গঠন করতে হবে।

● সমষ্টিগতভাবে তাদেরকে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি লেনদেন সংস্থার গুদামে জমা করতে হবে ।

● মান নির্ধারণের জন্য ঐ দ্রব্যের গুণগত মান বিচারপরীক্ষা করা হবে। এটি করবেন সংস্থার অধীনস্থ পরীক্ষকরা।

● লেনদেন সংস্থা থেকে একটি গুদাম রশিদ দেওয়া হবে। (এই রশিদদেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোনপাওয়া সম্ভব হয়)। রশিদ দেওয়ার পর দ্রব্যের গুণগত মানের সমস্ত দায়ভার কিছু সময়ের জন্য সংস্থাকে বহন করতে হয়।

● এই সময়ে কৃষকরা যে দামে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে চান, সেই দাম নির্ধারণ করতে পারেন ।

● যখন কৃষকরা উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে ফেলেন, তখন একটি নিলাম লেনদেন সংস্থার পক্ষ থেকে ডাকা হয়। যদি অর্ডার ক্রেতার নিলাম-ডাকের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে লেনদেনটি সম্পূর্ণ হয়।

● কৃষকদের লেনদেন সংস্থাতেই পণ্যটি ডেলিভারি করতে হয় এবং ঠিকঠাকমত বিলিকরণ করার পরই কৃষকরা তাদের দ্রব্যমূল্য পেয়ে যান।

❖ সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগ লেনদেনের জন্য যা যা করণীয় এবং করণীয় নয় :

● করণীয়:

- ✓ সিকিউরিটিজ মার্কেটে আপনার বিনিয়োগের জন্য সর্বদা একটি SEBI নিবন্ধিত উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত।
- ✓ আপনার বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে একটি স্কিম পণ্যে বিনিয়োগ করতে হবে।
- ✓ লেনদেন সংগঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই একটি বৈধ চুক্তি নোট / লেনদেন নিশ্চিন্তকরণ মেমো সংগ্রহ করতে হবে। নিয়মিতভাবে নিজের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট-এর পোর্টফোলিওর উপর নজর রাখতে হবে ।

  স্বাক্ষর করার পূর্বে সমস্ত পত্রাদি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে ।
- ✓ আপনার অ্যাকাউন্ট-এর উপর প্রযোজ্য সমস্ত / চার্জ / ফিজ / ব্রোকারেজ সাবধানে নোট করতে হবে এবং সেগুলো নথিভুক্ত করতে হবে ।
- ✓ স্বাক্ষরিত নথিপত্র, অ্যাকাউন্ট-এর বিবৃতি, প্রাপ্ত ও প্রদেয় চুক্তি নোটগুলির রেকর্ড রাখতে হবে ।
- ✓ পর্যায়ক্রমে আপনার আর্থিক প্রয়োজন লক্ষগুলি পর্যালোচনা করতে হবে এবং তা নিশ্চিত করতে নিজের পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করতে হবে ।
- ✓ নগদে লেনদেন করার বদলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে লেনদেনের অর্থ প্রদান করা উচিত ।
- ✓ সর্বদা আপনার তথ্য আপডেট রাখুন, যখনি আপনার ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিবরণ, ইমেইল আইডি, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হবে তা আপনার ব্রোকার ডিপি কে জানাতে হবে । সিম কার্ড অন্য কোম্পানির সাথে পোর্ট করার সুবিধা থাকার দরুন এটা নিশ্চিত করতে হবে সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির সঙ্গে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি যেন একই থাকে ।
- ✓ আপনার সমস্ত বিনিয়োগের জন্য মনোনয়নের সুবিধা নিন । ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট-এ একাধিক মনোনয়নের সুবিধা নিতে পারবেন ।
- ✓ পর্যায়ক্রমে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করতে হবে ।
- ✓ দৈনিকব্যাপী যে লেনদেন সংগঠিত হচ্ছে সেই এসএমএস ই-মেল্ এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে পাচ্ছেন কিনা নজর রাখতে হবে ।
- ✓ ট্রেডিং সদস্যদের সাথে রক্ষিত বিনিয়োগকারীদের মাসিক তহবিল এবং সিকিউরিটিজ ব্যালান্স সংক্রান্ত এসএমএস ই-মেল্ এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা নজর রাখতে হবে ।

করণীয় নয় :

- ✘ বিনিয়োগের জন্য অর্থ ধার করা উচিত নয় ।
- ✘ অনিবন্ধিত ব্রোকার / অনিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীদের সাথে চুক্তি করা বাঞ্চনীয় নয় ।
- ✘ মধ্যস্থতাকারীকে নির্ধারিত ব্রোকারেজ চার্জার এর অধিক প্রদান করা উচিত নয় ।
- ✘ সমস্ত শর্তাবলী যথাযথ না বুঝে কোনো মধ্যস্থতাকারীর সাথে কোনো নথিচুক্তি করা উচিত নয় ।
- ✘ কোনো অপূর্ণ ফর্ম বা ডেলিভারি ইন্সট্রাকশন স্লিপে স্বাক্ষর করা উচিত নয় ।
- ✘ সাধারণত স্টক ব্রোকার / ডিপি দের মোক্তারনামা (পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি) দেওয়া উচিত নয় । যদি আপনি তা প্রদান করতে চান তবে সেই বিষয়ে আগে থেকে সব কিছু ভালোভাবে জানুন এবং খুব নির্দিষ্ট মোক্তারনামা দিন ।
- ✘ কোনো অভিযোগ জানানোর থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী স্টক এক্সচেঞ্জ SEBI র কাছে লিখিত ভাবে জানাতে হবে ।
- ✘ ডাব্বা ট্রেডিং অবৈধ । এমনকি যদি আপনার মনেও হয় যে আপনি খরচ সাশ্রয় করছেন তবুও ডাবধা ট্রেডিং এ লিপ্ত হবেন না । এটি গ্যারেন্টিযুক্ত ট্রেডের কোনো সুবিধা ও নিরাপত্তা দেয়না ।
- ✘ হট টিপস গুলির উপর নির্ভর করে আপনার বিনিয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, কারণ একজন ব্যক্তি হট টিপস দিয়ে যে সিকিউরিটিজ গুলো অফলোড করতে চায় সেগুলি বাজারযোগ্য নাও হতে পারে । হট টিপস একটি বেআইনি কার্যকলাপ যা SEBI কে রিপোর্ট করা উচিত ।
- ✘ নিজের অনলাইন অ্যাকাউন্ট–এর পাসওয়ার্ড কখনোই কাউকে জানানো উচিত নয় । নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উচিত ।
- ✘ পঞ্জি স্কিম, অনিবন্ধিত চিট ফান্ড, অনিবন্ধিত সমষ্টিগত বিনিয়োগ বা অনিবন্ধিত ডিপোজিট স্কিমে বিনিয়োগ করা উচিত নয় ।
- ✘ নিজের কেওয়াইসি ডকুমেন্টসের অপূর্ণ জায়গাগুলি কেটে দিতে ভুলবেন না ।
- ✘ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ না হলে ডিজিটাল চুক্তির পথ বেছে নেবেন না ।

অভিযোগ নিস্পত্তি :

সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্বন্ধীয় কোনো অভিযোগের নিস্পত্তির জন্য অনুগ্রহ করে এই পুস্তিকার অধ্যায় ১২ দেখুন ।

অধ্যায়– ৬ : বীমা সম্বন্ধীয় দ্রব্যসমূহ

বীমা:

বীমা, কোনো ব্যক্তি, কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা এবং অন্যান্য যে কোনো সত্ত্বাকে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । এই বীমার জন্য উপভোক্তাকে পরিমিত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের অর্থ ব্যয় করতে হয় । বীমা হল ঝুঁকি সামলানোর একটি ব্যবস্থাপনা, যা মূলত ব্যবহার করা হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য ।

বীমা হল সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আর্থিক ক্ষতির প্রেক্ষিতে একটি ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার এবং এই অঙ্গীকারের বিনিময়ে উপভোক্তাকে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় যাকে বলা হয় প্রিমিয়াম বা বীমা বেতন । যিনি বীমা প্রদান করেন তাকে বলা হয় বীমা প্রদানকারী । যে ব্যক্তি বীমা কেনেন তাকে বলা হয় 'বীমা–কৃত বা বীমা–অধিকারী । বীমা–অধিকারী একটি চুক্তিপত্র পান যাকে বলা হয় বীমাপত্র । এই বীমাপত্রে বীমা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সমস্ত শর্তাবলী এবং অবস্থা উল্লিখিত থাকে যার অধীনে উপভোক্তা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য সুরক্ষিত থাকে ।

বীমা নীতিগুলিকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

পরিকল্পনা এবং মুখ্য বৈশিষ্ট্য
জীবন বীমা – মেয়াদী বীমা
● বীমার মেয়াদের মধ্যে যদি বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহলে যে বা যারা মনোনীত আছেন তারা নিশ্চিত অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাবেন । ● এই বীমা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকর থাকে (যাকে মেয়াদ বলা হয়) ।
জীবন বীমা – প্রদত্ত বীমা
● এটি একটি জীবন–বীমা যা উপভোক্তার মৃত্যুতে অথবা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের পর একটি একক সমষ্টিগত অর্থ মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয় । ● সাধারণত এই সব জীবনবীমার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা হয় দশ, পনেরো অথবা কুড়ি বছর একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত হয় । কিছু কিছু বীমা উপভোক্তার গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে ।
জীবন বীমা – সমগ্র জীবন
● এগুলি হল স্থায়ী জীবন বীমা যা সচল থাকে ততক্ষনই, যতক্ষণ উপভোক্তা প্রিমিয়াম দিতে পারেন ।
জীবন বীমা – একক সংযুক্ত বীমা
● এটি বিনিয়োগ ও বীমার সংমিশ্রণ । ● এই বীমায় প্রদত্ত প্রিমিয়ামের একটি অংশ ব্যবহৃত হয় উপভোক্তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং আরেকটি অংশ ব্যবহৃত হয় বিনিয়োগের জন্য ।

ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা
● এই ধরণের বীমার মাধ্যমে উপভোক্তার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে এবং তিনি যদি গুরুতরভাবে আঘাত পান বা তার মৃত্যু হয় তাহলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ।
যানবাহনের বীমা
● এই ধরণের বীমা গাড়ি-বীমা হিসাবেও পরিচিত । ● এই ধরণের বীমার দ্বারা গাড়ি, ট্রাক, মোটরবাইক এবং অন্যান্য যানবাহনের সুরক্ষা সম্ভব ।
স্বাস্থ্য বীমা
● এই বীমা একজন বীমাকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের খরচ বহন করে । ● এক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি হলেন উপভোক্তা নিজেই ।
ভ্রমণ বীমা
● এই ধরণের বীমার মাধ্যমে ভ্রমণ সংক্রান্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি, যেমন- মালপত্র চুরি হয়ে যাওয়া, ভ্রমণ বাতিল হয়ে যাওয়া (অসুস্থতার কারণে ভ্রমণ না করতে পারা) এবং সর্বোপরি বিদেশে কোনো অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদির জন্য উপভোক্তা সুরক্ষিত থাকেন । একটি সর্বাঙ্গীন ভ্রমণ বীমা নিম্নলিখিত ক্ষতিপূরণ করে: ✓ আপৎকালীন চিকিৎসার খরচ । ✓ আকস্মিক কারণে ভ্রমণ বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে আর্থিক ক্ষতি । ✓ মৃত্যু এবং অক্ষমতা জনিত ক্ষতি । ✓ ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা । ✓ মালপত্রের ক্ষতি ।
সম্পত্তি বীমা
● এই বীমা সম্পত্তির অধিকারীকে সম্পত্তির কোনো চুরি অথবা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করে । ● এই সম্পত্তি বীমার মধ্যে বাড়ির মালিকের বীমা, ভাড়া দিয়ে বসবাসকারীর বীমা, বন্যা এবং ভূমিকম্পের জন্য বীমা ইত্যাদি পায়।
গোষ্ঠী বীমা
● এই ধরণের বীমা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করে । যেমন- কোনো আবাসনের অধিবাসীবৃন্দ, কোনো প্রতিষ্ঠানের মানুষজন অথবা একজন মালিকের অধীনস্থ কর্মচারী ইত্যাদি ।

আই.আর. ডি. এ. আই. (ইনসিওরেন্স রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া) – এর ভূমিকা:

আই.আর.ডি.এ.আই.-এর ভূমিকা হল ভারতবর্ষের বীমা ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা । এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল দেশের সমস্ত বীমা অধিগ্রহণকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা এবং বীমা ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা ।

অভিযোগ নিষ্পত্তি:

বীমা ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কোনো অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণের জন্য আই পুস্তিকার অধ্যায়- ১২ পড়ুন ।

অধ্যায়–৭ : পেনশন, অবসর এবং স্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা

❖ পেনশন পরিষেবা:

একজন ব্যক্তি তার কর্মজীবন থেকে অবসর অথবা স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার পড়ে একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়মিতভাবে একটি নির্ধারিত অঙ্কের টাকা পাওয়ার যে পরিকল্পনা করেন, সেই পরিকল্পনাকেই পেনশন পরিকল্পনা বলা হয় । বৃদ্ধ বয়সে মানুষের যখন নিয়মিত কোনো আয়ের উৎস থাকে না, তখন পেনশন পরিকল্পনা মানুষকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে । অন্যদিকে, অবসর পরিকল্পনা মানুষকে তার অবসরের পর আত্মসম্মানের সাথে, জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচতে সাহায্য করে । পেনশন পরিকল্পনাগুলি মানুষকে অবসর গ্রহণের পর বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় । এছাড়াও একটি বড়ো রাশির টাকা দেয় যা থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে একটি একক সমষ্টিগত অর্থ পাওয়া সম্ভব হয়, একে অ্যানুয়িটি বলে ।

একজন পেনশনভোগী হিসাবে

- পেনশনের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে না ।
- বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট পেনশন গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- পেনশন অ্যাকাউন্ট অন্য শাখা বা ভিন্ন ব্যাঙ্কে স্থানান্তর করা যেতে পারে ।
- প্রতিবছর নভেম্বর মাসে আপনার ব্যাঙ্ক শাখায় আপনার জীবিত হওয়ার শংসাপত্র জমা দিতে ভুলবেন না ।
- জীবন প্রমান এই ওয়েবসাইটে আধার ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট পেতে পারেন : www.jeevanpramaan.gov.in

বৃদ্ধ দুস্থ: শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ব্যাঙ্ক অপারেশন:

১ অসুস্থ, বৃদ্ধ বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলে আপনি ব্যাঙ্কের পরিচিত দুইজন স্বাধীন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে টাকা তুলতে পারেন ।

২ ঘটনাকালে যদি আপনি আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ দিতে না পারেন বা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় ব্যাঙ্কে উপস্থিত হতে পারছেন না তবে সেক্ষেত্রে চেক / উত্তোলন ফর্মে একটি চিহ্ন প্রদান করতে হবে যা স্বাক্ষী থাকা দুইজন স্বাধীন ব্যক্তি দ্বারা চিহ্নিত হবে ।

৩ ব্যাঙ্ক আপনাকে ইঙ্গিত করতেও বলতে পারে যে কে এই টাকা তুলবে উপরে উল্লেখিত চেক বা উত্তোলন ফর্মের দ্বারা এবং সেই ব্যক্তি অবশ্যই দুই স্বাধীন সাক্ষীর দ্বারা চিহ্নিত হতে হবে ।

❖ জাতীয় পেনশন প্রকল্প :

এন.পি.এসের লক্ষ্য হল বিবিধ পেনশন পরিকল্পনাগুলির সংস্কার করা এবং জনসাধারণের মধ্যে অবসর জীবনের জন্যে সঞ্চয়ী মনোভাব জাগিয়ে তোলা। ১লা মে, ২০০৯ থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারী সহ ভারতের আপামর জনসাধারণের জন্য জাতীয় পেনশন প্রকল্প প্রদত্ত হয়েছে। এই প্রকল্পে, প্রত্যেক উপভোক্তাকে একটি অনন্য নম্বর দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় পারমানেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার (PRAN) এই নম্বরটি উপভোক্তার সারাজীবনের জন্য এক থাকে। এই PRAN নম্বরটি ভারতের যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবহার করা যায়। এন.পি.এস হল ভারতীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃত একটি পেনশন পরিকল্পনা, যা ১৮ থেকে ৬০ বছরের ভারতীয় নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

PRAN নম্বরটি দুটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অধিকার প্রদান করে স্তর ১ এবং স্তর ২, এই দুটি অ্যাকাউন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নলিখিত :

বিবরণ	স্তর–১ (বাধ্যতামূলক অবসর অ্যাকাউন্ট)	স্তর ২ (স্বেচ্ছায় সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট)
যোগ্যতা	সকল ভারতীয়	সক্রিয় স্তর–১ অ্যাকাউন্ট ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তিবিশেষ
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট	বাধ্যতামূলক নয়।	বাধ্যতামূলক
তারল্য	নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে কিছু পরিমাণ টাকা পেনশন অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা যায়।	যখন ইচ্ছে তখনই উপভোক্তা এই অ্যাকাউন্ট থেকে তার সঞ্চয় তুলতে পারেন।
তহবিল হস্তান্তর	সম্ভব নয়।	স্তর ২ থেকে স্তর ১ –এ তহবিল হস্তান্তর সম্ভব।
করের সুবিধে	এই ধরনের বিনিয়োগে কর ছাড়ের সুবিধে পাওয়া যায়।	এই ধরনের অ্যাকাউন্টে কর ছাড়ের সুবিধে নেই।

❖ এন.পি.এসের অধীনে বিভিন্ন বিনিয়োগসমূহ :

এন.পি.এসের উপভোক্তাদের অনেক বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে যার মধ্যে থেকে উপভোক্তা যেকোনো এক বা একাধিক সুযোগ বেছে নিতে পারেন। বিকল্প গুলি হল নিম্নরূপ:

ইক্যুইটি – এটি বেশী ফেরৎমূল্য দেয় কিন্তু বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প– এই বিকল্পে অর্থ মূলত: ইক্যুইটি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

কর্পোরেট ঋণপত্র – মাঝারি ফেরৎমূল্য বা রিটার্ন দেয় এবং ঝুঁকির পরিমাণও মাঝারি এই বিকল্পে অর্থ মূলতঃসরকারি সিকিউরিটিজ এর পরিবর্তে নির্দিষ্ট আয় বহনকারী সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

সরকারী সিকিউরিটিজ – কম ঝুঁকি, কম ফেরৎমূল্য বিকল্প, এই বিকল্পে অর্থ মূলতঃ কম ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি স্থায়ী আয়ের সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

বিকল্প বিনিয়োগ – এটিও বেশী ফেরমূল্য বা রির্টান দেয় কিন্তু এটি বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগ। এইক্ষেত্রে অর্থ কিছু বিকল্প বিনিয়োগ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা হয়, যেমন সি.এম.বি.এস (কমার্শিয়াল মর্টগেজ–ব্যাকড সিকিউরিটিজ), এ.আই.এফ (অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস), এম.বি.এস (মর্টগেজ–ব্যাকড সিকিউরিটিজ), আর.ই.আই.টি.এস (রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ইত্যাদি। এই শ্রেণীর সম্পত্তি, স্তর–২–এর বিনিয়োগের জন্য সহজলভ্য নয়।

সক্রিয় বাছাই বিকল্প – এই বিকল্পে উপভোক্তা নিজে ঠিক করতে পারেন কত শতাংশ অর্থ তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চান । তাই একে বলা হয় সক্রিয় বাছাই । শুধুমাত্র একটি শর্ত এখানে থাকে যা হল শতকরা ৭৫ শতাংশের বেশী অর্থ ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ করা যাবে না এবং শতকরা ৫ শতাংশের বেশী অর্থ বিকল্প বিনিয়োগগুলিতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

স্বয়ংক্রিয় বাছাই বিকল্প – এই বিকল্পে উপভোক্তার আর্থিক অবদান তার জীবনচক্রের তহবিলে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। জীবনচক্র তহবিল হল একটি প্রগতিশীল বন্টন যেখানে উপভোক্তার সম্পত্তি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে বিভিন্ন সম্পত্তি শ্রেণীতে বন্টন করা হয় এবং এই অনুপাত উপভোক্তার বয়সের দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপভোক্তার বয়স যত বাড়ে ইক্যুয়িটিতে সম্পত্তির অনুপাত তত কমে এবং অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত বিকল্প যেমন সরকারী বন্ড ও কর্পোরেট বন্ড ইত্যাদিতে সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এন.পি.এস থেকে নির্গমন:
সময়ের সাপেক্ষে প্রযোজ্য
স্তর–১ অ্যাকাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো টাকা তোলা সম্ভব নয়

৬০ বছরের পূর্বে	৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে	মৃত্যুর পরে
শুধুমাত্র ২০% টাকা তোলা সম্ভব, বাকি ৮০% টাকা কোন জীবন–বীমা প্রদানকারীর থেকে বীমা করানোর জন্য বহন করতে হবে।	৬০% পর্যন্ত টাকা তোলা সম্ভব অন্তত ৪০% টাকা দিয়ে অনুমোদিত জীবন–বীমা প্রদান কারীর থেকে বীমা করাতে হবে।	উপভোক্তার মৃত্যু হলে, যিনি মনোনীত থাকবেন তিনি। একবারে সব টাকা তুলে নিতে পারেন।

পেনশন বিভাগে পি.এফ.আর.ডি.এ. এর ভূমিকা:

পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হল একটি সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান যা সংসদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা হল ভারতবর্ষের পেনশন ক্ষেত্রের উন্নতি ও প্রবর্তন করা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ।

❖ অবসর পরিকল্পনা:

মানুষের জীবনে কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ একটি চূড়ান্ত অথচ অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ। সাধারণত অবসর জীবনের পরিকল্পনাকে ঠিক যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ততটা গুরুত্ব মানুষ দেয় না। অথচ প্রত্যেকেই চান আরামদায়কভাবে তাদের অবসর জীবন যাপন করতে। কিন্তু পর্যাপ্ত পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তা কখনোই সম্ভব নয়।

অবসর জীবনের পরিকল্পনার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নলিখিত :

১) শীঘ্র শুরু করুন ও আর্থিক নিরাপত্তার সাথে অবসর নিন – যদি কোনো ব্যক্তি ২৫ বছর বয়স থেকে সঞ্চয় শুরু করেন এবং ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে চান তাহলে তিনি ৩৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

২) বিবেচনার সঙ্গে পরিকল্পনা করুন – কিছু অর্থ চিকিৎসা খরচ এবং অন্যান্য আপৎকালীন খরচের জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। নিজের সঞ্চয়কে আর্থিক লক্ষ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী বন্টন করুন যেমন, সন্তানের শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি।

৩) নিজের পরিকল্পনার খোঁজখবর রাখুন এবং মূল্যায়ন করুন – আর্থিক পরিকল্পনার সময়ে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন যাতে আপনার পরিকল্পনা আপনার লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়। এছাড়াও, আপনার পরিকল্পনার সাথে জড়িত ঝুঁকি, ব্যয় ইত্যাদির সম্পর্কে আপনার সর্বদা অবগত থাকা উচিত।

৪) **অবসরের সঞ্চয় খরচ করবেন না** – অবসর গ্রহণের পূর্বে অবসর জীবনের জন্য যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছেন তাতে হাত দেওয়া উচিত নয়। যদি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত অর্থ থেকে আপনি বর্তমান চাহিদা পূরণ করেন তাহলে আপনিই অদূর ভবিষ্যতে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

❖ স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তির পরিকল্পনা:

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একজনের জীবন কালের স্থাবর–অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তার অবর্তমানে তার প্রিয়জন, ভালোবাসার মানুষ এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হবে, তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যাতে সম্পত্তি সুষমভাবে কোনো ব্যয়ভার ছাড়াই বন্টিত হয় তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এই পরিকল্পনার জন্য ঐ ব্যক্তির একটি উইল করা বাধ্যতামূলক।এই পরিকল্পনার উপাদান গুলি হল নিম্নলিখিত :

উইল:

এটি একটি লিখিত আইনি ঘোষণাপত্র যা একজন ব্যক্তির মৃতুর পর তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করা হবে, সেই ইচ্ছা বর্ণনা করে। এর দ্বারা একজন ব্যক্তি তার অবর্তমানে তার সম্পত্তি, নিজের পছন্দমতো তার আত্মীয় ও কাছের মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে। উইলের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অবর্তমানে তার আত্মীয়–পরিজনের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ পরিহার করতে পারেন। উইল করার পদ্ধতিটি অত্যন্ত সরল।

কিভাবে উইল করতে হয়?

- প্রথমে স্থাবর অবস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা তৈরী করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ সম্পত্তি কে পাবে (সমগ্র বা আংশিক ভাবে) ।
- যে ব্যক্তি উইলের নিষ্পত্তি করবেন তার নাম ও বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- উইলটি কোনো ডাক্তার এবং উকিলকে সাক্ষী রেখে করা বাঞ্ছনীয়। এতে উইলের সত্যতা বজায় থাকে।
- উইলের রেজিষ্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে বাঞ্ছনীয়।
- উইল একটি সাদা কাগজেও কেউ করতে পারেন এবং পরে তা একজন উকিলকে দিয়ে বিধিব করিয়ে নিতে পারেন।

উইল না থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে :

- কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্য সম্পত্তির বন্টন নাও হতে পারে।
- উইল না থাকলে ব্যক্তিসাপেক্ষ আইন / সম্পর্ক অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন হয়।
- মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে খরচসাপেক্ষ মামলার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।
- সম্পত্তির বন্টনের মামলার নিষ্পত্তি হতে বহুবছর সময় লাগতে পারে এবং তা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হয়। ঝামেলা–বিবাদ না হলেও, উইল না থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সমাধান অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে এবং সম্পত্তির লাভ কমে যেতে পারে।

❖ মনোনয়ন:

যে ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়, সেই ব্যক্তি উইল সাধনকারী ব্যাক্তির মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। একজন মনোনীত ব্যক্তি, সম্পত্তির মালিকের অর্থকড়ির শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক হন এবং তার ঐ অর্থের ওপর নিজস্ব কোনো মালিকানা

থাকে না। যদি কোনোরকম মনোনয়ন না থাকে, তাহলে আইনি উত্তরাধিকারীদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার পদ্ধতিটি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং একইসাথে ব্যয়সাপেক্ষও হয়। ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট–এর ক্ষেত্রেও কি মনোনয়ন জরুরি ? হ্যাঁ, কারণ এতে আইনি উত্তরাধিকারদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। যে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার সময় মনোনয়নের বিশদ পূরণ করার কথা মনে রাখতে হবে ।

উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক, সুরেশের একটি স্থায়ী আমানত অ্যাকাউন্ট আছে এবং সে তার বন্ধু রমেশকে সেই অ্যাকাউন্টে মনোনীত করেছে। সুরেশের মৃত্যুর পর রমেশ মনোনীত ব্যাক্তি হিসাবে সুরেশের স্থায়ী আমানতের সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী হবে। রমেশকে এবার সুরেশের আইনি উত্তরাধিকারীদের সমস্ত অর্থ হস্তান্তর করতে হবে। তা না করলে, সুরেশের আইনি উত্তরাধিকারীদের আদালতের দারস্থ হতে হবে।

❖ মোক্তারনামা :

মোক্তারনামা হল একটি আইনি পত্র যা একজন ব্যক্তিকে অন্য একজন ব্যক্তির হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনার বিশ্বাসযোগ্য কেউ মোকাবিলা করতে পারবে যদি আপনি নিজে তাদের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম না হন ।

ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কার্য সাধনে অক্ষম হন, তাহলে তিনি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে সেই কাজটি করাতে পারেন – মোক্তারনামা ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, প্রথম ব্যক্তির হয়ে কাজটি করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই ক্ষমতার মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা, যানবাহন ক্রয় বিক্রয় করা, সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় অথবা গৃহঋণ নেওয়া ইত্যাদি পড়ে। মূলত: একজন ব্যক্তি কাউকে মোক্তারনামা দিলে, ঐ ব্যক্তি যা যা লেনদেন করতেন সেইসব লেনদেন করার ক্ষমতা ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি পেয়ে যান।

যে ব্যক্তি আইনি ক্ষমতা প্রদান করেন তাকে বলা হয় প্রধান ব্যক্তি বা প্রিন্সিপাল। এই মুখ্য ব্যক্তি সাধারণ মোক্তারনামা অথবা বিশেষ মোক্তারনামা ব্যবহার করে তার প্রতিনিধি–কে আইনি ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। (প্রতিনিধি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়)। সাধারণ মোক্তারনামা প্রতিনিধিকে মুখ্য ব্যক্তির হয়ে যেকোনো কাজের অনুমতি দেয়, কিন্তু বিশেষ মোক্তারনামার ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ক্ষমতা সীমিত থাকে। বিশেষ কিছু কার্যসাধনের পর ঐ মোক্তারনামার কোনা গুরুত্ব থাকে না।

কোনো ব্যক্তির মৃতুর পর তার সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া :

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আইনি উত্তরাধিকারীদের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হতে হয় (যেমন ব্যাঙ্ক, ডিপোসিটারি, মিউচুয়াল ফান্ড, বীমা কোম্পানী ইত্যাদি) সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্যে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য তাদেরকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রমাণপত্রের সাথে সাথে নিজেদের আইনি উত্তরাধিকারের বৈধতাপত্র পেশ করতে হয়।

যদি মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে কোনো উইল করে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার ইচ্ছানুযয়ী তার মৃত্যুর পরে তার আত্মীয় পরিজনরা সম্পত্তির ভাগ পেতে সমর্থ হন। কিন্তু এমন কোনো উইল যদি না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীরাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন।

অভিযোগ নিস্পত্তি :

পেনশন বিভাগ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগের নিস্পত্তির জন্য অনুগ্রহ করে এই পুস্তিকার অধ্যায় ১২ দেখুন ।

অধ্যায় – ৮ : ঋণগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য

ঋণগ্রহণ করার অর্থ হল টাকা নিয়ে সীমিত সময়সীমার মধ্যে সেটিকে পরিশোধ করা। আর্থিক লক্ষ্য পূরণে যদি সঞ্চয় অপ্রতুল হয় তবে একজন ব্যক্তি ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে। সময়ের সাথে সাথে ছোট ছোট কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাকে সমান মাসিক কিস্তি (Equated Monthly Instalments - EMI) বলে। এটি হল ঋণ পরিশোধের একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে।

ঋণগ্রহণের প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা নিম্নলিখিত :

- পরিচয় প্রমাণপত্র – পাসপোর্ট (Passport) / ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving License) / ভোটাধিকার পত্র প্যানকার্ড (Pan Card) ইত্যাদি।
- বাসস্থানের প্রমাণপত্র – ছাড়া এবং থাকার অনুমতিপত্র / ইউটিলিটি বিল যেটা ৩ মাসের বেশি পুরনো নয় / পাসপোর্ট (যে কোনো একটি)
- সর্বশেষ ৩ মাসের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট (যেখানে বেতন বা আয়ের জমা নেওয়া হয়)
- সর্বশেষ ৩ মাসের বেতনের প্রমাণ স্বরূপ কাগজ,
- দুটো পাসপোর্ট আকারের ছবি।
- জামানত প্রমানপত্র।

জামানত হলো এমন একটি সম্পদ যা একজন ঋণগ্রহীতা সুরক্ষা প্রদানের জন্য একজন ঋণদাতাকে দিয়ে থাকে । যদি ঋণগ্রহীতা প্রতিশ্রুত ঋণের অর্থপ্রদান বন্ধ করে দেয় তবে ঋণদানকারী তার ঋণ পুনরুদ্ধারের (Loan Recovery) জন্য জামানত দখল করতে পারে। ঋণ গ্রহীতার জামিনত্বে ঋণদানকারীর দাবিকে লিয়েন বলা হয়।

❖ উপলব্ধ ঋণের প্রকারভেদ :

ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের ঋণ প্রদান করে থাকে :

পরিকল্পনা এবং মুখ্য বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তিগত ঋণ:
এই ঋণ যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের ব্যয়ের জন্য বা বেড়াতে যাওয়ার জন্য। এই ধরনের ঋণের জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
যানবাহনের জন্য ঋণ :
এই ধরণের ঋণ ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নতুন বা পুরনো গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।
শিক্ষা পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ঋণ :
প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থী এবং পরিবারকে শিক্ষাঋণ দেওয়া হয়। ঋণ আবেদনের আগে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তির আবেদনপত্র বা নিয়োগপত্র দেখানো প্রয়োজন।
স্বর্ণ ঋণ :
এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সোনাকে সুরক্ষা জামানত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

গৃহ ঋণ :
এই ঋণ বিভিন্ন আবাসন ক্রয়, যেমন গৃহ নির্মাণ, বাড়ির সংস্কার, বাড়ি সম্প্রসারণ, সম্পত্তি বা জমি কেনার জন্য প্রদান করা হয়।
কৃষি ঋণ :
কৃষিকাজ পরিচালনা এবং সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ যেমন– উদ্যানপালন, রেশম চাষ ইত্যাদি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের এই কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।
ভোগ্যপণ্য ঋণ :
এই ধরণের ঋণ উপভোক্তাকে কিছু স্থায়ী পণ্য যেমন– টেলিভশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি কেনার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে ।

❖ ঋণের ৫টি Cs – আপনার ঋণের অনুমোদন পেতে ওয়ান স্টপ নির্দেশিকা:

ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ আবেদন অনুমোদন করার সময় একটি রক্ষণশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই বিশ্লেষণে ব্যাঙ্করা পাঁচটি বিষয়ে বিবেচনা করে এবং এগুলি ৫ Cs হিসাবে পরিচিত। সেগুলি হলো নিম্নরূপ :

- **ক্ষমতা (Capacity) :** ঋণদানকারী ঋণগ্রহীতার ধার শোধ করার ইচ্ছা বা সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে চায়।
- **চরিত্র (Character):** ঋণদানকারী আপনার ঋণপরিশোধনের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যতা অথবা আপনার কোম্পানীতে প্রদত্ত অর্থ বিনিয়োগের রিটার্ন উৎপাদন করার ক্ষমতাকে যাচাই করতে চায়।
- **মূলধন (capital):** মূলধন হল সেই অর্থ যা আপনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন এবং ব্যবসাটি যদি ব্যর্থ হয় তবে আপনি কতটা ঝুঁকির মধ্যে আছেন, সেই সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।
- **জামানত (Collateral) :** ব্যাঙ্কগুলি ঋণ প্রক্রিয়ার বাইরেও ঋণের সুরক্ষার উপর জোর দেয়।
- **শর্তাদি (Conditions):** এটি ঋণগ্রহণের আসল উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করে থাকে। যেমন– এর অর্থ ঋণের টাকা কি কার্যকরী মূলধন, অতিরিক্ত সরঞ্জাম না ইনভেনটরির জন্য ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি।

❖ ধারের মাত্রা (ক্রেডিট স্কোর):

ক্রেডিট সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী সংস্থাগুলি ঋণগ্রহীতার আবেদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো আবেদনকারী আবেদন ফর্মটি পূরণ করে ঋণপ্রদানকারীর হাতে দিলে, ঋণপ্রদানকারী প্রথমে আবেদনকারীর ধারের মাত্রা এবং ক্রেডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করে। যদি ধারের মাত্রা (ক্রেডিট স্কোর) কম থাকে তবে ঋণপ্রদানকারী আবেদনকে তৎক্ষনাৎ প্রত্যাখ্যান করতে পারে বিবেচনা না করেই। যদি ক্রেডিট স্কোর বেশি হয, ঋণপ্রদানকারী আবেদনটি স্বীকার করবেন এবং আবেদন কারীর ঋণযোগ্যতা সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। ক্রেডিট স্কোর ঋণপ্রদানকারীর জন্য একটি প্রথমধাপ। উচ্চতর ক্রেডিট স্কোর ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনাকে তরান্বিত করে। ঋণপ্রদানের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে ঋণপ্রদানকারীর উপর নির্ভর করে এবং ক্রেডিট স্কোর ক্রেডিট রিপোর্ট কোনোভাবেই ঋণ বা ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করে না।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIBIL), এটি হল ভারতের প্রথম ক্রেডিট তথ্য সংস্থা, সাধারণত ক্রেডিট ব্যুরো হিসেবেও পরিচিত। CIBIL ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কিত ব্যক্তিদের এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহণের

রেকর্ড / তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই তথ্যগুলি মাসিক ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণদাতারা CIBIL এর কাছে জমা দেয়। এই তথ্যগুলির সাহায্যে ক্রেডিট ইনফরমেশন রিপোর্ট (Credit Information Report) এবং ক্রেডিট স্কোর তৈরি করা হয়, যা ঋণদাতাকে ঋণ আবেদনকারীর ক্ষমতাকে মূল্যায়ণ করে এবং অনুমোদন প্রদানে সাহায্য করে। এই ধরনের সংস্থাগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আর.বি.আই. (RBI) দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রেডিট ইনফরমেশন সংস্থাগুলি (রেগুলেশন) আইন ২০০৫ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর.বি.আই.-এর নিয়মানুসারে সমস্ত ক্রেডিট্ ব্যুরোকে প্রতি বছর প্রতি উপভোক্তাকে সম্পূর্ণ ক্রেডিট রিপোর্ট বিনা খরচায় দিতে হয়।

ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়:

টিপ্ – ১: সঠিক চিন্তাধারার এবং নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ নির্বাচন করা যেতে পারে। আপনার ক্ষমতার থেকে বেশি জিনিস কিনবেন না। লোভের দ্বারা বিচলিত হবেন না।

টিপ্ – ২: বেশী সময়ের জন্য বন্ধক ঋণ পাওয়া মানে এই নয় যে তা শোধ করতে বেশী সময় নিতে হবে।

টিপ্ – ৩: মনে রাখতে হবে ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র টাকা প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, ঋণ নেওয়ার জন্য নয়।

টিপ্ – ৪: ক্রেডিট কার্ডকে বিনামূল্যের টাকা হিসাবে ধরা ঠিক হবে না।

টিপ্ – ৫: যে সব কর্মকান্ড থেকে ঋণ হয, সেগুলো বন্ধ করা উচিত। জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যাতে ধার না নিতে হয়।

টিপ্ – ৬: ক্রেডিট কার্ড-এর পরিবর্তে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা উচিত এতে ক্ষমতার অধিক খরচা বন্ধ হয়।

টিপ্ – ৭: সাধ্যমত টাকা খরচ করা উচিত এবং ক্ষমতানুযায়ী জিনিস ক্রয় করতে হবে ।

অধ্যায় – ৯ : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প

ক) সরকারী প্রকল্প:

ভারত সরকার জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে, যার মধ্যে কিছু ট্যাক্স সাশ্রয়ী উপায় হিসাবে ধরা হয়। ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন স্কিমগুলি হলো জাতীয় সঞ্চয় শংসাপত্র, কিষাণ বিকাশ পত্র, ডাকঘর সঞ্চয়ী শংসাপত্র, সুকন্যা সমৃদ্ধি সঞ্চয়, পিপিএফ ইত্যাদি।এই স্কিম গুলিতে বিনিয়োগের সময়কাল ভিন্ন হয় এবং এগুলি নির্দিষ্ট সুদের হার বহন করে ।

সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

পরিকল্পনা এবং বৈশিষ্ট্য
সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা :
উদ্দেশ্য : মেয়ে সন্তানের কল্যাণ প্রচার করা। **অ্যাকাউন্টটি কে খুলতে পারে :** ১০ বা তার কম বয়সী কন্যা সন্তানের জন্য তার নিজ পিতা–মাতা বা আইনি অভিভাবক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। **সর্বাধিক অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে :** দুটি কন্যা সন্তান পর্যন্ত, বা তিনটি কন্যা সন্তানের জন্য যদি দ্বিতীয়বার জন্মের ক্ষেত্রে যমজ সন্তান হয় বা প্রথম জন্মের ফলস্বরূপ তিনটি কন্যাসন্তান হয়। **কর ছাড় :** আয়কর আইন, ১৯৬১এর ধারা ৮০সি এর অধীনে যা প্রযোজ্য। **সময়ের আগে বন্ধ হওয়া :** আমানতকারীর মৃত্যুর ঘটনায় বা প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা সহায়তার মতো সহানুভূতির ভিত্তিতে অনুমোদিত এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা অনুমোদিত। অনিয়মিত প্রদান / অ্যাকাউন্টের পুনরুজ্জীবন : পরিমাণমত জরিমানা দিয়ে করা যায় । **আমানতের পদ্ধতি :** নগদ / চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্ট / ডিজিটাল পেমেন্ট । আমানত তোলার পদ্ধতি: পূর্ব অর্থবর্ষের শেষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তোলা যাবে উচ্চ শিক্ষা বা ১৮ বছরের উর্দ্ধে কন্যা সন্তানের বিবাহে ব্যয়ের উদ্দেশ্য।
প্রধানমন্ত্রী জন–ধন যোজনা:
উদ্দেশ্য : ভারতে বসবাসকারী যে সকল ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই তারা যাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার ২০১৪ সালের অগাস্ট মাসে এই প্রকল্পটি চালু করেছিল। এই অ্যাকাউন্ট–এর উদ্দেশ্য হল সাশ্রয়ী মূল্যে বিভিন্ন রকমের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা, যেমন– ব্যাঙ্কিং, সঞ্চয় এবং আমানতের অ্যাকাউন্ট, প্রেরণ বা রেমিট্যান্স, ঋণ, বীমা এবং পেনশন দেওয়া । যেকোন ব্যাঙ্ক শাখা বা ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি (ব্যাঙ্ক মিত্র) কে দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে।

- **এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নিম্ন লিখিত পরিষেবা পাওয়া যায় :**

✓ জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট

✓ রূপে (RuPay) ডেবিট কার্ড

✓ দুর্ঘটনাজনিত বীমা কভার এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের একটি জীবন সুরক্ষা যেটা সুবিধাভোগী পেতে পারে মৃত্যুর পরে (শর্তসাপেক্ষে)

✓ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ওভার ড্রাফ্ট সুবিধা। এই সুবিধাটি পরিবার প্রতি একটি অ্যাকাউন্টে পাওয়া যায় ।

✓ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স জানার জন্য এবং জাতীয় স্তরে তহবিল হস্তান্তরের সুবিধার্থে মোবাইল ব্যাঙ্কিং এর সুবিধা প্রদান করা হয় ।

✓ আমানতের উপর সুদ প্রদান করা হয় ।

✓ অ্যাকাউন্টে নূন্যতম ব্যালান্স থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

✓ সরকারী প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য সরাসরি বেনিফিট হস্তান্তর।

✓ সহজে পেনশন এবং বীমা পণ্যের পরিষেবা প্রদান।

চেক বই পেতে গেলে নূন্যতম ব্যালেন্স নির্ণায়ক মেনে চলতে হবে।

ওভারড্রাফ্ট হল এমন একটি সুবিধা যেখানে গ্রাহকরা জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিতে পারে। এখানে গ্রাহক স্বল্পমেয়াদী ঋণের টাকা অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাঙ্ককে ফেরৎ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

খ) ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বীমা প্রকল্পসমূহ :

১. প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা:

✓ ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টধারীদের দুর্ঘটনাজনক বীমা সুরক্ষা প্রদান করে।

✓ একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক প্রিমিয়াম স্বয়ংক্রিয় ডেবিট সুবিধার মাধ্যমে বীমাকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়।

✓ একজন ব্যক্তি কেবল একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টের মাধ্যমে এই স্কিমটিতে / প্রকল্পে যোগদানের জন্য যোগ্য হবে।

✓ এই বীমা দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ী এবং আংশিক অক্ষমতার সুরক্ষা প্রদান করে।

২. প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা :

✓ ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টধারীদের জীবনবীমা সুরক্ষা প্রদান করে।

✓ একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক প্রিমিয়াম স্বয়ংক্রিয় ডেবিট সুবিধার মাধ্যমে বীমাকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়।

✓ একজন ব্যক্তি কেবল একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য যোগ্য হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা– আয়ুষ্মান ভারত :

✓ দরিদ্র, বঞ্চিত গ্রামীণ পরিবার এবং শহরে বসবাসকারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সরবরাহ করে।

- ✓ পরিবারের আকার, বয়স বা লিঙ্গ সম্পর্কিত কোনও বিধিনিষেধ নেই।
- ✓ SEECC (Socio-Economic Caste, Census ২০১১) এর অন্তর্গত উপযুক্ত পরিবারের সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে পরিবারের কোনও অর্থপ্রদানের প্রয়োজন নেই।
- ✓ সমস্ত আলোচিত ব্যবস্থাগুলি প্রথম দিন থেকেই কভার করা হয়ে থাকে। হাসপাতালের ভর্তির পূর্ব ও পরবর্তী খরচও এই বীমার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। দেশের যে কোনো জায়গায় সরকারী ও সরকার অনুমোদিত হাসপাতালে যাওয়া যাবে ও বিনা খরচায় চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

৪. প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা :

- ✓ শস্য বীমার মাধ্যমে কৃষকদের ফসলের ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করে।
- ✓ ফসলের ক্ষতি হলে, নির্ণয় করা প্রান্তিক (threshold) ফলন এবং প্রকৃত ফলনের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে কৃষককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। গত সাত ছরের গড় ফলনের উপর ভিত্তি করে প্রান্তিক ফলন গণনা করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ফসলের ঝুঁকির পরিমাণ অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়।
- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণগ্রহণকারী কৃষকদের জন্য এই প্রকল্পটি বাধ্যতামূলক।
- ✓ এই প্রকল্পটি কৃষকদের বিস্তৃত বহিরাগত ঝুঁকি – খরা, শুকনো ঝড়, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পোকামাকড় ও রোগ, ভূমিধস, প্রাকৃতিক আগুন ও বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, টেমপেস্ট, হারিকেন এবং টর্নেডো থেকে রক্ষা করে।
- ✓ প্রকল্পটি ফসল কাটার পরে ১৪ দিনের সময়কাল পর্যন্ত লোকসানগুলি ক্ষতিপূরণ করে।

গ) ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্পসমূহ :

১. কিষাণ বিকাশপত্র:

- ✓ ভারতীয় পোস্ট দ্বারা উপস্থাপিত একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় শংসাপত্র প্রকল্প যেখানে একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের শেষে বিনিয়োগের দ্বিগুন অর্থ ফেরত দেওয়া হয় ।
- ✓ এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক শৃঙ্খলা জাগ্রত করা ।
- ✓ এই পত্রে বিনিয়োগের সর্বনিম্ন পরিমান হলো ১০০০ টাকা, কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই ।
- ✓ শংসাপত্রটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১০ বছরের বেশি বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা ক্রয় করা যেতে পারে ।
- ✓ পোস্ট অফিস থেকে ক্রয় করা যায় ।

২. পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড :

- ✓ ভারত সরকার প্রদত্ত করমুক্ত সঞ্চয় প্রকল্প ।
- ✓ পি.পি.এফ অ্যাকাউন্ট একটি পোস্ট অফিসে বা যেকোনো জাতীয়করণ বা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক খোলা যেতে পারে ।
- ✓ যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা পাওয়া যাবেনা একজন ভারতীয় নাগরিক মনোনয়নের সুবিধাসহ কেবলমাত্র একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ।

- ✓ একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে পি.পি.এফ অ্যাকাউন্টে করা বিনিয়োগ উপলব্ধ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় ছাড় দাবি করতে পারে ।
- ✓ পি.পি.এফ অ্যাকাউন্টে স্কিমের অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীরা তাদের করা বিনিয়োগের একটি নির্দিষ্ট পরিমানের বিপরীতে ঋণও পেতে পারেন ।

৩. জাতীয় সঞ্চয় শংসাপত্র :

- ✓ ভারত সকারের একটি উদ্যোগ যেখানে প্রাথমিকভাবে কর সাশ্রয়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয় ।
- ✓ যেকোনো পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব এবং পাসবুকের আকারে NSc প্রদান করা হয়ে থাকে ।
- ✓ যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব, একজন নাবালকের পক্ষ হয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ।
- ✓ আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় আমানত কর রেয়াতের যোগ্য ।

৪. সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড প্রকল্প:

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার কর্তৃক গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিমের অধীনে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ড প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল । এই প্রকল্পে জিওআই–এর সাথে পরামর্শ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ইস্যুগুলি ট্রাঞ্চে সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত করা হয় । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সময়ে সময়েএই প্রকল্পের বিভিন্ন শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত করে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিটি নতুন ট্রাঞ্চের আগে সার্বভৌম স্বর্ণ বন্ডের হার ঘোষণা করে ।

মেয়াদ – ৮ বছর

ন্যূনতম অনুমোদিত বিনিয়োগ – ১ গ্রাম সোনা

সর্বোচ্চ সীমা: ৪ কেজি (ব্যক্তিগত এবং HUF এর জন্য), ২০ কেজি (ট্রাস্ট এবং সমরূপ সত্তার জন্য)

ঘ. সরকারী পেনশন প্রকল্প :

১. অটল পেনশন যোজনা :

- ✓ অটল পেনশন যোজনা হল একটি পেনশন ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প, যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের নাগরিকদের জন্যই রূপায়ণ করা হয়েছে। এটি সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টধারীদের জন্য খোলা আছে।
- ✓ এর উদ্দেশ্যটি হল অসংগঠিত কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট পরিমান পেনশন সরবরাহ করা, যারা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোনও সুবিধা পান না।
- ✓ এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর ।
- ✓ কোনো প্রান্তিক রোগ বা সুবিধাভোগীর মৃত্যুর ঘটনা ব্যতীত মূলত ৬০ বছরের আগে প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয় না । যদিও সুবিধাভোগীর স্ত্রী তার মৃত্যুর পর এই প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে পারে ।

২. প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা :

- ✓ প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা হলো ভারত সরকার দ্বারা উপস্থাপিত একটি প্রকল্প যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বার্ধক্য সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করে ।
- ✓ এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী এবং অবদানমূলক পেনশন প্রকল্প যার অধীনে গ্রাহকরা ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর প্রতি মাসে ন্যূনতম ৩০০০/- টাকা নিশ্চিত পেনশন পাবেন সুবিধাভোগীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন এবং পেনশনের ৫০% পারিবারিক পেনশন হিসাবে পাবেন । পারিবারিক পেনশন কেবলমাত্র স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য।

ঙ) ভারত সরকারের ঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প :

১. বিদ্যালক্ষ্মী শিক্ষা পোর্টালের দ্বারা শিক্ষামূলক ঋণ :

- ✓ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষাঋণ সহজলভ্য ও কার্যকরী করে তোলা যাতে কোনো শিক্ষার্থী তহবিলের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ না করে দেয়।
- ✓ পোর্টালের ওয়েবসাইটটি হল : www.vidyalakshmi.co.in
- ✓ শিক্ষার্থীরা ব্যাঙ্কের শিক্ষামূলক ঋণ প্রকল্পের তথ্য পায় ।
- ✓ সাধারণ শিক্ষা ঋণের আবেদন ফর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ।
- ✓ একটি ফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আবেদনের বিধান রয়েছে।
- ✓ সরকারী বৃত্তি আবেদন করার জন্য পোর্টালটি জাতীয় বৃত্তির পোর্টালের সঙ্গে লিঙ্কযুক্ত।
- ✓ শিক্ষার্থীরা যেকোন সময় এবং যেকোন জায়গায় ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ড সুবিধায় সহজেই তাদের লোনের আবেদনের পরিস্থিতি দেখতে পারে।

২. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা :

- ✓ এই প্রকল্পটি ক্রেডিট সম্পর্কিত ভর্তুকি প্রকল্প যা গরিব এবং কম আয় সম্পন্ন মানুষদের জন্য এবং মধ্যবর্তী আয়ভুক্ত মানুষদের জন্য (Middle Income Group) করা হয়েছে।
- ✓ ব্যক্তিরা কেবল যখন তাদের প্রথম বাড়ি কেনে অথবা নতুন নির্মাণ করে তখন এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তুকি পেয়ে থাকে।
- ✓ যদি কোনও পরিবার পূর্বে কোনও আবাসন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় সহায়তা গ্রহণ করে থাকে, বা ভারতে তাদের নিজস্ব বাড়ী থাকে তাহলে তারা তাদের নামে বা তাদের পরিবারের কোনও সদস্যের নামে বা তাদের স্ত্রী কোনও বাড়ীর সুদের ভর্তুকি দাবি করলে তা পাবেন না।
- ✓ সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে প্রকল্পের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলিকে মেনে চলতে হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা :

- ✓ সরকারী প্রকল্পের ঋণ যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের ব্যবসায় ঋণ দেয়।
- ✓ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন – শিশু প্রকল্প, কিশোর প্রকল্প এবং তরুণ প্রকল্প, যা ঋণের অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
- ✓ যোগ্যতা – ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত নন–কর্পোরেট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত হতে হবে : স্বত্বাধিকারী, অংশীদারী সংস্থাগুলি, ছোট উপাদন সংস্থা, পরিষেবা সংস্থা, দোকানদার, ফল বিক্রেতা, ট্রাক অপারেটর, খাদ্য পরিষেবা সংস্থা, মেরামতী সংস্থা, মেশিন অপারেটর, ক্ষুদ্র শিল্প, ফুড্ প্রসেসর, গ্রামীন ও শহরের অন্যান্য শিল্প।
- ✓ এই জাতীয় ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় মূল নথিগুলি হল: পরিচয়ের প্রমাণ পত্র, ক্রয় করা জিনিসের মূল্য উদ্ধৃতি এবং শ্রেণীগত শংসাপত্র।

৪.স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া :

- ✓ এই প্রকল্পটি হলো তফসিল জাতি / তফসিল উপজাতি এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সী মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ।
- ✓ উপরিউক্ত টার্গেট গ্রুপকে ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।
- ✓ ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য হল উৎপাদন, লেনদেন বা পরিষেবা খাতে একটি নতুন উদ্যোগ স্থাপন করতে সহায়তা করা ।

অধ্যায়– ১০: কর সাশ্রয়ের পন্থাসমূহ

আয়কর হল একটি কর যা করদাতা তার আয়ের থেকে সরকার নির্ধারিত একটি অংশ সরকারকে কর হিসাবে প্রদান করে। সরকার এই সংগৃহীত কর দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্মীদের বেতনপ্রদান ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করে। আইন পাস করে এই সকল কর আরোপিত হয় এবং যে আইনের মাধ্যমে এই আয়কর নির্ধারিত হয়, সেটি হল আয়কর আইন, ১৯৬১, সেটি পরবর্তী অর্থ আইন দ্বারা সংশোধিত হয়েছে।

প্রতিটি ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ব্যক্তিদের সমিতি, ব্যক্তিদের দল, কর্পোরেট ফার্ম, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সকল কৃত্রিম আইনজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁরা অর্থ উপার্জন করেন, তাঁদেরকেই আয়কর প্রদান করতে হয়।

করদাতার বার্ষিক আয়ের উপর তার প্রদেয় কর নির্ধারিত হয়। আয়কর আইন অনুসারে একটি বার্ষিক চক্রের সূচনা হয় একটি বছরের পয়লা এপ্রিল এবং সমাপ্ত হয় পরবর্তী ক্যালেন্ডার বছরের ৩১শে মার্চ। আইন অনুযায়ী দুটি বছরকে চিহ্নিত এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় একটি হল 'পূর্ববর্তী বছর' এবং অন্যটি হল 'মূল্যায়ন বছর'। যে বছরে অর্থ উপার্জিত হয়েছে, সেই বছরটি হল পূর্ববর্তী বছর এবং যে বছরের কর সংগৃহীত হচ্ছে, সেই বছরটি হল মূল্যায়ন বছর।

আয়কর আইনের অধীনে ছাড়ের অনুমতি

ধারা	মূল বৈশিষ্ট্য
ধারা ৮০সি	● জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ডের ইএলএসএস প্রকল্প। পাঁচবছরের মেয়াদে বিশেষ ব্যাঙ্ক আমানত, এনপিএস অ্যাকাউন্টে অবদান (কেবলমাত্র স্তর ১ অ্যাকাউন্ট), জাতীয় সঞ্চয় শংসাপত্র, আবাসন ঋণে মূল পরিশোধে বিনিয়োগকৃত অর্থের জন্য ছাড়।
ধারা ৮০সিসিডি (১বি)	● ধারা ৮০সি–এর অধীনে করছাড়ের দাবীর উপরে সংযোজিত হবে। ● আইনের ধারা 80CCD অনুযায়ী ব্যক্তির জাতীয় পেনশন প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের জন্য ছাড়। ● এই ধারার অধীনে কর ছাড়ের জন্য উপলব্ধ অর্থের পরিমাণ আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় কর ছারে দাবির পরিমাণের চেয়ে বেশি।
ধারা ৮০ডি	● কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব বা তার স্ত্রী, নির্ভরশীল পিতা–মাতা, নির্ভরশীল বাচ্চাদের জন্য প্রাপ্ত স্বাস্থ্যবীমার জন্য ছাড়ের দাবী করতে পারেন।
ধারা ৮০জি	● জাতীয় শিশু ফাউন্ডেশনে অনুদান, জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অনুদান, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান ইত্যাদি করযোগ্য আয় থেকে ছাড়যোগ্য।

ধারা ৮০টি.টি.এ	● সঞ্চয়ী আমানতের ওপর প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য । যদিও ধারা ৮০টি.টি.এ –এর অধীনে দাবিকৃত নির্দিষ্ট অর্থের উপর এবং সময়সাপেক্ষ্যে অন্যান্য বিভিন্ন শর্তের উপর ভিত্তি করে সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক আমানতে প্রাপ্ত সুদের উপর ধার্য করা কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে । ● কেবলমাত্র ব্যক্তি বা এইচইউএফ (HUF)–এর জন্য উপলব্ধ। ● সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ডাকঘর বা সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য প্রযোজ্য।
ধারা ২৪	● সম্পত্তি অধিগ্রহণ, সম্পত্তি নির্মাণ এবং সম্পত্তি মেরামতের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপর প্রদত্ত সুদ। ● পয়লা এপ্রিল, ১৯৯৯ পরে নেওয়া আবাসন ঋণের জন্য প্রযোজ্য।

একজন ব্যক্তির জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ হল প্রতি আর্থিক বছরের ৩১শে জুলাই।

তবে আয়কর রিটার্ন পূরণের প্রাসঙ্গিক তারিখ এবং অন্যান্য করছাড় এবং আয়কর আইনের সাথে সম্পর্কিত বিবরণসমুহ পরিবর্তন সাপেক্ষে সেইজন্য সমস্ত পাঠকগণকে নিয়মিতভাবে সরকার দ্বারা জারি করা সাম্প্রতিক বিধান এবং নির্দেশিকাগুলির উপর নজর রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

অধ্যায় ১১ : পন্‌জী প্রকল্প এবং অনিবন্ধীকৃত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের থেকে সাবধানতা

❖ পন্‌জী প্রকল্প :

পঞ্জী প্রকল্প, চার্লস পজীর নামে নামকরণ হয়েছে, যিনি বিংশ শতকের শুরুতে এই ধরণের একটি প্রকল্প তৈরী করেছিলেন। পন্‌জী কুখ্যাত হয়ে ওঠার আগেই ধারণাটি ভালোভাবেই জানা ছিল। পন্‌জী প্রকল্প হল প্রতারণামূলক বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী, যা বিনিয়োগকারীকে উচ্চ সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রকল্প তার অপেক্ষাকৃত পুরনো বিনিয়োগকারীদের জন্য রিটার্ন বা আয় উৎপন্ন করে বিনিয়োগকারীর নিজেদের অর্থ থেকে অথবা অপেক্ষাকৃত নতুন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে পুরনো বিনিয়োগকারীদের আয় কখনোই প্রকল্পের আসল লভ্যাংশ থেকে উৎপন্ন হয় না। পন্‌জী প্রকল্প বিনিয়োগকারীদের ফেরমূল্য বা বিনিয়োগের রিটার্ন সম্বন্ধে যা বিজ্ঞাপিত করে, তা বাস্তবে চিরস্থায়ী করতে হলে, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সদাবর্দ্ধনশীল টাকা আসতে হবে, তবেই প্রকল্পটি চালু থাকবে।

সাধারণতঃ পন্‌জী প্রকল্পগুলি নতুন বিনিয়োগকারীদের প্রলোভন দেখায় ও বিপথে চালিত করে এই বলে যে অন্য বিনিয়োগ যে ফেরৎমূল্য বা রিটার্নের গ্যারান্টি দিতে পারে না, পন্‌জী প্রকল্প তার থেকে বেশী ফেরৎমূল্য বা রিটার্ন এর প্রতিশ্রুতি দেয়। স্বল্প মেয়াদে অতিরিক্ত উচ্চহারে রিটার্ন নিশ্চিত করে, যা স্বাভাবিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এইভাবে যত বেশী বিনিয়োগকারী এর মধ্যে জড়িত হয়, তত প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার সম্ভাবনা বাড়ে। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এই প্রকল্পগুলির প্রবর্তক বিনিয়োগকারীদের অবশিষ্ট টাকা নিয়ে নেয় ও নিখোঁজ হয়ে যায়। ক্রমে নতুন বিনিয়োগ কমতে থাকে, যার ফলে প্রবর্তক প্রতিশ্রুত অর্থ বিনিয়োগকারীদের ফেরৎ দিতে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে প্রকল্পগুলি নিজের ভারেই ধসে যায়।

পন্‌জী প্রকল্প ধসে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী কারণ এর থেকে এই প্রকল্প যদি কিছু উপার্জন করেও থাকে, তা বিনিয়োগকারীদের যা ফেরৎ দিতে হবে তার থেকে কম। কখনও কর্তৃপক্ষ যদি এই প্রকল্পের কর্মকান্ড পন্‌জী বলে সন্দেহ করে, তখন প্রকল্প নিজে থেকে ধসে যাওয়ার আগেই কর্তৃপক্ষ তা কড়াভাবে দমন করতে সক্ষম হয়।

● একটি পন্‌জী স্কীমকে কীভাবে সনাক্ত করবেন?

একটি পন্‌জী স্কীমকে শনাক্তকরণের কিছু উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হল :

অল্প বা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে উচ্চতর রিটার্ন – প্রতিটি বিনিয়োগই কিছু ঝুঁকি বহন করে। উচ্চতর রিটার্নের সাথে উচ্চতর ঝুঁকি জড়িত। গ্যারান্টিযুক্ত উচ্চ রিটার্ন দেওয়া বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দেহজনক হোন।

অত্যন্ত ধারাবাহিক রিটার্ন – সময়ের সাথে সাথে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত রিটার্ন সর্বদাই ওঠানামা করে। সামগ্রিক বাজারের অবস্থা নির্বিশেষে নিয়মিত ইতিবাচক রিটার্ন দেয়, এমন বিনিয়োগ সম্পর্কে সন্দেহজনক হন।

অনিবন্ধকৃত বিনিয়োগ – পন্‌জী স্কীম হল সেই বিনিয়োগ প্রকল্প, যাদের কার্যকলাপ কোনোভাবেই কোনো নিয়ন্ত্রক বা সরকারী সংস্থার কাছে নিবন্ধিত নয়। নিবন্ধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে বিনিয়োগকারীরা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা, পণ্য, সেবা এবং অর্থায়ন সম্পর্কে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

লাইসেন্সবিহীন বিক্রেতারা – যেকোনো বিনিয়োগ প্রকল্প সেই বিনিয়োগের সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বিনিয়োগ পেশাদারদের এবং ফার্মগুলিকে নিবন্ধিত হতে হবে। বেশিরভাগ পন্‌জী প্রকল্পের সাথে লাইসেন্স বিহীন বিক্রেতা এবং লাইসেন্সবিহীন ফার্ম জড়িত।

অস্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ – যে সকল বিনিয়োগ প্রকল্প আপনি বুঝতে পারছেন না বা তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন না, সেই সকল বিনিয়োগ প্রকল্প অবশ্যই বর্জন করুন। অ্যাকাউন্ট বিবৃতির ত্রুটি হল একটি সংকেত যা বোঝায় যে তহবিল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনিয়োগ করা হয়নি।

পেমেন্ট প্রাপ্তিতে অসুবিধা – আপনি যদি পেমেন্ট না পান বা পেমেন্ট নগদ করতে অসুবিধায় পড়েন, তবে অবশ্যই সন্দেহজনক হন। পন্‌জী প্রকল্পের প্রচারকরা মাঝে মাঝে অংশীদারদের আরও বেশি রিটার্ন প্রদানের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নগদ দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

পন্‌জী প্রকল্পের গঠন / পিরামিড স্কিম

প্রতারণা থেকে সুরক্ষা :

ভারতে এখন বহু বিনিয়োগকারী অর্থহারা হয়েছেন বিভিন্ন অনিবন্ধভুক্ত সংস্থার কার্যকলাপের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি এবং সাহারা ফার্ম কর্তৃক তহবিলের অবৈধ লেনদেন হল এর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চতর রিটার্ন অফার করে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে, এমন প্রতারণামূলক এজেন্সিগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকুন। এই সকল ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকলেই আপনি আপনার অর্থকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।

গণ বিপনণ জালিয়াতি

এক্ষেত্রে আপনি একটি ই-মেল পাবেন, দেখে মনে হবে ঐ ই-মেলটি কোন বৈধ কোম্পানী থেকে এসেছে। ই-মেলটি আপনাকে ওদের প্রদত্ত একটি লিঙ্কে ক্লিক করতে বলবে, যা আপনাকে একটি নকল বা জাল ওয়েবসাইটে পৌঁছে দেবে। সুরক্ষিত থাকার জন্য ফোনে কখনই কোনো বিনিয়োগ বা অনুদান করবেন না, যতক্ষণ না আপনি কোম্পানীটির অস্তিত্বের বৈধতা নিয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন।

লটারী কেলেঙ্কারী :

অভিনন্দন! আপনি একটি লটারী / বড় পুরস্কার জিতেছেন। পুরস্কার দাবী করার জন্য আপনাকে একটি ছোট ফি প্রদান করতে হবে। বৈধ লটারী কখনই পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য কোনো মূল্য ধার্য করে না– এ কথা মনে রাখবেন।

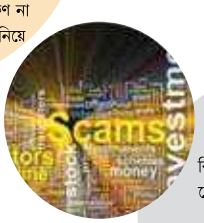

বিনিয়োগ জালিয়াতি :

এক্ষেত্রে কোনো একজন আপনাকে ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য বিক্রয় করতে হবে এমন কোনো পণ্য কেনার জন্য নিয়োগ করলো এবং আশা করা হয় যে আপনিও নতুন সদস্যদের নিয়োগ করবেন। কিছুদিন পর নতুন সদস্যরা কোম্পানী নিযুক্ত হওয়া বন্ধ করে দেবে। তখন প্রচারকরা আপনার বিনিয়োগ করা টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবে।

ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড জালিয়াতি:

ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড জালিয়াতি তখনই ঘটে, যখন কেউ আপনার কার্ড, কার্ডের তথ্য এবং ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ নম্বর (PIN) আপনার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে। আপনার ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ নম্বর কখনই কাউকে জানাবেন না।

সম্পর্কের সুযোগে জালিয়াতি :

জালিয়াতি খুব সহজেই আপনার বিশ্বাস জিতে নিতে পারে, যদি আপনি এমন কোনো গ্রুপের অংশ হন, যারা ধর্মীয় ভাবে বা সামাজিক ভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত, কুচক্রীরা বিনিয়োগকারীদের বাধ্য করে কেলেঙ্কারী / জালিয়াতির কথা গোপন করার জন্য।

উপদেশ–১ :

কখনও এমন কোনো চুক্তিতে জড়াবেন না, যা হয়ত খুব ভালো কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। যদি দ্রব্যটি সম্বন্ধে আপনি বুঝতে না পারেন বা কিভাবে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, সেই বিষয়ে আপনার বুঝতে অসুবিধা হয, তবে তেমন পণ্য কিনবেন না।

উপদেশ–২ :

শুধুমাত্র রিটার্ন আপনাকে আবেদন করছে বলে কখনই অপরিচিত কোনো আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগ করবেন না। কোম্পানীর পটভূমি এবং আর্থিক কার্যক্ষমতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করুন। আপনি যে আর্থিক পণ্যটিতে বিনিয়োগ করছেন, তার বিরুদ্ধে ঝুঁকি কতটা, তা যাচাই করুন।

❖ অনিবন্ধভুক্ত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের বিরুদ্ধে সাবধানতা

SEBI বিনিয়োগ পরামর্শদাতা প্রতিবিধান ২০১৩ অনুযায়ী (সর্বশেষ সংশোধন ৩রা জুলাই, ২০২০) বিনিয়োগ পরামর্শদাতা হলেন এমন যে কোনো ব্যক্তি, সে যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন, যিনি মক্কেল বা অন্যান্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গ্রুপকে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকেন ।

SEBI প্রতিবিধানের লক্ষ্য হল বিনিয়োগ পরামর্শদাতাকে নিয়ন্ত্রণ করা, যে পরামর্শ সিকিউরিটিজ এবং বিনিয়োগের পণ্যে বিনিয়োগ, কেনা-বেচা, লেনদেন-এর সাথে সম্পর্কিত। এই পরামর্শ লিখিত, মৌখিক বা অন্যান্য যেকোনো যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে, যাতে মক্কেলের আর্থিক পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়। একথা মনে রাখতে হবে যে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, অন্য যেকোনো বৈদ্যুতিন / ইলেক্ট্রনিক বা সম্প্রচার বা টেলিযোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা প্রচারিত বিনিয়োগ পরামর্শ, যা ব্যাপকভাবে জনসাধারনের কাছে উপলব্ধ- সেই সকল বিনিয়োগ পরামর্শকে SEBI প্রতিবিধান অনুযায়ী বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে গণ্য করা হয় না। বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের SEBI থেকে রেজেস্ট্রিশন অর্জন করতে হয় এবং SEBI উল্লিখিত আচরণবিধি অনুসরণ করতে হয়।

SEBI নিবন্ধিকরণ ছাড়া বিনিয়োগ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করা কখনই আইনসম্মত নয়। SEBI এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সজাগ থাকার চেষ্টা করছে। কিছু অসাধু বা অজ্ঞ ব্যক্তি SEBI নিবন্ধিত নাও হতে পারে বা SEBI উল্লিখিত আচরণবিধি নাও অনুসরণ করতে পারে। বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের মনে রাখতে হবে যে তারা যেন বিনিয়োগ পরামর্শগুলি একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তারা যেন কখনই নগদ বা আমানতে হস্তক্ষেপ না করে।

নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতার ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি, যা SEBI-তে রিপোর্ট করা হয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- আশ্বাসপ্রাপ্ত রিটার্ন, যা বিনিয়োগ পরামর্শদাতা মক্কেলদের দিয়ে থাকে।
- উচ্চ রিটার্নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মক্কেলের কাছ থেকে অত্যধিক ফি চার্জ করা।
- উচ্চতর ফি অর্জনের জন্য মক্কেলের ঝুঁকি প্রোফাইলকে প্রাধান্য না দিয়ে বিনিয়োগ পরামর্শদাতার দ্বারা ভুল বিক্রয়। মক্কেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যখন ফি ফিরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেন, তখন বিনিয়োগ পরামর্শদাতারা মক্কেলদের উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন পণ্য কিনতে প্রলোভিত করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতিপুরণ হয়ে যাবে।
- মক্কেলদের হয়ে লেনদেন করা।
- মক্কেলের প্রোফাইলের সাথে না মিলিয়ে বা মক্কেলের অনুমতি না নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষেবাটিকে উচ্চতর ঝুঁকির পণ্যগুলিতে তুলে ধরা।
- বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের খারাপ পরিষেবার জন্য মক্কেলদের অর্থক্ষতি।
- ফেরত সম্পর্কিত সমস্যা।

সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকতে হবে এবং উপরে উল্লেখ্য বাজারে অনুশীলিত কার্যকলাপ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং মূলধন বাজারগুলিতে দক্ষতা আছে এমন দাবী করা ব্যক্তিদের সাথে সতর্কভাবে লেনদেন করতে হবে। বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় পরামর্শ একমাত্র সেই সব পরামর্শদাতাদের থেকে নিতে যারা SEBI বিনিয়োগ পরামর্শদাতা প্রতিবিধান, ২০১৩ (সর্বশেষ সংশোধন ৩রা জুলাই, ২০২০)-এ নিবন্ধিত।

এই ধরনের সত্ত্বাদের তালিকা নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : https:www.sebi.gov.in

বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের সাথে লেনদেন করার সময় কি কি করণীয় এবং কি কি করণীয় নয় :

করণীয়	করণীয় নয়
✓ সর্বদা SEBI নিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের সাথে লেনদেন করুন।	✗ কখনই অনিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের সাথে সাথে কোনোধরনের লেনদেন করবেন না।
✓ পরামর্শদাতার SEBI রেজেস্ট্রিশন নম্বর ঠিকভাবে দেখে নিন। SEBI নিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের তালিকা SEBI-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : (https:www.sebi.gov.in)	✗ বিনিয়োগের পরামর্শ নেওয়ার অজুহাতে পাওয়া তহবিল লেনদেন সংক্রান্ত কোনো ভ্রান্ত টিপস কখনই গ্রাহ্য করবেন না।
✓ নিশ্চিতভাবে দেখে নেবেন যে বিনিয়োগ পরামর্শদাতার বৈধ রেজেস্ট্রিশন সার্টিফিকেট আছে কিনা।	✗ বিনিয়োগের জন্য অর্থ কখনই আপনি বিনিয়োগ পরামর্শদাতাকে দেবেন না।
✓ বিনিয়োগ পরামর্শদাতাকে শুধুমাত্র পরামর্শ দেওয়ার জন্য ফি প্রদান করুন।	✗ নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবেন না।
✓ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে বিনিয়োগ পরামর্শদাতাকে পরামর্শ দেওয়ার ফি প্রাদন করুন এবং আপনার প্রদত্ত অর্থের স্বাক্ষরিত রসিদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন।	✗ যুক্তিযুক্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি থেকে লোভকে প্রাধান্য দেবেন না।
✓ বিনিয়োগের পরামর্শ গ্রহণ করার আগে আপনার প্রোফাইলের ঝুঁকি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।	✗ বিজ্ঞাপন বা বাজারের গুজবে প্রভাবিত হবেন না।
✓ বিনিয়োগ পরামর্শদাতাকে জোর দিন যাতে তিনি আপনার ঝুঁকি নেওয়ার অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এবং সব বিনিয়েগের বিকল্প মাথায় রেখে আপনাকে সঠিক বিনিয়োগের পরামর্শ দেন।	✗ কোনো বিনিয়োগ পরামর্শদাতা বা প্রতিনিধির থেকে ফোন বা মেসেজ পেয়েই কখনই কোনো বিনিয়োগর লেনদেনে যুক্ত হবেন না।
✓ বিনিয়োগ পরামর্শদাতার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার আগে আপনি প্রশ্ন করে আপনার যা যা জিজ্ঞাস্য আছে, সব ভালো করে বুঝে নেবেন।	✗ বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের থেকে বারংবার ফোন বা মেসেজ পাচ্ছেন বলে বাধ্য হয়ে কখনই বিনিয়োগর সিদ্ধান্ত নেবেন না।
✓ যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং স্ট্যাম্পযুক্ত লিখিত শর্তাবলী নিজের হাতে নেওয়ার জন্য জোর দেবেন। অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই শর্তাবলী পড়ুন, বিশেষত পরামর্শ ফি, পরামর্শমূলক পরিকল্পনা, বিভাগগুলি প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিনিয়োগ পরামর্শদাতার সাথে কোনো লেনদেনে যাওয়ার আগে জেনে নিন।	✗ বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের দেওয়া সীমিত সময়ের ছাড় বা অন্যান্য প্রণোদনা, উপহার ইত্যাদির শিকার হবেন না।
✓ আপনার লেনদেন সম্পর্কে সজাগ থাকুন।	✗ এমন কিছুতে বিনয়োগ করার জন্য কখনই তাড়াহুড়ো করবেন না, যা আপনার ঝুঁকি নেওয়া ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের লক্ষ্যের সাথে মেলে না।
✓ আপনার সন্দেহ অভিযোগের সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করুন। যেসব বিনিয়োগ পরামর্শদাতা আশ্বাসপ্রাপ্ত বা গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন	

অধ্যায় – ১২ : অভিযোগ নিবন্ধন কৌশল

ক) SEBI অভিযোগ নিবন্ধন কৌশল (SCORES - SEBI Complaint Redressal System):

SEBI উপস্থাপিত একটি কেন্দ্রীভূত ওয়েব ভিত্তিক অভিযোগ নিবন্ধন কৌশল যার নাম SCORES SCORES-এর উদ্দেশ্য হল ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করা, যাদের সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত সংস্থা বা নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীর কাছে সরাসরি যোগাযোগের পরেও অমীমাংসিত আছে। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তিনি সর্বপ্রথম তাঁর কোম্পানী ও দালালের সাথে যোগাযোগ করেন তাঁর অভিযোগ দায়ের করার জন্য। যদি তিনি প্রদত্ত সমাধানে সন্তুষ্ট না হোন, তবে তিনি সরাসরি তাঁর অভিযোগ SCORES-এ জানাতে পারেন।

SCORES-এ অভিযোগ দায়ের করার জন্য, আপনাকে https:scores.gov.in-এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। আপনার যদি ইতিমধ্যে একটি ব্যবহারকারীর নাম (username) এবং পাসওয়ার্ড থাকে, তবে আপনি অভিযোগ জানানোর জন্য ক্লিক করুন 'Register / login to lodge complaints' (অর্থাৎ অভিযোগ জানানোর জন্য রেজিস্টার / লগ-ইন করুন)। যদি আপনি প্রথম ব্যবহারকারী হন, তবে ক্লিক করুন 'Not Registered Yet? – এই শিরোনামের নীচে থাকা 'Register Here' (অর্থাৎ যদি এখন রেজেস্ট্রিকৃত না হয়ে থাকেন, তবে এখানে রেজেস্ট্রার করুন) এবং তারপর আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন নাম, বাড়ির ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করুন। এরপর নিম্নলিখিত বিকল্পগুলি থেকে আপনাকে একটি বিভাগ নির্বাচন করতে হবে – তালিকাভুক্ত সংস্থা / নিবন্ধন এবং স্থানান্তর এজেন্ট ব্রোকার / স্টক এক্সচেঞ্জ, আমানতকারীদের অংশগ্রহণকারী / আমানতকারী, মিউচুয়াল ফান্ড অন্যান্য সত্ত্বা এবং SEBI কে প্রদেয় তথ্য। এরপর আপনাকে নির্দিষ্ট বিভাগে আপনার অভিযোগের বিবরণ জানাতে হবে। সমস্ত শিরোনামে তথ্য পূরণ সম্পূর্ণ হলে আপনি আপনার অভিযোগটি দায়ের করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
SEBI অভিযোগটি পরীক্ষা করে দেখবে যে এই বিষয়টি SEBI-র আওতায় পড়ে কিনা। যদি বিষয়টি SEBI-র আওতাভুক্ত হয়, তবে SEBI সেটিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফরোয়ার্ড করবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি পদক্ষেপ নেওয়া রিপোর্ট তৈরী করার পরামর্শ দেবে তথা বিনিয়োগকারীকে লিখিত জবাব দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবে ।

সমর্থনকারী নথি : ২ MB পর্যন্ত সমর্থনকারী নথি PDF ফরম্যাট-এ সংযুক্ত করা যাবে। যদি আপলোড করতে হবে এমন তথ্য ২ MB-এর বেশী হয়, তবে তা SEBI অফিসে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে হবে।

নিবন্ধকরণ নম্বর : অভিযোগ দায়ের করার পর একটি অদ্বিতীয় নিবন্ধকরণ নম্বর উপন্ন হবে, যা ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হবে। আপনি অভিযোগ রেজেস্ট্রিশন ফর্মে যে ইমেল আইডি যোগ করেছেন, সেটিতে একটি ই-মেল পাঠানো হবে, যাতে রেজেস্ট্রিশন নম্বরটি উল্লেখ করা থাকবে।

অভিযোগের অবস্থা দেখুন : আপনি আপনার অভিযোগের অবস্থা আপনার অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে দেখে নিতে পারেন। যদি ডাকযোগে অভিযোগ SEBI-র কাছে দায়ের করে থাকেন, তবে SEBI কর্তৃক আপনাকে প্রেরিত প্রাপ্তিস্বীকার পত্রে উল্লেখ্য পাসওয়ার্ডটি দেখুন এবং নিজের অভিযোগের অবস্থা যাচাই করুন ।

SCORES ব্যবহারের আগে, আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন সেই ব্যক্তি বা কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতে, যারা আপনার অভিযোগের কারণ। অভিযোগের উত্তর আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকার চেয়ে আপনি যদি সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেন, তাহলে হয়ত সমস্যা দ্রুত সমাধান হয়ে যেতে পারে।

যে বিষয়গুলি SCORES-এর হিসাবে অভিযোগ হিসাবে গন্য হয় না:

যে অভিযোগগুলি অসম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট নয়।	যে অভিযোগগুলির কোনো সমর্থনকারী নথি নেই।	পরামর্শ দিচ্ছেন বা নির্দেশিকা ব্যাখ্যা খুঁজছেন।
কোম্পানির শেয়ারের ট্রেডিং মূল্যে সন্তুষ্ট নয়	শেয়ারের লেনদেন না হওয়া বা শেয়ারের অকার্যকরতার ব্যাখ্যা চাওয়া।	ব্যক্তিগত অফার করা অ-তালিকাভুক্ত শেয়ার ।	সংস্থাগুলির সাথে বেসরকারী চুক্তিতে উদ্ভূত বিরোধ।

● SEBI SCORES মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন :

বিনিয়োগকারীরা যাতে তাদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে অতি সহজেই তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে SEBI SCORES মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে । এই অ্যাপটিতে SCORES এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ রয়েছে যার সাহায্যে কোনো বিনিয়োগকারী ইন্টারনেট সহযোগিতায় তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন । এই অ্যাপটিতে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের পর প্রতিটি অভিযোগ দায়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা যথাক্রমে তাদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডিতে এসএমএস এবং ই-মেলের মাধ্যমে একটি স্বীকৃতি পাবেন। বিনিয়োগকারীরা এর মাধ্যমে শুধুমাত্র অভিযোগ দায়ের করতে পারবে তা নয়, সময়ে সময়ে সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা জানতেও পারবেন । বিনিয়োগকারীরা তাদের অমীমাংসিত অভিযোগগুলির জন্য অনুস্মারক দায়ের করতে পারবেন । বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ পরিচালনার প্রক্রিয়াটি আরও ভালোভাবে জানার জন্য SCORES এর সচরাচর জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন । এছাড়াও বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এই অ্যাপটিতে SEBI টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলার সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে ।

SEBI SCORES মোবাইল অ্যাপটি iOS এবং Android উভয় প্ল্যাটফর্মেই উপলব্ধ ।

খ) SEBI হেল্পলাইন – বিনিয়োকারীদের টোল–ফ্রি হেল্পলাইন পরিষেবা :

সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সহজতর করার জন্য SEBI একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং টোল–ফ্রি হেল্পলাইন পরিষেবা চালু করেছে। হেল্পলাইন নম্বরটি হল ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫ অথবা ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫।

সারা ভারতে ৮টি ভাষায় এই টোল–ফ্রি পরিষেবাটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপলব্ধ। এই টোল–ফ্রি পরিষেবা প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৫.৩০ অবধি উপলব্ধ।

নির্দেশিকাসমূহ নিম্নলিখিত :

এই টোলফ্রি হেল্পলাইন নম্বরটিতে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপলব্ধ –

- **সংস্থার অবস্থা** – সংস্থাটি তালিকাবর্হিভূত, রুগ্ন, তালিকাহীন, তরলীকৃত বা অবলুপ্ত কিনা
- একত্রিতকরণ / সংহতকরণ / স্বাতন্ত্র বিলোপ করে যুক্ত হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি অনুসারে সংস্থার নামের পরিবর্তন
- তালিকাভুক্ত সংস্থার শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এবং রেজিস্ট্রারের বর্ণনা
- SEBI-র বিভিন্ন রেজেস্ট্রিকৃত মধ্যস্থতাকারীর নাম এবং ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যের বর্ণনা
- কোথা থেকে SEBI-র কর্তৃক নেওয়া নিযন্ত্রণমূলক ক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে
- কোথা থেকে একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কীমের সর্বশেষ নিট সম্পদের মূল্য জানা যাবে
- কীভাবে SEBI-র কাছে অভিযোগ দায়ের করা যাবে?
- SCORES–এ কার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে?
- SEBI তে দায়ের করা অভিযোগের অবস্থা
- বিভিন্ন সংস্থার নিবন্ধক, সরকারী লিকুইডেটর, BIFR–এর নাম এবং ঠিকানা
- নিযন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যাদের কাছে বিনিয়োগরী অভিযোগ দায়ের করার জন্য অভিগমন করতে পারে, যা SEBI-র আওতায় পড়ে না। যেমন– RBI, IRDAI, PFRDA এবং MCA

পদ্ধতিতে সহায়তা–

- কীভাবে ডিম্যাট / ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়?
- শেয়ার স্থানান্তর
- শেয়ার হস্তান্তর
- শেয়ার স্থানান্তর / হস্তান্তরের জন্য কী কাগজপত্র প্রয়জোন?
- শেয়ার হারিয়ে গেলে বা নকল হলে কি করা উচিত?
- সদৃশ শেয়ারের জন্য আবেদন পদ্ধতিতে সহায়তা

- IPO-তে কীভাবে আবেদন করবেন?
- সেই সব কোম্পানীর নাম এবং ঠিকানা, যারা তাদের অফারের নথি SEBI-তে দাখিল করেছেন।

হেল্পলাইন পরিষেবাটি বিনিয়োগকারীদের কোনও আইনি মতামত বা বিনিয়োগের পরামর্শ দেয় না ।

যে কোনো প্রশ্ন / প্রতিক্রিয়া বা সহায়তার জন্য, আপনি ০২২ - ২৬৪৪৯১৮৮ / ২৬৪৪৯১৯৯ / ৪০৪৫৯১৮৮ / ৪০৪৫৯১৯৯ - এই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন বা sebi@sebi.gov.in এই ইমেল আইডি-তে ইমেল পাঠাতে পারেন।

গ) অভিযোগ নিস্পত্তি – সিকিউরিটিজ বাজার :

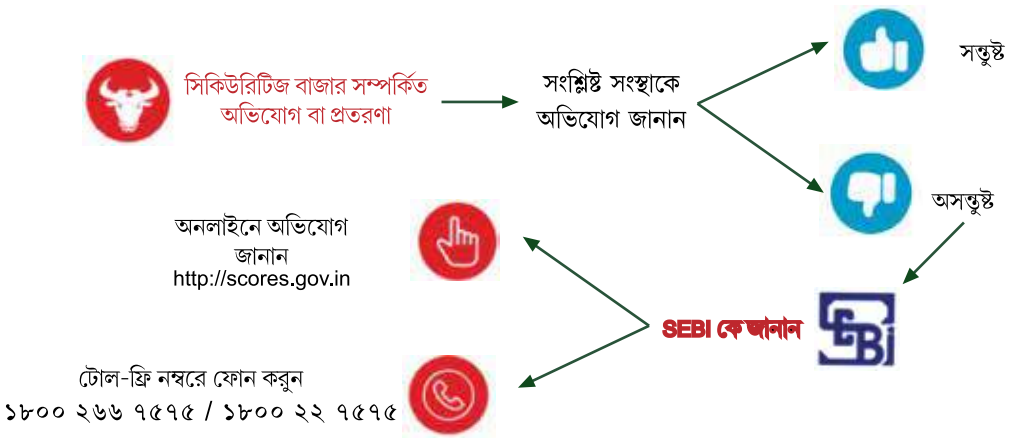

ঘ) ব্যাঙ্কিং শিল্পে অভিযোগের নিস্পত্তি :

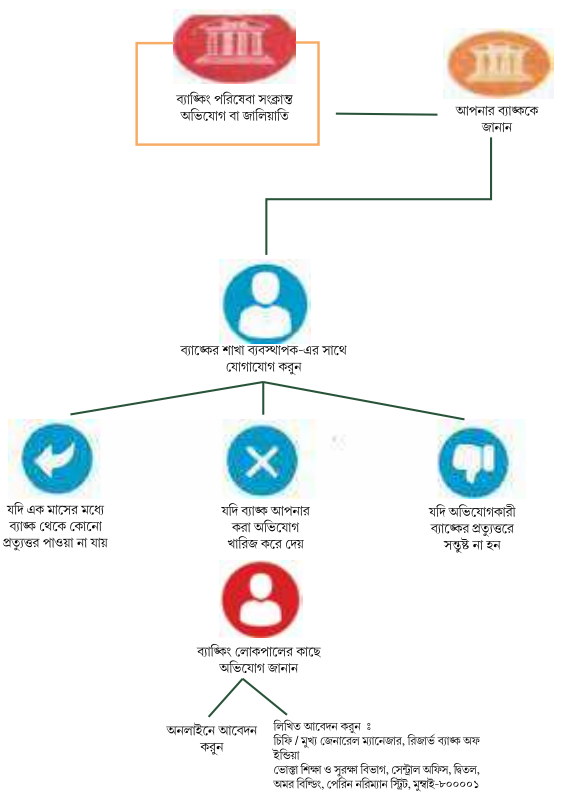

ব্যাঙ্কিং লোকপাল গ্রাহকদের অভিযোগ দায়ের বা সমাধান করার জন্য কোনো ফী চার্জ নেন না ।

ঙ) বীমা ক্ষেত্রে অভিযোগের নিস্পত্তি :

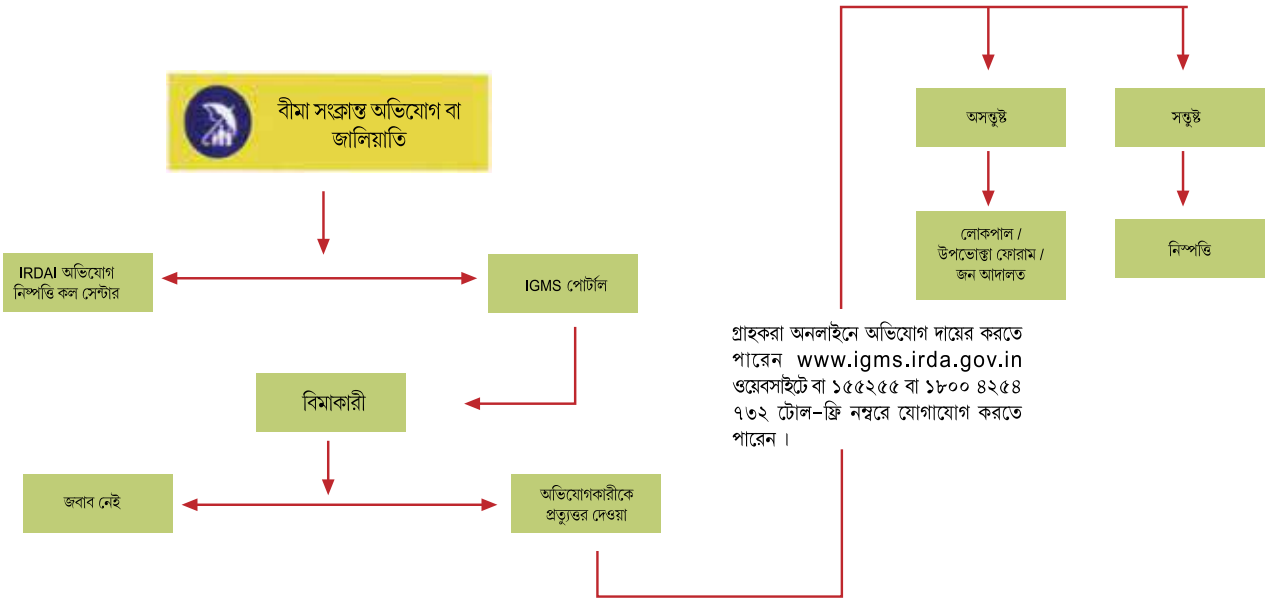

চ) পেনশন শিল্পে অভিযোগের নিস্পত্তি :

অধ্যায়– ১৩: অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ সংস্থা

ক্রমিক নম্বর	কার্যকলাপের বিভাগ (নিবন্ধিত / অনিবন্ধিত)	সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ
১	নন–ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানির দ্বারা আমানত সংগ্রহ	রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
২	নিধি বা মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি	রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
৩	জুয়েলার্সদের স্বর্ণ সঞ্চয় স্কিম	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় / রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
৪	কোম্পানি আইনের ৭৩ ধারা অনুযায়ী কোম্পানি দ্বারা সংগৃহীত আমানত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫	সমবায় সমিতি দ্বারা উপস্থাপিত স্কীম	রাজ্য সরকার
৬	চিটফান্ড ব্যবসা	রাজ্য সরকার
৭	মাল্টি লেভেল মার্কেটিং / পিরামিড মার্কেটিং স্কিম	রাজ্য সরকার
৮	বীমা চুক্তি	ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
৯	ইউনিট লিঙ্ক বীমা পরিকল্পনা	ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
১০	পেনশন পরিকল্পনা বা ই.পি.এফের অধীনে ইন্সুরেন্স পরিকল্পনা	পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
১১	নতুন পেনশন পরিকল্পনা	পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
১২	হাউজিং ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক
১৩	সিকিউরিটিজ বাজারে কোম্পানি, মধ্যস্থতাকারী বিরুদ্ধে অভিযোগ	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া www.scores.gov.in SEBI হেল্পলাইন : টোল ফ্রি নম্বর – ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫ বা ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫

অধ্যায় – ১৪ : SEBI

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) হল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেটি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় সিকিউরিটিজ বাজারের বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯২ সালে ভারতের সংসদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের নির্দেশে ১৯৮৮ সালে এই সংস্থাটি তার কার্যকলাপ শুরু করে। SEBI র প্রধান কার্যগুলি হল ভারতীয় সিকিউরিটিজ বাজারের বিকাশ ঘটানো, সিকিউরিটিজ বাজারের বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। এই সংস্থাটির সদর দফতর মুম্বাই–এ অবস্থিত, এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে স্থানীয় অফিস সহ দেশের চারটি মুখ্য শহর দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই এবং আহমেদাবাদ –এ আঞ্চলিক অফিসগুলি অবস্থান করেছে।

স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনস্থ বিভিন্ন স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়–বিক্রয় হয়ে থাকে। এইসব মধ্যস্থতাকারীরা সিকিউরিটিজ বাজারে তাদের কার্যকলাপ তখনই পরিচালনা করতে পারে যখন তারা SEBI নিবন্ধিত হয়। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য SEBI দ্বারা নির্দেশিত সমস্ত নিয়ম–কানুন এবং নির্দেশিকা তাদের মেনে চলতে হয়। এছাড়াও মূলধন বাজারে অংশগ্রহণকারী স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার, ডিপোজিটরিজ, ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার, শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট প্রভৃতি সংস্থাগুলিকে SEBI নিযন্ত্রণ করে থাকে।

মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং সেই আমানত বিনিয়োগকারীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন স্কীমে বিনিয়োগ করে থাকে। SEBI দ্বারা প্রণীত নিয়মানুযায়ী এই ফান্ডগুলি পরিচালিত হয়। মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে স্কীমের বিশদ বিবরণ যেমন– কোথায় তারা আমানত বিনিয়োগ করবে, বিনিয়োগকারীদের থেকে ধার্য ফী প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রকাশ করতে হয়। SEBI –র নির্দেশানুসারে বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য তাদের পর্যায়ক্রমিক বিনিয়োগসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করতে হয়। SEBI বিনিয়োগকারীদের আরও শিক্ষিত করে তোলে এবং তাদের অভিযোগের প্রতিকারের সুবিধা প্রদান করে থাকে।

SEBI–র কার্যকলাপ এবং অন্যান্য তথ্যাদির বিশদ বিবরণের জন্য অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.sebi.gov.in–এ নজর রাখুন।

অধ্যায় – ১৫ : SEBI, এক্সচেঞ্জ এবং ডিপোজিটরিজ এর যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য

SEBI – সদর দফতর

SEBI ভবন

প্লট নম্বর সি৪–এ, জি– ব্লক, বান্দ্রা–কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই– ৪০০০৫১

টেলি : ৯১–২২–২৬৪৪–৯০০০ / ৪০৪৫–৯০০০

ফ্যাক্স : ৯১–২২–২৬৪৪ ৯০১৯–২২ / ৪০৪৫ ৯০১৯–২২

ই–মেল্ : sebisebi.gov.in

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম (IVRS):

টেলি : ৯১–২২–২৬৪৪–৯৯৫০ / ৪০৪৫–৯৯৫০

টোল–ফ্রি ইনভেস্টর হেল্পলাইন : ১৮০০ ২২ ৭৫৭৫ / ১৮০০ ২৬৬ ৭৫৭৫

SEBI আঞ্চলিক অফিসের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য

(নর্থ জোন) উত্তরাঞ্চলিক অফিস : এনবিসিসি কমপ্লেক্স, অফিস টাওয়ার– ১, নবম তল, প্লেট বি, পূর্ব কিদওয়াই নগর, নিউ দিল্লী– ১১০ ০২৩ টেলি. বোর্ড: ৯১–১১–২৩৭২৪০০১–০৫ ফ্যাক্স : ৯১–১১–২৩৭২৪০০৬ ই–মেল্ : sebinrosebi.gov.in	**(সাউথ জোন) দক্ষিণাঞ্চলিক অফিস :** দ্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, ওভারসিস টাওয়ার্স, অষ্টম তল, ৭৫৬–এল, আন্না সালাই, চেন্নাই– ৬০০০০২ টেলি. : ৯১–৪৪–২৮৮৮০২২২ / ২৮৫২৬৬৮৬ ফ্যাক্স : ৯১–৪৪–২৮৮৮০৩৩৩ sebisrosebi.gov.in
(ইস্ট জোন) পূর্বাঞ্চলিক অফিস : দ্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, এল অ্যান্ড টি চেম্বার্স, চতুর্থ তল, ১৬, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৭ টেলি. : ৯১–৩৩–২৩০২–৩০০০ ফ্যাক্স : ৯১–৩৩–২২৮৭৪৩০৭ ই–মেল্ : sebierosebi.gov.in	**(ওয়েস্ট জোন) পশ্চিমাঞ্চলিক অফিস :** SEBI ভবন পশ্চিমাঞ্চলিক অফিস পঞ্চবটী– ১ লেন, গুলবাই টেকরা রোড, আমেদাবাদ– ৩৮০ ০০৬, গুজরাট টেলি. : ০৭৯–২৬৫৮৩৬৩৩–৩৫ ফ্যাক্স : ০৭৯–২৬৫৮৩৬৩২ ই–মেল্ : sebiwrosebi.gov.in

SEBI স্থানীয় অফিস সমূহের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্যের জন্য www.sebi.gov.in ওয়েবসাইট নজর রাখুন ।

ভারতীয় স্টক এবং কমোডিটি ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য :	
বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE Ltd.)	ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (NSE):
ফিরোজ জেজেভয় টাওয়ার্স, দালাল স্ট্রিট মুম্বাই- ৪০০০০১ টেলি. : (০২২) ২২৭২-১২৩৩/৪, ৬৬৫৪-৫৬৯৫ ফ্যাক্স : (০২২) ২২৭২-১৯১৯ ই-মেল্ : corp.commbseindia.com ওয়েবসাইট: www.bseindia.com	এক্সচেঞ্জ প্লাজা, প্লট নম্বর সি/১, জি ব্লক, বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ:), মুম্বাই- ৪০০০৫১ টেলি. : (০২২) ২৬৫৯৮১০০ / ৮১১৪ ফ্যাক্স : (০২২) ২৬৫৯৮১২০ ওয়েবসাইট: http:www.nseindia.com
মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (MSE) : ভিবজিওর টাওয়ার্স, পঞ্চম তল, প্লট নম্বর সি৬২, জি ব্লক, বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বাই- ৪০০০৯৮ টেলি. : (০২২) ৬১১২-৯০০০, ফ্যাক্স : (০২২) ২৬৫৪৪০০০ ওয়েবসাইট: www.msei.in	

কমোডিটি ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য	
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড :	**ন্যাশনাল কমোডিটি অ্যান্ড ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (NCDEX)**
এক্সচেঞ্জ স্কোয়ার, সুরেন রোড, চাকলা, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাই- ৪০০০৯৩ টেলি. : (০২২)৬৭৩১৮৮৮৮/৬৬৪৯৪০০০ ফ্যাক্স : (০২২) ৬৬৪৯৪১৫১ ই-মেল্ : infomcxindia.com ওয়েবসাইট: www.mcxindia.com	আক্রুতি কর্পোরেট পার্ক, দ্বিতীয় তল, জি.ই.গার্ডেন, এলবিএস মার্গ, কঞ্জুরমার্গ (পশ্চিম), মুম্বাই- ৪০০০৭৮ টেলি. : (০২২) ৬৬৪০৬৭৮৯ ফ্যাক্স : (০২২) ৬৬৪০৬৮৯৯ ই-মেল্ : askusncdex.com ওয়েবসাইট: www.ncdex.com

এক্সচেঞ্জের অধীন ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টারের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্যের জন্য তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে নজর রাখুন ।

ভারতীয় ডিপোজিটরিজ এর যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য :

ডিপোজিটরিজ –এর যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্য	
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) :	**সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) :**
ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইংস, পঞ্চম তল, কামলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই- ৪০০০১৩ টেলি. : (০২২) ২৪৯৯-৪২০০ ই-মেল্ : infonsdl.co.in ওয়েবসাইট: nsdl.co.in	ম্যারাথন ফিউচরেক্স, এ-উইং, ২৬তম তল, এনএম যোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই- ৪০০০১৩ টেলি. : (০২২) ২৩০৫৮৬৪০/৮৬২৪/ ৮৬৩৯/৮৬৪২/৮৬৬৩ ই-মেল্ : helpdeskcdslindia.com ওয়েবসাইট: www.cdslindia.com

অন্যান্য ডিপোজিটরিজ অফিসের যোগাযোগ সম্বন্ধীয় তথ্যের জন্য তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে নজর রাখুন ।

--ঃ মন্তব্য ঃ--

--ঃ প্রতিক্রিয়া ফর্ম ঃ--

কর্মশালার তারিখ ঃ ..... / ..... / ....., সময় ঃ ....., স্থান ঃ

কর্মশালা সমাপ্তির পরে অংশগ্রহণকারীরা এই ফর্মটি অবশ্যই পূরণ করবেন।

তারিখ ঃ

১। অংশগ্রহণকারীর নাম ঃ

২। বয়স ঃ

৩। এই পুস্তকটি পড়ার পর ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান উন্নত হয়েছে কি ?

হ্যাঁ / না / হতে পারে

৪। আপনি কি মনে করেন এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করার পরে আপনার বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবেন ?

হ্যাঁ / না / সম্ভবত

৫। আপনি কি অধিক মুনাফা লাভের জন্য ঝুঁকি নেবেন ?

হ্যাঁ / না / হতে পারে

৬। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে আপনি কি আপনার বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনবেন ?

হ্যাঁ / না / হতে পারে

৭। আপনি কি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট ক্রয় করবেন ?

ইতিমধ্যে আছে / সম্ভাবনা আছে / হ্যাঁ / না

৮। আপনি কি নিয়মিত আপনার বিনিয়োগে নজর রাখছেন ?

হ্যাঁ / না

৯। অবসর গ্রহণের জন্য আপনার পূর্বপরিকল্পনা কি ?

.....

.....

(রিসোর্স পার্সন দ্বারা পূরণ করা হবে)

রিসোর্স পার্সন-এর নাম ঃ

কর্মশালার জন্য অনুরোধের অনুমোদন নম্বর ঃ

SEBI দ্বারা আর্থিক শিক্ষা এবং বিনিয়োগকারী সচেতনতা উদ্যোগ :		
ক)	রিসোর্স পার্সন প্রোগ্রাম:	SEBI-র তালিকাভুক্ত রিসোর্স পার্সনরা টায়ার ২ টায়ার ৩ তালিকাভুক্ত শহরে তাদের স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ যেমন – অবসর গোষ্ঠী, এক্সেকিউটিভ, গৃহকর্তী, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণীর জনসাধারণকে নিয়ে আর্থিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রোগ্রাম করে থাকে ।
খ)	SEBI তে SEBI দ্বারা পরিদর্শন প্রোগ্রাম:	স্কুল, কলেজ এবং পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে SEBIঅফিসে বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত হয় । এছাড়া SEBI আধিকারিকরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিকিউরিটিজ বাজার সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলে ।
গ)	আঞ্চলিক সেমিনার :	SEBI বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরিজ, কমোডিটি ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ এর যৌথ সমন্বয়ে বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত করে থাকে ।
ঘ)	বিনিয়োগকারী সমিতির মাধ্যমে বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম :	SEBI টায়ার- ২ টায়ার-৩ তালিকাভুক্ত শহরগুলিতে বিনিয়োগকারী সমিতিগুলোর উদ্যোগে সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগে সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত করে ।
ঙ)	কমোডিটি ডেরিভেটিভ ট্রেনারদের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম :	SEBI টায়ার- ২ টায়ার- ৩ তালিকাভুক্ত শহরগুলিতে কমোডিটি ডেরিভেটিভ ট্রেনারদের উদ্যোগে কমোডিটি ডেরিভেটিভে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত করে ।
চ)	সিকিউরিটিজ মার্কেট ট্রেনারদের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম :	SEBI টায়ার ২ টায়ার ৩ তালিকাভুক্ত শহরগুলিতে সিকিউরিটিজ মার্কেট ট্রেনারদের উদ্যোগে সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগে সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত করে ।

বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলির বিশদ বিবরণ জানতে SEBI ইনভেস্ট ওয়েবসাইট http:investor.sebi.gov.in এ নজর রাখুন ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
आर्थिक शिक्षा पुस्तिका

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India